

আল্লা কবুল কই উগাত (মাবুদ) নর, মাহমদ (দরুদ)
তাহার প্রেরিত। (মুহল)

জোদাতল মসায়েন।

এবম প্রভু।

জনাব হাকেম মাহমুদুলী খাঁ মরহুম আমিনার সাহেবের
অন্তিমত্যাগ্নীয়ে

খাদেমল এসলাম
নইমুদ্দিন।

কর্তৃক

প্রণীত ও সংগ্রহীত।

নবম সংস্করণ।

ইং ১৯০৫ সন, হিজরী ১৩২৩ সন, বাঙ্গালা ১৩১২ সন।

গ্রন্থকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

দর্জাপাড়া মলজিদ বাটী ষ্ট্রীট, ১৫৫ নং ভবনে ছোলেমানী প্রেসে,

ঐমহান্দ ছোলেমান দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১।০ আনা।

আভাষ ।

যিনি এই সংসারকে স্বজন করিয়াছেন তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য, তাঁহারই নাম ও কীর্তি কালে কালে জীবিত থাকিবে । হে জাতঃ ভগিনীগণ ! এই আকাশমণ্ডলকে চক্ষু স্বর্ঘ্য নক্ষত্রগণে পরিপূর্ণ নয়নগোচর হইতেছে, এই জগৎ যে জীব জন্তু তরু লতাাদিতে পরিবেষ্টিত অবলোকিত হইতেছে, এসমস্ত তাঁহারই মহিমার কণা মাত্র । তিনি মানবজাতির পরকালে সঙ্গীতি হওয়ার জন্য জগৎ মাত্র রশ্মিকে পবিত্র মন্ডা ভূমিতে স্বজন করিয়া কোরাণ শাস্ত্র দিয়া পাঠাইয়াছেন । ইহাতে স্বজনকর্তার মানস এই যে তাঁহার দ্বারা গোমরাহ অর্থাৎ পথ হারান ব্যক্তিগণকে হেদায়েৎ অর্থাৎ স্পৃহণগামী করান ।

ঐ কোরাণ খোলা তালার মুখজাত, তাহাতে মানবজাতির আহার, বিহার আরাধনা, ভজনা, অনুমতি, নিষেধ সমুদয় নিয়মই পরিপূর্ণরূপে লিখিত আছে । যে মতের দ্বারা ধর্ম্মার্থ বিভিন্ন করা যায় তাহার নাম “শরায়” ঐ শরায় মূল চারি অংশে বিভক্ত যথা কোরাণ, হাদিস্, এজমা ও কেরাস্ ।

শরায় নিয়ম গুলিন ও তাহার শাখা প্রশাখা সকলই আরবী ভাষাতে বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে । পণ্ডিতেরা বহু পরিশ্রম স্বীকারে তাহার কোন কোন অংশ পাসী ভাষায় ভাবান্তর করেন । খ্রীঃ ১০৮০ বৎসর অতীত হইল হিন্দি ভাষাতেও ভাবান্তর হইয়াছে, অধুনা অপকৃষ্ট বঙ্গ ভাষাতেও কোন কোন মহাত্মা অনুবাদ করিতেছেন । এতদ্বন্দ্বীয় গুণিগণ ঐ অপকৃষ্ট বঙ্গ ভাষার গ্রন্থ সকল ভাষার অনুশ্রাব্যদোষেও রচনার অসংমিলন গতিকে কখনই পাঠ করিতে রত হন না এবং সম্ভানগণকে পাঠ করিতে দেখিতেও ভাল বাসেন না । বরং অনেকে নিষেধ করিয়া থাকেন ।

শরায় সমুদয় বিবরণ আরবী ভাষায় যেরূপ জানা যায় অল্প পর্য্যন্ত কোন ভাষাতেই সেরূপ জানা সম্ভব নহে কিন্তু মাতৃ ভাষায় উহার মূল নিয়মগুলি জানিতে পারিলে অনেক উপকারে আসে । বহুদিন যাবত আমার অন্তঃকরণে এই আশা ছিল যে প্রতি সরল বঙ্গ ভাষায় শরায় মূল মূল নিয়ম গুলি সংগ্রহ

করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করি, বাহাতে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেরই উপকার হয় কিন্তু সাধারণিক আবল্যজালে আবদ্ধ থাকি প্রযুক্ত অবকাশভাবে কৃতকার্য হইতে পারি নাই।

প্রায় সংবৎসর কাল অক্লান্ত হইল এক দিবস মহামাত্ত গুণী-গুণাগুণ্য দেশহিতৈষী মাননীয় ডুমুরিগণি জনাব হাকের মাহমুদ আলী খাঁ জমিদার সাহেবের সভায় কোন কথোপলক্ষে যাওয়া হইয়াছিল, তিনি অনেক কথোপ-কথনের পর অধীনকে বলিতে লাগিলেন যে, আমাদের মুসলমানী ধর্মের এক খানি গ্রন্থ অতি সরল বঙ্গ ভাষাতে রচনা করুন, তাহা হইলে নরক সাধারণের উপকারে আসিবে।

প্রশংসিত মহামুভবের আদেশানুসারে এই “জোন্সাতল মসায়েল” নামক গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং প্রযুক্তরে এই গ্রন্থ লিখিত হইল। প্রথমে স্থানে “বালক” উত্তরের স্থানে “শিক্ষক” লিখা গেল, আরবী ভাষার যে সকল শব্দগুলি বঙ্গ ভাষায় ভাষান্তর করা অসাধ্য বুঝিলাম এবং করিলেও অসুপ্রভাব হয় তাহা পূর্বমত রাখা গেল। যেমন ইমান, কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ্জ, জাফাং ইত্যাদি।

এই জোন্সাতল মসায়েল অর্থাৎ মুসলমানী ব্যবস্থা শাস্ত্রের সারসংগ্রহে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ করি নাই বরং শরবেকায়ী, হেদায়া, কাজী-খান জামেরর রযুদ্ব, কানজ, আলমগিরী, দোররল মুখতার প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করতঃ লিখিত হইল। যে যে নিয়মগুলি এদেশের পক্ষে অনাবশ্যক বুঝিলাম তাহা পরিত্যাগ করা গেল।

পাঠক মহোদয়গণ! যদি এই গ্রন্থের কোন প্রস্তর উত্তর সন্দেহ বিবেচনা করেন তবে হানফী মজহাবের কোন ফকি পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন, মন মজহাব অবলম্বন করিবেন না, ইহানীং সনেকে মন মজহাব অবলম্বন করিয়া ধর্ম বিষয় বিসর্জন দিয়াছেন। আমি সরল চিন্তে বলিতেছি যিনি এই পুস্তকের দোষগুলি সংগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া দিবেন তিনি আমার পরম বন্ধু। পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন লক্ষ্য কোন কোন স্থানে পরিহাস রূপে কিছু লিখিত হইয়াছে, উহা একরূপ লিখি নাই বাহাতে নীতিবিরুদ্ধ হয়।

এই গ্রন্থের দুই উদ্দেশ্য। প্রথম অল্প বয়স্ক শ্রদ্ধামতি বালক বালিকা-গণকে পাঠ করাইলে বঙ্গভাষায় একরূপ জ্ঞানের জীবুজি হইবে। দ্বিতীয় মূল্য অর্থাৎ নিয়মগুলি স্মরণ করাইয়া আচরণ করাইলে পরকালে সদগতি লাভ হইবে। এই সারসংগ্রহ সকলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছি তাহা গ্রহকর্তা মাঝেই বুঝিবেন। এইক্ষণ স্বপ্নন কর্তার অন্তরে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খান জন সমাজে আদরবীর হইয়া পরিগৃহীত হইলেই আমার সমুদয় শ্রম ও সমুদয় ব্যয় সফল হইবে ইতি। হিঃ ১২৯০ সন। হিঃ ১৮৭৩ সন। বাঃ ১২৮০ সন।
নইমুদ্দিন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

যখন “জোস্বাতল মসারেল” প্রথম রচিত ও মুদ্রিত হয় তখন একরূপ ভয়না ছিল না যে ইহা জন সমাজে আদরবীর হইবে, কেননা তখন পর্যন্ত বঙ্গভাষায় এ প্রণালীতে কতভর্যার গ্রন্থ প্রচার হয় নাই, আল্লার কললে অনতিকাল মধ্যে পূর্বের সহস্র গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। আপাততঃ চতুর্দিক হইতে গ্রাহক মহোদয়গণের আগ্রহাতিশয়ে ব্যস্ত হইয়া পুনর্বার সংশোধন, ভাষায় দোষ পরিহরণ, অতিরিক্ত বিষয় পরিত্যাগ প্রত্যেক প্রণের উত্তরে সাংকেতিক প্রমাণ, ও বহু মূল্য বৃদ্ধি করিয়া পুনঃ মুদ্রিত করিলাম। এবার পাঠক মহোদয়গণ পূর্ব হইতে সন্তোষ লাভ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।
ইং ১৮৮১। বাঃ ১২৮৮।
নইমুদ্দিন।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

পূর্ব হইতে এবার অনেক বিষয় সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইল। তৃতীয় ভাগের শেষাংশে যে প্রত্যেক উত্তরের স্থানে প্রমাণ লিখা হয় নাই উহাতে সন্দেহ করিবেন না, হেদায়রা, আলমগিরী ও দোরল মুখতার প্রভৃতি কেতাবে উহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ইং ১৮৮৫ সন, হিঃ ১৩০২ সন, বাঃ ১২৯২।
নইমুদ্দিন।

অষ্টম বারের বিজ্ঞাপন ।

খোদাতালার অনুগ্রহে এই পুস্তক অষ্টমবার মুদ্রিত হইল, এ বৎসর পুস্তক মুদ্রাক্ষনের সময় নানাপ্রকার বিপদজালে অভিভূত হওয়া বিধায় নিয়মিতরূপে প্রস্তুত দেখা হয় নাই, তজ্জন্তু কয়েক স্থানে ভুল রহিয়াছে তবে মারাত্মক ভুলের ভীতি পত্র দেখিয়া হইল । ইতি ইং ১৯০৩ সন, হিজরী ১৩২০ সন, বাং ১৩০৯ ।

নইমুদ্দিন ।

বঙ্গীয় মুদ্রাক্ষণালয়

নবম বারের বিজ্ঞাপন ।

পরম কারুণিক খোদাতালার অনুগ্রহে এই পুস্তক নবমবার মুদ্রিত হইল, এ বৎসর সেরাজগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত হাজী মহাম্মদ মির উদ্দিন সাহেব প্রাক দেখিয়া, পূর্ব সংস্করণের ভুল প্রমাদ আদি বিশেষ যত্ন সহকারে সংশোধন করিয়াছেন ।

এবার পাঠক মহোদয়গণ পূর্ব হইতে সন্তোষ লাভ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব । ইং ১৯০৫ সন, বাং ১৩১২ সন ।

নইমুদ্দিন ।

মুচাপত্র ।

প্রথম ভাগ ।

ওজুর কথা	২
ওজুর সোমতের কথা	৪
ওজুর মন্তহাবের কথা	৪
ওজুর মক্কুর কথা	৫
ওজু ভনের কথা	৫
অবগাহনের কথা	৬
জলের কথা	৮
কুণের কথা	৯
কুঠার কথা	১১
কৈয়মের কথা	১২
মোজার কথা	১৫
খতুর কথা	১৬
নেকাসের কথা	১৮
পাকের কথা	১৯
নাপাক বস্তুর কথা	২০
নামাজের ওক্তের কথা	২২
যে সময় নামাজ পড়া মক্কুর	
তাহার কথা	২৩
আজানের কথা	২৪
নামাজ পড়ার কথা	২৬
ওয়াজের কথা	২৮
সোমতের কথা	২৯
জমাতের কথা	৩০
উপযুক্ত এমামের কথা	৩১
যেব্যক্তি এমাম হওয়া মক্কুর	৩২
অনুপযুক্ত এমামের কথা	৩৪
মসব্বের কথা	৩৫

নামাজ পড়বার ধারা	৩৬
নামাজ ভনের কথা	৩৭
নামাজ মক্কুর কথা	৩৯
বেতের ওসোমত নামাজের কথা	৪০
তারাবি নামাজের কথা	৪২
চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণের নামাজের	৪৩
করম পাওয়ার কথা	৪৪
কাছা নামাজের কথা	৪৬
সোহ সেজদার কথা	৪৯
পীড়িত ব্যক্তির নামাজের কথা	৫১
নৌকার নামাজ পড়ার কথা	৫২
তলাও সেজদার কথা	৫৩
প্রবাদের নামাজের কথা	৫৪
জুমার নামাজের কথা	৫৬
ঈদের নামাজের কথা	৬০
জানাজার নামাজের কথা	৬২
জাকাতের কথা	৭০
পশুর জাকাতের কথা	৭৩
জাকাতের ধনের কথা	৭৫
ফেতরার কথা	৭৮
রোজার কথা	৭৯
রোজা ভনের কথা	৮২
রোজা মক্কুর কথা	৮৫
এতেকাকের কথা	৮৮

দ্বিতীয় ভাগ ।

বিবাহের কথা	৯০
যে যে মেরেলোককে বিবাহ	
করা হারাম	৯১

অলীর কথা	১০১
মহরের কথা	১০২
কাবিন	১১৪
শ্রীগণের প্রতি ব্যবহার	১১৭
হৃদ্ধ পানের কথা	১১৭
তালাকের কথা	১২১
কেনারা তালাকের কথা	১২৯
ভার্যাপিত তালাকের কথা	১৩০
আবদ্ধ তালাকের কথা	১৩২
রাজ্যতের কথা	১৩৫
ইলার কথা	১৩৯
খোলার কথা	১৪০
জেহারের কথা	১৪১
সঙ্গমাশক্তের কথা	১৪৩
নিয়মিত কালের কথা	১৪৪
ঔন্নস সন্থকের কথা	১৪৭
প্রতি পোষের কথা	১৪৯
আসার্দাদনের	১৫১
শপথের কথা	১৫৪
গড়া বস্তুর কথা	১৫৭
নিবন্ধের কথা	১৫৮
ভাগী হওয়ার কথা	১৫৯
ওক্কের কথা	১৬১
মস্জেদ ওক্কের কথা	১৬২
কবর ওক্কের কথা	১৬৩
তৃতীয় ভাগ ।	
ক্রয় বিক্রয়ের কথা	১৬৪
আঁকড়ের কথা	১৬৬
দৃষ্টি কমতার কথা	১৬৯

কতি কমতার কথা	১৭১
অসিদ্ধ বিক্রয়ের কথা	১৭৩
বিক্রয়ের মক্কুর কথা	১৭৬
ক্রয়ের বস্ত্র ফেরত দেওয়ার কথা	১৭৭
শ্রুদের কথা	১৭৭
সালামের কথা	১৮০
শ্রুণ রৌণ্য ক্রয়ের কথা	১৮৩
অংশী শ্রুদের কথা	১৮৪
হেবার কথা	১৮৬
ইজারার কথা	১৮৯
আগ্নিতের কথা	১৯৩
গচ্ছিতের কথা	১৯৫
গচ্ছবের কথা	১৯৭
বন্ধকের কথা	১৯৮
অসিদ্ধ বন্ধকের কথা	১৯৯
ভূমি বর্গার কথা	২০১
ভার্যাপিত বাণিজ্যের কথা	২০৪
জবহ করার কথা	২০৬
হালাল ও হারাম জন্তুর কথা	২০৯
কোরবানীর কথা	২১১
পণ্ড পক্ষী শিকারের কথা	২১৪
ভীর শিকারের কথা	২১৬
মক্কুর কথা	২১৮
আটারের কথা	২১৯
পরিধানের কথা	২২০
দর্শন ও স্পর্শ করার কথা	২২২
বিক্রয়ের বস্ত্রের কথা	২২৪
অছির	২২৬

চতুর্থ ভাগ ।

দায় ভাগ	২২৮
----------	-----

পরম দাতা দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি

প্রথম ভাগ।

৩।

বালক। এই অসার সংসারে সার কৰ্ম কি ?

শিক্ষক। ধৰ্মাধৰ্ম বিবেচনা করিয়া কাল যাপন করা, ইহাই সংসারের
সারকৰ্ম। [কোরাণ]

বা। ধৰ্ম কি ও অধৰ্ম কি ?

শি। শরার বিধি মত আচরণ করাকে ধৰ্ম ও তাহার বিপরীতচরণ
অধৰ্ম বলে। [কোরাণ]

বা। ধৰ্ম করিলে কি লাভ ও অধৰ্ম করিলে কি ফল হইবে ?

শি। যিনি ধৰ্ম লাভ করিবেন পরকালে তাঁহার সদ্গতি (নাজাত)
লাভ হইবে অর্থাৎ চিরকাল পরম স্মৃথে বেহেশতে কাল-
যাপন করিবেন ও পাপীগণ দোজ্জখে নানা ক্রেশ তে
করিবে। (কোরাণ)

বা। বেহেশত কি ও দোজ্জখ কি ?

শি। বেহেশত একটি অধিতীয় ও অতুলনীয় সুখাবাস উচ্চান (বাগান),
৩ বাহার নানাবিধ স্মৃথের বর্ণনা কোরাণ শাস্ত্রে লিখিত আছে।
দোজ্জখে একটি প্রবল অগ্নিকুণ্ড বাহাতে নানাবিধ ক্রেশক
আয়োজন প্রস্তুত আছে। (কোরাণ)

বা। কি কি কৰ্ম করিলে ধৰ্ম লাভ হইবে ?

শি। কলমা, নমাজ, রোজা, হজ্জ, জকাৎ, ইত্যাদি সৎকৰ্ম করিলে ধৰ্ম
লাভ হইবে। কিন্তু ইমান ব্যতীত কোন প্রকার সৎকৰ্মের পুণ্য
লাভ হইবে না। ইমানই সকলের মূল। (আকায়েদেনসফি)

- বা । ইমান কি ?
- শি । সাত বস্তুকে মনে সত্য জানা ও মুখে বলা ইহারই নাম ইমান । (ফেকা আকুবর)
- বা । সেই সাত বস্তু কি কি ?
- শি । যিনি এই সংসার সৃজন করিয়াছেন তাঁহার নাম আল্লা । দ্বিতীয় তাঁহার ফেরশ্তাগণ (দূতগণ) তৃতীয় তওরাৎ, জবুর, ইঞ্জিল, কোরকান প্রভৃতি গ্রন্থ সকল তাঁহার মুখস্বাত । চতুর্থ পয়গম্বরগণ (বার্তাবহগণ) । পঞ্চম ফেরামত । ষষ্ঠ তিনি সংকর্ষ ও অসংকর্ষ উভয়েরই সৃজনকর্তা । কিন্তু বিভিন্ন এই যে সংকর্ষে তিনি সন্তুষ্ট অসংকর্ষে অসন্তুষ্ট । সপ্তম মরণের পরে পুনর্জীব জিবীত করিবেন । এই সকলকে সত্য জানা ও বলা ইহারই নাম ইমান । (ফেকা আকুবর)
- বা । কলেমা কি ?
- শি । লা এলাহা এল্লাল্লাহো শেষ পর্য্যন্তকে কলেমা বলে । (আব্)
- বা । উহা আমিও জানি কিন্তু বুঝি না ।
- শি । উহার অর্থ এই যে, "আল্লা ব্যতীত কেহই উপাস্ত (মাবুদ) নাই মহম্মদ (সল্লাল্লাহো আলায়হে ওসলম) তাঁহার প্রেরিত ।"
- বা । " নমাজ কি ?
- শি । এক প্রকার আরাধনার নাম নমাজ (কোরাণ)
- বা । " নমাজ পড়িতে হইলে প্রথম কি করিতে হইবে ?
- শি । ওজু ও অবগাহনের আবশ্যক থাকিলে তাহা পূর্বেই করিতে হইবে । (কোরাণ)
- ওজুর বিবরণ ।**
- বা । ওজু কাহাকে বলে ?
- শি । হস্ত পদাদি ঘোঁত করাকে ওজু বলে । কিন্তু ওজুতে করজ, সোন্নত, মস্তহাব ইত্যাদি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । (ফেকা)
- বা । ওজুতে করজ কি কি ?
- শি । প্রথম মস্তকের চিকুরের (চুল) মূল দেশ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত ও

এক কর্ণ হইতে দ্বিতীয় কর্ণ পর্যন্ত ধৌত করা, দ্বিতীয় হস্তের কুনি পর্যন্ত ধুইয়া ফেলা, তৃতীয় মস্তকের চতুর্থাংশ মসাহ করা, চতুর্থ পায়ের সন্ধিস্থান অর্থাৎ টাংলু সহ ধৌত করা, এই সকলকে করজ বলে । (স, হে, দো, আ,)

বা । বাবার মুখে শুনিয়াছি ওজুতে পাঁচ করজ, আপনি চারি করজ বললেন কেন ?

শি । তাঁহার অস্ত্র পাঁচ করজই বটে, কিন্তু আমার অস্ত্র চারি করজ ।

বা । ইহার কারণ কি ?

শি । হস্তমুখে বলিলেন, শরীর কথিত আছে, বাহার ঘন দাড়ি হওয়া বশতঃ দাড়ির মূল দেশে জল দিতে না পারে তাহার দাড়ির চতুর্থাংশ মসাহ করাও এক করজ, এই ইহার কারণ । (স, আ)

বা । মসাহ করার অর্থ কি ?

শি । নূতন জল হাতে লইয়া সেই আস্র হস্ত দিয়া কোন স্থান মুছিয়া ফেলা ইহার নাম মসাহ করা । (স. দো, তাতা)

বা । নূতন জল হাতে না লইয়া ভিজা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলে মসাহ হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে, যদি হাতে জল থাকিয়া থাকে । (স, আ)

বা । আর একটা কথা মনে পড়িল । মাতা বলিয়াছেন “ঘন দাড়ি হইলে মসাহ না করিয়া সমুদ্র দাড়ি ধুইয়া ফেলিতে হয়” উহা সত্য কি না ?

শি । হাঁ সত্য বটে, ঘনই হউক কি পাতলাই হউক এই কথাই প্রাতিই শরীর ফলপ্রসূ, কিন্তু ঘন দাড়ির মূলদেশে জল দিতে হইবে না, ইহাই বিশেষ । (দো, তাতা)

বা । ঘন এবং পাতলার পরিমাণ কি ?

শি । নিকট হইতে দাড়ির চর্চ দেখা গেলে পাতলা বলে, না দেখা গেলে, ঘন বুল । (দো, তাতা)

বা । মস্তকের চতুর্থাংশের পরিমাণ কি ?

শি। হস্তের তিন অঙ্গুলী প্রমাণ, একারণ এক অঙ্গুলী কি দুই অঙ্গুলী পরিমাণ মসাহ করিলে ওজু হইবে না। (আ, তাতা)

বা। যদি মাথা মসাহ ভুলিয়া না করে, এবং মেঘের জল মাথায় লাগে তবে ওজু হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। (দো, তাতা, বাহ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার ওজুর সোন্নতের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ওজুতে সোন্নত কি কি ?

শি। প্রথম ওজু আরম্ভ কালে বেস্মেল্লা বলা, দ্বিতীয় দুই হাত কজ্জা পর্যন্ত ধৌত করা, তৃতীয় দাতন অর্থাৎ বেস্মওয়াক করা, চতুর্থ কুলিতে গড়গড়নি করা, পঞ্চম নাসিকাতে জল দেওয়া, ষষ্ঠ দাড়ির খেলাল করা, সপ্তম হস্তাঙ্গুলীর খেলাল করা, অষ্টম পদাঙ্গুলীর খেলাল করা, নবম প্রত্যেক স্থান তিনবার ধৌত করা, দশম সমস্ত মাথা মসাহ করা, একাদশ দুই কর্ণ মসাহ করা, দ্বাদশ ওজু আরম্ভ কালে নিয়ৎ করা, ত্রয়োদশ ওজুর ধারার প্রতি দৃষ্টি রাখা, চতুর্দশ লাগালাগি ধৌত করা, এই সকলকে সোন্নত বলে। (স, দে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন হে বালক ! এইক্ষণ তোমার ওজুর মস্তহাবের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ওজুতে মস্তহাব কি কি ?

শি। প্রথম ডানি হইতে ওজু আরম্ভ করা, দ্বিতীয় ঘাড় (গু'বদেশ) মসাহ করা, তৃতীয় কেবলা মুখ হওয়া, চতুর্থ কর্ণ মসাহ করা, পঞ্চম ওজুর পূর্বে ওজু করা, ষষ্ঠ অঙ্গুরী হেলাইয়া দেওয়া, সপ্তম অস্ত্র হইতে ওজুর সাহাছ না লওয়া, অষ্টম ওজু কালে কথা না বলা, নবম উচ্চ স্থানে বসিয়া ওজু করা, দশম ওজুর নিয়ৎ মনে ও মুখে করা, একাদশ প্রত্যেক স্থান ধৌত ও মসাহ কালে বেস্মেল্লা পড়া, দ্বাদশ প্রত্যেক স্থান ধৌত ও মসাহ কালে নিরুপিত দেওয়া

পড়া, * ত্রয়োদশ ওজু অন্তে দক্ষ শরিক ও সালাম পড়া, চতুর্দশ ওজু অন্তে অবশিষ্ট জল পান করা এটো সকলকে মস্তধাব বলে ।

কিন্তু গলা মসাহ করা বেদা৷ । (চ, দো,)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন হে বালক ! এইক্ষণ তোমার ওজুর মকরুহের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । ওজুতে মকরুহ কি কি ?

শি । প্রথম মুখে জোরে জল নিক্ষেপ করা, দ্বিতীয় কুলি ও নাসিকার জল বিন্যাস্তিতে বামহাতে লওয়া, তৃতীয় নুতন জল দ্বারা তিনবার মসাহ করা, চতুর্থ তিনবারের অধিক বিন্যাস্তিতে ধোত করা, এই সকলকে মকরুহ বলে । (দা, আ)

বা । বদনা কি লোটা কি ঘটা নিজের কারণ ঠিক করিয়া লওয়া ও অন্য কাহাকেও না দেওয়া কি ?

শি । মকরুহ । এইরূপ সম্মুখের কোন স্থান নিজের কারণ নির্ণয় করিয়া লওয়াও মকরুহ । (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন হে বালক ! এইক্ষণ তোমার ওজু ভঙ্গের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । কি কি কারণে ওজু ভঙ্গ হয় ?

শি । প্রথম ক্ষুধা দ্বারা কি লিঙ্গ দ্বারা দিয়া কোন বস্তু নির্গত হইলে, দ্বিতীয় শরীর হইতে রক্ত পুঞ্জ বাহির হইয়া গাড়িয়া পড়িলে, তৃতীয় মুখ ভরিয়া বমি হইলে, চতুর্থ চিত্ত কি কাহিত হইয়া কি কোন বস্তুকে হেলান দিয়া নিদ্রা গেলে, পঞ্চম উন্মাদ হইলে, ষষ্ঠ অচেতন হইলে, সপ্তম মাতাল হইলে, অষ্টম রুক্ষ সেধদার নমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি হা, হা, হি, হি, করিয়া উচ্চঃস্বরে হাশ্ব করিলে, নবম স্ত্রী পুরুষের লিঙ্গে লিঙ্গে স্পর্শ করিলে; এই সকল ঘটনায় ওজু ভঙ্গ হয় । (স.)

বা । মেয়েলোক কি পুরুষের লিঙ্গ দিয়া কোন প্রকারের কুচি (কিড়া) নির্গত হইলে ওজু থাকিবে কি না ?

* সেরাতুল মস্তকিম দেখুন তাহাতে সমস্ত দোওয়া লিখা হইয়াছে ।

শি। না। কিন্তু বায়ু নির্গত হইলে ওজু যাইবে না। এইরূপ কর্ণ কি নাসিকা কি মুখ হইতে কৃমি নির্গত হইলেও ওজু যাইবে না।
(দো, আ, তাতা)

বা। মেয়েলোককে চুষ দিলে কি স্পর্শ করিলে ওজু ভঙ্গ হইবে কি না?

শি। না। এটরূপ লিঙ্গ স্পর্শ করিলেও ওজু যাইবে না। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইরূপ তোমারে অবগাহনের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। অবগাহন কাহাকে বলে?

শি। বাহিরের সমুদয় শরীর ধৌত করাকে অবগাহন বা স্নান বলে, তোমরা যাহাকে গোসল বলিয়া থাক।

বা। স্নান কয় প্রকার?

শি। ফরজ, ওয়াজেব, সোন্নত, মস্তহাব এই চারি প্রকার।

বা। কি কি ঘটনায় অবগাহন করা ফরজ হয়?

শি। প্রথম কাম-ভাবে 'ওজু নির্গত হইলে, দ্বিতীয় লিঙ্গাগ্রভাগ ভগে কি গুহে প্রবেশ করিলে, তৃতীয় ক্ষতু কি নেফাস শেষ হইলে, চতুর্থ সপ্ন দোষ (এহতেলাম) হইলে, এই সকল ঘটনায় অবগাহন করা ফরজ। (স, দো, আ)

বা। কামভাব ব্যতীত বীৰ্য্য নির্গত হইলে স্নান করিতে হইবে কি না?

শি। না কিন্তু কামভাবে বীৰ্য্য স্রাব স্থান হইতে স্থানান্তর হইলে যদিও নির্গত হওয়ার সময় কামভাব না থাকে, তথাপি অবগাহন করিতে হইবে। (স, দো)

বা। যদি কেহ সঙ্গম করে কিন্তু ওজু নির্গত না হয়, তবে স্নান করিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবেক। এইরূপ কাহার সপ্নদোষ, কি কোন রূপলাবণ্যাবতি যুবতী দৃষ্টি-পথে পতিত হওয়ার কামভাবে বীৰ্য্য নির্গত হওয়ার উপক্রম হইলে যদি সেই সময় লিঙ্গাগ্রভাগ কসিয়া ধরে পরে কামভাব চলিয়া গেলে ছাড়িয়া দেয় ও বীৰ্য্য পড়িয়া যায়, এমনতাবস্থায়ও ঐ ব্যক্তির স্নান করিতে হইবে। (স, আ)

এইরূপ যদি কোন ব্যক্তি সঙ্গম করিয়া প্রস্থাব করিবার পূর্বে স্নান করে, পরে বীর্ধ্য নির্গত হয় তাহাকেও পুনর্ব্বার স্নান করিতে হইবে। কিন্তু কেবল মজি কি ওদি নির্গত হইলে স্নান করিতে হইবে না। (দো)

বা। নিদ্রা হইতে আগ্রসিত হইয়া বীর্ধ্য কি মজি দেখিলে স্নান করিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ, স্নান করিতে হইবে যত্বপি স্বপ্নদোষ কথা স্মরণ না হয়। যদি লিঙ্গাশ্রুভাগ ভিন্না না থাকে, তবে স্নান করিতে হইবে না। এই নিয়ম মেয়েলোকের প্রতিও খাটিবে। (দো)

এইরূপ চতুস্পাদ জন্তু কি মৃত কি নাবালগার সঙ্গে সঙ্গম করিলে স্নান করিতে হইবে না। কিন্তু বীর্ধ্য নির্গত হইলে অবশ্য স্নান করিতে হইবে। (স, দো, আ)

বা। চতুস্পাদ কিম্বা মৃতের সঙ্গে কি সঙ্গম করা যায়?

শি। না অতি গর্হিত কার্য্য, অর্থাৎ মহা পাপ। (কে)

বা। তবে এসত অসঙ্গত কথা বলিলেন কেন?

শি। কি জানি যদি কাহারও কুচি হয় একারণ বলিলাম।

বা। ওয়াজেব অবগাহন কাহাকে বলে?

শি। প্রথম মৃতকে অবগাহন করান, দ্বিতীয় কাকের মুসলমান হওয়ার সময় স্নান করান, যদি করজ স্নানের কোন কারণ থাকিয়া থাকে। (দ)

বা। সোন্নত অবগাহন কাহাকে বলে।

শি। প্রথম শুক্রবারের, দ্বিতীয় হুই জেদের, তৃতীয় আফার, চতুর্থ এহরামের, এই চারি সময় স্নান করা সোন্নত। (দো, স)

বা। অবগাহনে করজ কি কি?

শি। কুলি করা, নাসিকাতে জল দেওয়া, সমুদয় শরীর ধৌত করা এই তিন করজ। (স, হে, আ, দো)

বা। মেয়ে লোকের নথ, বোলাকের ছিড্রে ও অঙ্গুরী, বালা প্রভৃতি গহনার নিম্নে জল দিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ দিতে হইবে, না দিলে স্নান হইবে না। (স, আ)

বা। অবগাহনে সোন্নত কি কি ?

শি। প্রথম হস্ত ধৌত করা, দ্বিতীয় লিঙ্গ ধুয়ে ফেলা, তৃতীয় শরীরের না পাকি অর্থাৎ অশুদ্ধ বস্ত্র ধুয়ে ফেলা, চতুর্থ ওজু করা, পঞ্চম সমুদয় শরীর তিনবার ধৌত করা, পশ্চাৎ স্থানাজ্বর হইয়া পাখোয়া, স্নানে এই সকল সোন্নত। (স, দো)

বা। চৌকিতে কি টুলে কি প্রস্তরের উপরে কি কোন উচ্চ স্থানে স্নান করিলে সেই স্থানে পা খোওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ খোওয়া যায় যদি ধৌত জলে পা না থাকে।

বা। অবগাহনে মস্তাহাব কি ?

শি। শরীর মর্দন করা। (দো)

বা। কোন কোন অবগাহন মস্তাহাব ?

শি। প্রথম কাফের মুসলমান হইয়া অনাবশ্যক বশতঃ অবগাহন করা, দ্বিতীয়, ১৫ বৎসর অয়ঃপ্রাপ্ত ছেলের বালক হওয়ার লক্ষণ ব্যতীত প্রাপ্ত বয়স্কের ব্যবস্থা মতে স্নান করা, তৃতীয়, সবেবরাত্তের স্নান করা, এই সকলকে মস্তাহাব স্নান বলে। ইহা ব্যতীত আরও আছে। (দোররুল যোগতার দেখ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার জলের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। কোন কোন জল আচরণ করা যায় ?

শি। মেঘ, বরফ, সমুদ্র, নদী, ঝরণা, পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদির জল আচরণ করা যায়। (ন, দো)

বা। কোন গর্তের জল আচরণ করা যায় কি না ?

শি। হাঁ আচরণ করা যায়। যখন উহার বেড় ৪০ গজ হইবে, এবং অঞ্জলি দ্বারা জল উঠাইলে মৃত্তিকা দেখা না যাইবে, তখন করণার তুল্য হইবে। দৈবগর্তই হউক কিম্বা মনুষ্য কৃতই হউক সকলেই এই নিয়ম। (স)

বা। জল কখনও অশুদ্ধ হয় কি না ?

- শি। হাঁ বখন কোন না পাক বস্তু জলে পড়িয়া জলের লক্ষণের পরিবর্তন করে তখন অবশ্য না পাক হয়। (স, হে, দো)
- বা। জলের লক্ষণ কি কি ?
- শি। রং, স্বাদ, যদি এই তিনটী জলের লক্ষণ। (স, দো)
- বা। উরল হওয়া জলের লক্ষণ কি না ?
- শি। না, তরল হওয়া জলের স্বভাব বলিতে হইবে। (স, দো)
- বা। যদি কোন বস্তু জলে মিশ্রিত হওয়ায় স্বভাবের পরিবর্তন হয়, তবে ঐ জলে ওজু অবগাহনাদি হইবে কি না ?
- শি। না। (স, আ)
- বা। মাতা বলিয়াছেন, খেজুরের রসে ওজু ও অবগাহনাদি হইতে পারে, উহা সত্য কি না ?
- শি। উহাতে এক্সট্রাক্ট (মতভেদ) আছে কিন্তু বুঝের কি কলের রস চিনিয়া বাহির করা যায়, কি স্বভাবতঃ বাহির হয় উহা দ্বারা ওজু ও অবগাহনাদি হইতে পারে না। এই ব্যবস্থাই আওলা। (অতি উত্তম) (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ

তোমার কুপের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

- বা। কুপের জল নাপাক (অশুদ্ধ) হয় কি না ?
- শি। হ্যাঁ অশুদ্ধের কোন কারণ ঘটিলেই অশুদ্ধ হয়।
- বা। কি কি কারণে অশুদ্ধ হয় ?
- শি। প্রথম যদি কুপে কোন অশুদ্ধ বস্তু (নাপাক চিজ) পতিত হয়, দ্বিতীয় কোন অশুদ্ধ পড়িয়া মরে এবং ফুলিয়া যায়, অথবা পচিয়া ছিন্ন ভিন্ন হয়, তৃতীয় সমুদ্র কি কুকুর কি ছাগল পড়িয়া মরে, তাহা হইলে কুপের জল অশুদ্ধ হয়। (স, আ)
- বা। উহার কোন ঘটনা ঘটিলে কি করিলে পাক (শুদ্ধ) হইবে ?
- শি। প্রথম ঐ নাপাক বস্তু কি ঐ মৃত বস্তু উঠাইবে, তৎপর সমুদ্র

- জল উঠাইয়া কেলিলেই তাহার জল শুষ্ক (পাক) হইবে (স, দো)
- বা। যদি এমন কোন কূপ হয় যে বত জলই উঠান যায় ততই উঠে, তবে কি করিবে?
- শি। হইলেন বুদ্দিমান লোক বাঁহারী জলের অল্পমান করিতে পারেন, তাহাদের অল্পমান মত জল উঠাইলেই শুষ্ক হইবে। (দো)
- বা। যদি কোন কূপের জল অল্পমান করিতে না পারা যায়, তবে কি করিবে?
- শি। হই শত কলসীর নান না হয়, এই পরিমাণ জল উঠাইলেই শুষ্ক হইবে। (স, দো)
- বা। যদি কপোত, কুহুট, বিড়াল, কি ইহারই তুল্য কোন জন্তু পড়া মাত্র মরিয়া যায়, তবে কি করিলে শুষ্ক হইবে?
- শি। ৪০ কলসী হইতে ৬০ কলসী পর্যন্ত জল উঠাইলেই শুষ্ক হইবে। কিন্তু প্রথম ঐ মৃত জন্তু উঠাইতে হইবে। (দো)
- বা। সুবিক, চড়াই, বাবুই কি তৎতুল্য কোন জন্তু পড়া মাত্র মরিলে কি করিলে শুষ্ক হইবে?
- শি। ২০ কলসী হইতে ৩০ কলসী পর্যন্ত জল উঠাইলে শুষ্ক হইবে। এইরূপ কোন মৃত জন্তু কূপেতে পড়িলেও ঐ নিয়ম খাটিবে কিন্তু প্রথম মৃত উঠাইতে হইবে। (দো)
- বা। কলসীর পরিমাণ কি?
- শি। একহা অর্থাৎ ৮০ তোলা সেরের তিন সের, দুই ছাটাক জল ধরে এমন কলসী হয়।
- বা। মৎস্ত, ভেক, মকিকা ইত্যাদি জন্তু বাহার তরল রক্ত নাই, তাহা কূপেতে মরিলে জল শুষ্ক হয় কি না?
- শি। না। (আ)
- বা। কূপে মৃত পতিত হওয়ার সময় জ্ঞাত থাকিলে কি করিবে, ও না থাকিলে কি করিতে হইবে?
- শি। যদি জ্ঞাত থাকে তবে মৃত পতিত হওয়া-সময়াদি জল শুষ্ক

হয়। অজ্ঞাত থাকিলে দেগিতে হইবে ঐ রক্ত ফুলিয়াছে কি না
ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে কি না, যদি ফুলিয়া কি ছিন্ন ভিন্ন না হইয়া
থাকে, তবে যিনি ঐ জল ওজ, গোছলে ব্যবহার করিয়াছেন,
তিনি এক দিবা রাজের নামাজ পুনর্বার পড়িবেন। যদি ফুলিয়া
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, তবে তিন দিবা রাজের নামাজ পুনর্বার
পড়িবেন। (স, দো)

বা। অনেক মহাত্মা হানিকী মজহাবে কূপের জল নাপাক (অশুদ্ধ)
বলিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করেন উহা সত্য কি না?

শি। না, উহা কেবল ধোকা বাজি বই নয়, কেননা শত সহস্র গ্রহে
কূপের জল পাক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয় উহারা পাগল
নতুবা এমন কথা কি মুখে আনার উপযুক্ত?

বা। যদি কোন কাপড়ে বিষ্ঠা কি গোবর লাগে কিছ্ কোন দিন
কোন সময় লাগিয়াছে জানা না যায়, তবে কি করিবে?

শি। ঐ সময় ধুইয়া ফেলিবে কিছ্ ঐ কাপড় দিয়া যত নামাজ পড়িয়াছে
তাহা পুনর্বার পড়িবে না। (তাতা)

বা। ওজ ও অবগাহনের ধৌত জল শুদ্ধ কি না?

শি। হাঁ শুদ্ধ বটে কিন্তু তদ্বারা কোন অশুদ্ধ বস্তু শুদ্ধ করা বাইতে
পারা যায় না। এইরূপ ঐ ধৌত জল কোন লোটাতে কি
কূপেতে পড়িলেও সেই লোটা ও কূপের জল দ্বারা অশুদ্ধ
বস্তু শুদ্ধ হইতে পারিবে না। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইরূপ
তোমার জুঠার (উচ্ছিষ্ট) বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। কোন কোন জন্তুর জুঠা পাক অর্থাৎ শুদ্ধ?

শি। মনুষ্য ও যে সকল জন্তুর মাংস খাওয়া যায়, উহাদের মুখ পাক
থাকিলে উহাদের জুঠাও পাক। এইরূপ ঘোটকের উচ্ছিষ্টও
পাক।

বা। কোন কোন জন্তর জুঠা নাপাক?

শি। শূকর, কুকুর প্রভৃতি হিংস্রক পণ্ড ইহাদের জুঠা নজসে মোগলজা অর্থাৎ অভ্যস্ত অশুদ্ধ। এইরূপ যদি মাতালের মুখে মদের গন্ধ, বিড়ালের মুখে মূষিকের গন্ধ থাকে, তবে ইহাদের জুঠাও নজসে মোগলজা কিন্তু বিনাবদ্ধ কুকুট ও শিকারী পক্ষী ও গৃহবানী জন্ত যেমন মূষিক ইহাদের জুঠা মকরুহ তন্জিহ। (দো)

বা। গাধা ও খচ্চরের জুঠা পাক কি না?

শি। হাঁ পাক বটে কিন্তু উহা দ্বারা অস্ত্র বস্ত্র পাক করা সন্দেহ। (দা)

বা। মৌ কেমন?

শি। গাধা, খচ্চরের জুঠা-জল দিয়া কোন বস্ত্র পাক করা যাইতে পারে না, যদি কেহ উহা দিয়া ওজু করে তবে পুনর্বার তৈয়্যম করিতে হইবে, কিন্তু কাপড়ে কি কোন বস্ত্রতে লাগিলে নাপাক হইবে না। (দো, তাতা)

বা। ঘর্ম পাক কি না?

শি। বাহার জুঠা পাক, তাহার ঘর্মও পাক; বাহার জুঠা নাপাক তাহার ঘর্মও নাপাক। বাহার জুঠা মকরুহ, তাহার ঘর্মও মকরুহ; বাহার জুঠা সন্দেহ, তাহার ঘর্মও সন্দেহ। (দো)

বা। চর্ম পাক কি না?

শি। দাবাগত করিলে সমুদয় জন্তর চর্মই পাক, কিন্তু মহুযোর ও শূকরের চর্ম কখনই শুদ্ধ হইবেক না।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইরূপ তোমার তৈয়্যমের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। তৈয়্যম কাহাকে বলে?

শি। জলের শক্তি রহিত হইলে ওজু ও অবগাহনের কাজ সুত্তিকা কি

মুক্তিকাবৎ কোন বস্তু দ্বারা সমাধা করাকে তৈয়্যম বলে। (দো, আ)

বা। মুক্তিকাবৎ বস্তু কি কি ?

শি। বালু, প্রস্তর, চূণা, সুরমা, হরিতাল ইত্যাদি কিন্তু ছাই দিয়া তৈয়্যম করিলে হইবে না। (স, ভাতা)

বা। জলের শক্তি রহিত হওয়া ইহার অর্থ কি ?

শি। প্রথম এক মাইল পর্যন্ত জল না পাওয়া গেলে, দ্বিতীয় সঙ্গে জল আছে, কিন্তু যদি উহা দিয়া ওজু, অবগাহন করা যায় তবে নয়ঃ কি সঙ্গীর জন্ত পিপাসাযিত থাকে, তৃতীয় জলের স্থানে কোন ভয়ের কারণ থাকিলে, চতুর্থ জল উঠানের উপায় না থাকিলে, পঞ্চম অস্ত্র কাহার নিকট জল আছে, কিন্তু বিনামূল্যে দিতে অস্বীকৃত হইলে, কি মূল্য দেওয়ার শক্তি রহিত হইলে, ষষ্ঠ মূল্য অধিক লাগে যাহাতে সম্পূর্ণ কতি হয়, সপ্তম ওজু অবগাহনে পীড়া বৃদ্ধি পাইলে, অষ্টম ক্ষীতে শরীরের অপকার করিলে, এই সকল ঘটনার জলের শক্তি রহিত বলিতে হইবে। (দ)

বা। জলের শক্তি থাকিলেও কোন সময় তৈয়্যম করা যায় কি না ?

শি। না, কিন্তু দুই সময়ে, প্রথম জনাজার. দ্বিতীয় দুই দৈবের নমাজ না পাওয়ার সংশয় হইলে তৈয়্যম করা যায়। (স)

বা। তৈয়্যমে কয় ফরজ ?

শি। তিন ফরজ। যথা—নিয়ত করা, মুখ মগাহ করা, দুই হাতের মগাহ করা। (স)

বা। নিয়ৎ কাহাকে বলে ?

শি। মনে মনে মনন করা ইহরায়ী নাম নিয়ত। (স)

বা। কোন কথায় মনন ?

শি। অশুদ্ধ হইতে শুদ্ধ হওয়া এবং এবাদতের মনন করা।

বা। কিরূপে তৈয়্যম করিতে হয় ?

শি। তৈয়্যমের মনন করিয়া পাক অর্থাৎ শুদ্ধ মুক্তিকার দুই হস্ত

নিষ্কেপ করিবে এবং ঐ ধূলাবৃত হস্তদ্বয় দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিবে। দ্বিতীয় বার ঐরূপে দুই হস্ত নিষ্কেপ করিবে। বাম হস্ত দ্বারা ডানি হস্ত ও ডানি হস্ত দ্বারা বাম হস্ত মুছিয়া ফেলিবে। যদি অঙ্গুলীগুলার মধ্যে ধূলি না লাগিয়া থাকে তবে তৃতীয় বার হস্ত নিষ্কেপ করিবে। দুই হস্তের খেলাল করিবে। ঐরূপে তৈয়্যম করিতে হয়। আর একটা কথা মনে রাখিও, বাম হস্তের অঙ্গুলী তালু, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা ডানি হস্তের পৃষ্ঠভাগ মুছিয়া ফেলিবে। এবং বাকি তালু, বুকা ও তর্জনী অঙ্গুলী দ্বারা নিম্নভাগ মুছিতে হইবে। ঐরূপ ডানি হস্ত দিয়া বাম হস্ত মুছিবে। (স)

বা। মুখ ও হস্ত কোন্ পর্য্যন্ত মুছিতে হইবে?

শি। ওজুতে যে পর্য্যন্ত ধৌত করা করজ সেই পর্য্যন্ত মুছিতে হইবে, কিন্তু এক গাছি লোম প্রমাণ স্থান মুছা না হইলে তৈয়্যম হইবে না। (স, দো)

বা। যদি ওজু ও অবগাহন উভয়ের আবশ্যক হয় তবে কি দুইবার তৈয়্যম করিতে হইবে?

শি। না। ওজু ও অবগাহনের নিয়ম একত্র করিলে এক তৈয়্যমেই হইবে। নচেৎ পৃথক নিয়ম করিলে পৃথক তৈয়্যম করিতে হইবে। (স)

বা। কি কি কাজে তৈয়্যম ভগ্ন হয়?

শি। জে সকল কাজে ওজু ভগ্ন হয়, সেই সকল কাজে তৈয়্যমও ভগ্ন হয়। (স, দে)

বা। ওজু অবগাহনের অন্ত তৈয়্যম করিলে যদি ওজু ভগ্নের কোন ঘটনায় তৈয়্যম ভগ্ন হয়, তবে পুনরায় তৈয়্যম করা কালিন অবগাহনের অন্ত তৈয়্যম করিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ করিতে হইবে। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ
তোমার মোজার বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। মোজা কাহাকে বলে ?

শি। শীত কালে লোকে যে পদাবরণ ব্যবহার করে, উহাকে
মোজা বলে।

বা। পায়ের কোন পর্য্যন্ত আবৃত হইলে মোজা বলা যায় ?

শি। পায়ের সম্মি স্থান পর্য্যন্ত আবৃত হইলেই মোজা বলা যায়। ঐ
স্থানকে আরবী ভাষায় কারাব বলে। (স)

বা। মোজা পরিধান করিয়া ওজু করিতে হইলে পা ধুইতে হইবে
কি না ?

শি। হাঁ। কিন্তু মোজা পরিধান কালে ওজু থাকিয়া থাকিলে, পরে
কোন ঘটনায় ওজু ভগ্ন হইলে পুনর্বার ওজু করা কালিন মোজার
উপরি ভাগে মসাহ করিলেই ওজু হইবে। (স, আ)

বা। কিরূপে মসাহ করিতে হয় ?

শি। নূতন জল হাতে লইয়া ঐ আত্ম হস্ত দিয়া অর্ধাৎ দক্ষিণ হস্তের
তিন অঙ্গুলী দিয়া দক্ষিণ পদের অঙ্গুলীর মস্তক হইতে পশ্চাৎ
দিকে মুছিয়া আনিতে হয়, এবং বাম হস্তের তিন অঙ্গুলী দিয়া
ঐরূপ বাম পদ মুছিতে হয়। কিন্তু সূত্র নির্মিত মোজাতে মসাহ
করিলে ওজু হইবে না। কেবল চৰ্ম্মের মোজার প্রতি এই
নিয়ম খাটিবে। (স)

বা। যদি কেহ ক্রম ক্রমে মোজাতে মসাহ না করে, বৃষ্টির জলে মোজার
উপরি ভাগ ভিজিয়া যায় তবে ওজু হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। এইরূপ দুর্কাদি মধ্যে গমন করিলে মেঘের জল
কিবা নীহার লাগিলেও ওজু হইবে। (স, আ)

বা। কি কি ঘটনায় মসাহ ভগ্ন হয় ?

শি। মসাহের নিয়মিত কাল অতীত হইলে, কি মোজা খসাইলে, এই

সকল ঘটনার মসাহ ভগ্ন হয় । (স, আ)

বা । মসাহের নিয়মিত কাল কত দিন ?

শি । গৃহ-বাসীর মসাহ এক দিবসারাজ, প্রবাসীর মসাহ তিন দিবসারাজ থাকিবে । এই কাল অতীত হইলে মসাহ ভগ্ন হয় । (স, আ)

বা । শরতে প্রবাসী ও গৃহবাসী কাহাকে বলে ?

শি । প্রবাসীর সমাজের বর্ণনা স্থলে উহার বর্ণনা করা যাইবে ।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার ঋতুর বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । ঋতু কাহাকে বলে ?

শি । বালগা অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তা জীলোকের রেহেম হইতে বিনা পীড়ার যে রক্ত পাত হয়, তাহাকে ঋতু বলে । আমরা উহাকে হায়েজ বলিয়া থাকি । (স)

বা । রেহেম কি বুক্‌লাম না ?

শি । জীলোকের নাভির নিম্ন ভাগে উদরের মধ্যে সন্তানাদি থাকার যে একটা থলিয়া বরূপ আছে, তাহাকে আরবী ভাষার রেহেম বলে । আমরা উহাকে জরায়ু বলিয়া থাকি । (স, দো)

বা । কত বৎসরের মেয়েলোক বালগা অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তা হন ?

শি । নয় বৎসরের হইলেই বয়ঃপ্রাপ্তা হন । একারণ নয় বৎসরের নূন বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েলোকের রক্তপাত হইলে, ঋতু মধ্যে গণ্য হইবে না । উহাকে পীড়া বলিতে হইবে । (স, দো)

বা । কত বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েলোকের ঋতু হইয়া থাকে ?

শি । পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত ঋতু হইয়া থাকে । তদূর্ধ্ব বয়ঃপ্রাপ্তা জীলোকের রক্ত দেখিলে ঋতু মধ্যে পরিগণিত হইবে না । উহাকে পীড়া বলিতে হইবে । (স, দো)

বা । রক্তের বর্ণের বিভেদ আছে কি না ?

শি । হা আছে, বর্ণা—লাল, কাল, হরিদ্রা, সবুজ এবং ধলা মিশ্রিত

ঋতুর বিবরণ।

১৯

লাল, কাল বিব্রিত লাল, এই ছয় আকার। (ন)

বা। ঋতু কালের কোন নিরূপণ আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। যথা—দশ, দ্বিবা রাত্রে অধিক নাহয়।
তিন দিবা রাত্রে দুই নান্ন। (ন, দো, আ)

বা। যদি কোন মেয়ে লোকের এই নিয়ম হয় যে, প্রত্যেক ঋতুতেই
দ্বিবা পর্যন্ত রক্ত পাত হয় কিন্তু দৈবাৎ এই মেয়ে লোকের
কোন ঋতুর মধ্যে দুই দিবা রক্ত পাত না হইলে এই মেয়ের
দুই দিবা ঋতু মধ্যে বর্জ্য হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (ন, আ)

বা। যদি কোন মেয়ে লোকের তিন দিবা দুই রাত্র রক্ত পাত হয়,
উহা ঋতু বলিয়া ধরা যাইবে কি না?

শি। না, কেননা তিন দিবা তিন রাত্রে দুই নান্ন হইলে ঋতু বলিয়া
বাহ্যে নহে। এইরূপ দশ দিবা রাত্রে অধিক কাল রক্ত পাত
হইলেও পীড়া মধ্যে বর্জ্য হইবে। (ন, আ,)

বা। দুই ঋতুর মধ্য কালকে কি বলে?

শি। ঋতুকে অপর্যায়, “ভোহর” অর্থাৎ পাক, বলে, অপর্যায় উহাকে
তদকাল বলি। (ন, দো, আ)

বা। এই তদকালের নিয়ম আছে কি না?

শি। হাঁ আছে। উহা পূর্বে দিবারে স্থান নাহয়, ব্রহ্ম মকুই
হউক। (ন, দো, আ)

বা। যদি কোন মেয়েলোকের প্রত্যেক ঋতুতে পাত দ্বিবা করিয়া রক্ত
পাত হয়, কিন্তু দৈবাৎ একবার রাত্রে দ্বিবা পর্যন্ত রক্ত পাত হইলে
ব্রহ্ম পাত দ্বিবা ঋতু মধ্যে পরিগণিত হইবে কি না?

শি। না, উহাকে পীড়া বলিতে হইবে। (ন)

বা। ঋতুযতী মেয়ে লোকের কোন কাল করা নিষেধ আছে কি?

শি। হাঁ, কমাড় পড়া, গৌড়া, স্নান, কোরাণ পড়া, কি স্পর্শ করা
মহাজুনে, হাওয়া, কাবা সন্ধিকের তওয়াফ করা ইত্যাদি কল

নিষেধ, অর্থাৎ হারাম । কিন্তু গুতুকাল বিধায় যে কর দিবস রোজা রাখা হয় নাই, উহা রাখিতে হইবে । (স, দো, আ)

বা । অনিয়াছি কোরাণে লিখিত আছে গুতুবতী মেয়ে লোকের নিকট দিয়াও বাইতে হয় না, উহা সত্য কি না ?

শি । নিকটে যাওয়া কিম্বা স্পর্শ করা নিষেধ নাই । সত্ম করা অবশ্য নিষেধ অর্থাৎ হারাম । এইরূপ নাতী হইতে উক পর্যন্ত স্পর্শ করাও শরীতে হারাম লিখিয়াছে ।

বা । তবে কেন নিকটে যাওয়া কোরাণে নিষেধ লিখিয়াছে ?

শি । সতর্কতার জন্য তাড়না করিয়াছে । কেননা সকল লোক একরূপ হয় না, কি আনি যদি নিকটে বাইয়া অমনি পাশে কাঁপ দিয়া পড়ে ।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ তোমার নেফাসের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । নেকাস্ কাহাকে বলে ?

শি । সন্তান জন্মিলে মেয়ে লোকের যে রক্ত পাত হয়, উহাকে নেকাস্ বলে । (স, হে, দো, আ)

বা । নেফাসের কালের নির্ণয় আছে কি না ?

শি । ইহা আছে । বধা—সন্তান জন্মাবধি উর্দ্ধ সংখ্যা ৪০ দিবস, ন্যূন সংখ্যা নিরূপণ নাই । (স, আ, দো)

বা । ৪০ দিবসের অধিক কাল রক্ত দেখিলে নেকাস্ হইবে কি না ?

শি । না । উহাকে পীড়া বলিতে হইবে । (স, দো, আ)

বা । যে রক্ত শ্রাবকে আপনি স্থানে স্থানে পীড়া বলিয়া বর্ণনা করিলেন, ঐ পীড়িতাবস্থায় কোন কর্ম করা নিষেধ অর্থাৎ হারাম কি না ?

শি । না । রুচি হইলে সত্মও করিতে পারা যায় । (স, দো)

বা । নেফাসের মধ্যে কোন কর্ম নিষেধ আছে কি না ?

শি । গুতুবতী মেয়ে লোকের যে যে কর্ম নিষেধ, নেফাসের মধ্যেও

সেই সেই কাজ নিষেধ । (ন, দো)

বা। যদি সত্যান জন্মিলে রক্তপাত না হয় তবে অবগাহন করিতে হইবে কি না ?

শি।. মা। কেবল ওজু করিতে হইবে। কিন্তু এমাম আবু হানিকা বলেন, অবগাহন করা ফরজ, অতএব স্নান করাই বিধি। (আ।)

বা। . ঋতু অথবা নেকাসের কাল গত হইলে কি করিতে হইবে ?

শি। গত হওয়া মাত্র জ্ঞান করিয়া বাহ্য মনে নয় তাহাই করিতে
পারে। (ন, দো, জা)

বা। বাহার জ্ঞান করা করজ সে জ্ঞানের পূর্বে কোরাণ পড়িতে
পারে কি না ?

শি। না কিছ কেবল ওতু না থাকিলে পড়িতে পারে, স্পর্শ
করিতে পারে না। (স, জা)

বা। গর্ভবতী মেয়ে লোকের রক্ত পাত হইলে ঐ রক্ত খড়ু মধ্যে ধরা
 যাইবে কি না ?

শি। না। উহাকে পীড়া বলিতে হইবে কিন্তু গৰ্ভপাত হইলে যদি সন্তানের শরীরের কোন অংশ অগ্নিয়া থাকে, যেমন হাত কি পা কি অঙ্গুলী কি চিকুর ইত্যাদি, এমতাবস্থায় রক্তপাত হইলে ঐ রক্ত নেকালের মধ্যে পরিণমিত হইবে। নচেৎ না। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার পাক করার বিবরণ জানা আবশ্যিক।

ব। শরীরে কিদা বজ্রে নাপাক (অশুদ্ধ) বস্তু লাগিলে কি করিলে পাক হইবে ?

শি। যদি অগুহ বস্তু দেখা যায় তবে অল হারা পরিকার করিয়া ধোত করিলেই গুহ হইবে। বস্তৃপি অগুহ বস্তুর চিহ্ন দৃষ্টিত না হয়। (ন)

বা। যে অন্তঃকৃত্ত হুট না হয় তাহা কিরাপে শুদ্ধ করিবে ?

শি। তিনবার ধৌত করিয়া তিনবারই চিপিতে হইবে এবং শেষ বারে তালরূপ করিয়া চিপিতে হইবে। যদি কলিঙ্গ না ঘটবে তবে শুদ্ধ হইবে না। (ন)

বা। লেপ, ভোষক, কাঁধা, পাটী, বলিগা, জটাই, ইত্যাদি বস্তু হাতের জল চিপন দ্বারা উছা শুদ্ধ করার উপায় কি?

শি। প্রথম ধৌত করিয়া কোন উচ্চস্থানে রাখিয়া দিবে এবং ক্রমে ক্রমে জল-পড়িয়া গেলে দ্বিতীয়বার ধৌত করিয়া এইরূপে জল নিঃসরণ করিবে। এইরূপ তৃতীয়বার করিলে পাক হইবে। (ন)

বা। যে স্থানে কোন নাগাক বস্তু ছিল কিন্তু এইক্ষণ তাহার কোন চিহ্ন নাই, ঐ স্থান পাক কি না?

শি। হাঁ পাক, ঐ স্থানে সমান হইতে পারে কিন্তু তৈর্যম হইবেক না। (ন, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ

তোমার নাগাক বস্তুর বিবরণ জানা আবশ্যিক।

রা। নাগাক (অগুহ) বস্তু কয় প্রকার?

শি। দুই প্রকার। যথা—প্রকৃত অগুহ ও অপ্রকৃত অগুহ। (ন)

বা। প্রকৃত অগুহ বস্তু কি কি?

শি। ময়ূষোর মল মুত্র, পশুর মল, পালিত হংস ও কুক্কটের বিষ্ঠা, অখাজ জন্তুর মুত্র, ও যে সকল পাখীর মাংস খাওয়া যায় তাহার বিষ্ঠা, রক্ত এবং শরীব ইত্যাদি। আরবী ভাষায় এই সকলকে “নজছে গলিঙ্গা” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (ন, দো)

এইরূপ যে যে বস্তু বাহির হইলে শুদ্ধ কি অবগাহন করা আবশ্যিক হয় সে সমুদয় ও “নজছে গলিঙ্গা।” (দো)

বা। বাত কৰ্মের বায়ু নজস কি না?

শি। না উহা পাক বলিয়া শরাদে-বর্ণিত হইয়াছে, একারণ উক্ত বায়ু

পরীক্ষিত কাপড়ে লাগিলে নাগা ক হইবে না। (তাঁতা)

বা। অস্বস্তি অস্বস্তি কি কি ?

নি। অথ ঐ কাহার মাংস খাওয়া যায় তাহার সূত্র, এবং যে সকল পানীয় মাংস খাওয়া না যায় তাহার বিহী। ইত্যাদিকে আরও আহার “নমসে থকিয়া” বলে। বিশেষ এই যে নমসে গুলিঙ্গা এক দেহুয়, অমায় কাপড়ে লাগিলে উহা পরিধান করিয়া নমাজ পড়া যায়, “নমসে থকিয়া” কাপড়ের চতুর্থাংশের কম স্থানে লাগিলেও উহা পরিধান করিয়া নমাজ পড়িতে পারে। নচেৎ না। (স, আ.)

বা। যদি নমসে গুলিঙ্গা এক দেহুয়ের কম হয়, তবে কত খানি স্থানে লাগিলে নমাজ হইবে ?

নি। হস্তের ডাকুকা অমায় স্থানে লাগিলে বাধা নাই কিন্তু উহা হইতে বৃদ্ধি হইলে নমাজ হইবে না। (স, আ.)

বা। মৎস্তের বস্ত্র অস্বস্তি কি না ?

নি। না। এইরূপ অস্বস্তি বস্ত্র ছাই অস্বস্তি নহে। (স.)

বা। প্রজাব করা কালে মুতের ছিটা কাপড়ে কি পরীয়ে লাগিলে নমাজ হইবে কি না ?

নি। হাঁ, যদি ঐ ছিটা স্ফটিকের অপ্রভাগ অমায় হয়, তবে হইবে। নচেৎ না। (স.)

এইরূপ পাটী, চাটাই, কুতয়কি ইত্যাদির এক পার্শ্বে অস্বস্তি থাকিলে অপর পার্শ্বে নমাজ হইবে।

বা। বাহ্য কি প্রজাব করিয়া কি করিলে শুদ্ধ হইবে ?

নি। প্রথম লোঠি (ঢেলা) দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, তৎপরে ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। পারস্ত ভাষায় লোঠিকে “কলুথ” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স, দো, আ.)

বা। কয়টা লোঠি দিয়া মুছিবে ?

নি। যে কয়টার আবশ্যক হয়, কিন্তুক এই সীত কাল হইলে প্রথম ও

তৃতীয় লোষ্ট্র দিয়া নমুখের দিকে ঘুছিয়া আনিবে। ঐকাল উহার বিপরীত (উণ্টা) করিবে। কিন্তু যেরেলোক সকল সময়ই পিছের দিকে ঘুরিয়া কেলিবে। এইরূপ ঘুছিয়া কেলা সোন্নত । (স, দো)

বা । কি কি বস্তু দিয়া ঘুছিয়া কেলা শরিতে লিখিত আছে ?

শি । মাটি, ধুলা, বালু, প্রস্তর, (পাথর) কাঠ, তুলা ইত্যাদি । কিন্তু অহি (হাড়) খাপরা, কাচা ইট, পাকা ইট, ঘাস, করলা, কাগজ এবং বাঁহা খাওয়া বার বেমন ধান, চাল, লবণ ও যে যে বস্তু অশুদ্ধ বেমন গোবর, বিঠা এই সকল বস্তু দ্বারা ঘুছিয়া কেলা নিষেধ । (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ
তোমার নমাজের ওস্তের বিবরণ
জানা আবশ্যিক ।

বা । নমাজ পড়ার অস্ত নিরূপিত সময় আছে কি না ?

শি । হ্যাঁ আছে । বখা—কজর, জোহর, আছর, মগরেব, এশা এই পাঁচ সময় । (স, হে, দো, আ)

বা । উহা আমি বুঝিলাম না ?

শি । সূর্যোদয়ের (আকতাব উঠনের) পূর্বে যে নমাজ তাহাকে কজর বলে । সূর্য অস্তর পরে যে নমাজ তাহাকে জোহর বলে । সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে যে নমাজ তাহাকে আছর বলে । সূর্যাস্ত হওয়ার মাত্র যে নমাজ তাহাকে মগরেব বলে । পশ্চিমের লোহীত বর্ণ লীম (মিবিয়া) হইবার পরে যে নমাজ তাহাকে এশা বলে । এশা পড়িলে যে নমাজ তাহাকে বেতের বলে । (স, দো, আ)

বা । যেবে সূর্য দেখা না গেলে কিরূপে নমাজ পড়িবে ?

শি । আছর ও এশার নমাজ সকালে পড়িবে, অবশিষ্ট নমুনার নমাজ

- কিকিং গোপে পড়িবে। এইরূপ নীতকালে জোহরের নমাজ সকালে পড়িবে! ঐশ্ব (গরবি) কালে কিকিং গোপে। (স)
- বা। এক জন বাড়ীরের ঘুণে ওনিয়াছি কোন এক দেশে কেবল দণ্ডেক মাত্র রাজি থাকে, উহা সত্য কি না?
- শি। হাঁ সত্য বটে ঐ দেশ পৃথিবীর উত্তরভাগে বলগার নামে এশিয়ার দেশে এশা ও বেতেরের নমাজ পড়িতে হয় না। কেননা, যে দেশে যে নমাজের সময় না পাওয়া যায় সে দেশে সে নমাজ পড়িতে নাই। (দো, তাতা)
- বা। পুরুষাত্মকমে ওনিয়া আসিতেছি পাঁচ ওক্ত নমাজ, তাহারও এক ওক্ত কম করিলেন। আর কয় দিন পরে আর এক ওক্ত কম করিবেন। এইরূপ করিতে করিতে নমাজের দুকাই যারা।
- শি। বাপু! যুবা হইলে, কথা বুঝনা, আমি বাহা বলি তাহা কি বিনা দলিলে বলি, আচ্ছা বল দেখি ওক্তে কয় করজ?
- বা। চারি করজ, ইহার কম হইতে পারে না।
- শি। বাহার হাত নাই, কি পা নাই তাহার কয় করজ।
- বা। নিরন্তর।
- শি। বাপু হে! ভাব কি? ভাবিলে কিছু আসিবে না। বাহা বলি শুন। যে স্থানের যে নিয়ম সে স্থান না থাকিলে সে নিয়মও থাকে না। অতএব বাহার হাত নাই তাহার তিন করজ, যদি পাও না থাকে তবে দুই করজ, যদি ঘুণেও যা হয়, তবে কিছুই না, এই নিয়ম স্মরণ রাখিও আর বিরক্ত করিও না। (দো, তাতা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার কোন্ কোন্ সময় নমাজ পড়া মকরুর, তাহার বিবরণ জানা আবশ্যক।

- বা। কোন্ কোন্ সময় নমাজ পড়া মকরুর?

শি। প্রথম, ওয়াম খোংব মইয়া খাড়া হইলে, দ্বিতীয় ছোবেহ ছানেক হইলে নকল নমাজ পড়া যক্কহ, এইরূপ আছরের নমাজ পড়িয়া মগরব পর্য্যন্ত নকল পড়া যক্কহ ; কিন্তু ছোবেহ ছানেক হইলে কিবা আছরের নমাজ পড়িলে কাছা নমাজ, অনাকার নমাজ ও তালিওৎ সেজদা নিবেধ নাই । (স, আ)

বা। ছোবেহ ছানেক কাহাকে বলে ?

শি। রোজার বিবরণ হলে উহার বর্ণনা করা যাইবে।

বা। যদি কোন মেয়েলোক মযাজের শেষ সময়ে অকৃত্বজী হন, তবে ঐ সময়ের নমাজ পড়িয়া মা থাকিলে তাহার কাছা পড়িতে হইবে কি না ?

শি। না। কিন্তু মযাজের শেষ সময় নাবালাগ, বালাগ হইলে এবং কাকের মুসলমান হইলে অবশ্য কাছা পড়িতে হইবে। (স, কো)

ইহা বলিয়া। শঙ্কক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ তোমার আজানের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা। আজান কাহাকে বলে ?

শি। মযাজের পূর্বে যে একজন কর্তৃক কুহরে (কর্ণের দ্বিত্রে) অঙ্গুলী দিয়া করেকটী শব্দ চীৎকার করিয়া বলে উহারে আজান বলে। (স, কো)

বা। আমারও মনে পড়ে ঢাকাতে ঢকের মসজিদের মধ্যে উহা দেখিয়াছি। আমাকে ঐ শব্দ শুনা গিয়াইরা দেউর।

শি। অবকাশ মত আশিও মুখে মুখে শিখাইরা দিব। (১) এইরূপ আর বাহা আবশ্যক জিজ্ঞাসা কর, গৌণ কথা বার না।

বা। কোন কোন ব্যক্তির আজান দেওয়া যক্কহ ?

শি। বলিতেছি,— জোনব, (বাহার জানের আবশ্যক) মেয়েলোক,

(১) রেসালার সেরাতল মন্তকিসে আজানের আরবী শব্দ ও তাহার অর্থ লিখা হইয়াছে।

নপুংসক, ফাসেক বদিচ আলেম হয়, মুর্থ বদিচ দিনদার হয়, মাতাল, পাগল, নির্বোধ বালক, বশা অবস্থায়, আরোহী অবস্থায় এই দশ জনের আজান দেওয়া মকরুহ। (দো)

বা। কোন কোন ব্যক্তি আজান দিলে পুনর্ব্বার দিতে হইবে ?

শি। বলিতেছি,—জামব (বাহার স্নানের আবশ্যক) মেয়েলোক, উন্মাদ, মাতাল, শিশু, ফাসেক, বশা অবস্থায়, আরোহী অবস্থায়, চলা অবস্থায় এবং কেবলানিক হইতে ফিরিয়া খাড়া হইলে, এই দশ জনে আজান দিলে পুনর্ব্বার আজান দেওয়া ওয়াজেব। কোন কোন গ্রহে মস্তহাব বলিয়া লিখিয়াছে। কিন্তু আজান দেওয়াই কর্তব্য। (ভাতা)

বা। কোন কোন নমাজের জন্ত আজান বলিতে হয় ?

শি। কেবল ফরজ নমাজের জন্ত আজান একামৎ বলিতে হয়। (দো, ন) একামৎ কি ?

শি। উহা আজানের তুল্যই। কিন্তু বেকীর ভাগ একটা শব্দ আছে উহা আজান শিক্ষা কালে শিখাইয়া দিব। (১) (স, দো)

বা। একামৎ কোন সময়ে বলিতে হয়।

শি। কেবল ফরজ নমাজ আরম্ভ কালে বলিতে হয়। (দো)।

বা। আজান একামৎ বলা কি ?

শি। পুরুষের পক্ষে সোন্নতে মওয়াজেবাহ। (দো, হে, আ)।

বা। কাজা নমাজ পড়িতে হইলে আজান একামৎ বলিতে হয় কিনা ?

শি। হাঁ, ফরজের কাজায় বলিতে হইবে। কিন্তু বহু নমাজ কাজা হইয়া থাকিলে প্রথম একবার আজান একামৎ বলিয়া কাজা আরম্ভ করিবে, পরে ঐ সময় বস্তু কাজাই পড়ুক না কেন প্রত্যেক নমাজের কারণ প্রত্যেক বার কেবল একামৎ বলিয়া পড়িতে হইবে। (স)

বা। বাহার ওজু নাই সে আজান একামৎ বলিতে পারে কি না ?

১। সেরাতল্ মস্তকিম দেখুন।

- শি। হাঁ আজান বলিতে পারে। কিন্তু একামৎ বলা মক্কহ। (স)
 বা। মেয়েলোকে আজান, একামৎ বলিয়া নমাজ পড়িতে পারে কি না?
 শি। না। কেননা আজান ও একামৎ বলার অধিকার মেয়েলোকের
 নাই। (দো, কে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ
 তোমার নমাজ পড়ার বিবরণ জানা আবশ্যিক।

- বা। নমাজ পড়া কি?
 শি। ফরজ। একারণ নমাজকে সত্য না জানিলে শরার বিধিত
 কাকের হইবে। (দো)
 বা। সত্য জানিয়া না পড়িলে কি হইবে?
 শি। কাকের হইবে না কিন্তু প্রায় নিকটে বাইবে, অর্থাৎ ফাসেক
 হইবে। (দো)
 বা। কোন্ ব্যক্তির প্রতি নমাজ পড়া ফরজ?
 শি। যিনি বালগ, বুদ্ধিমান ও মুসলমান এই তিন গুণে পরিপূর্ণ হইবেন
 তাহারি নমাজ পড়া ফরজ। একারণ নাবালগ, পাগল, কাকের
 ইহাদের প্রতি নমাজ ফরজ নয়। (দো, তাতা)
 বা। নমাজে কি কি কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে?
 শি। ফরজ, ওয়াজেব, সোন্নত, মুস্তহাব ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে
 বা। ফরজ কি কি?
 শি। বলিতেছি,—“শরীর শুদ্ধ করা, বস্ত্র শুদ্ধ করা, স্থান শুদ্ধ করা,
 শরীর ঢাকা, কাবাতিমুখ হওয়া, নিয়ৎ করা, তহরীমার তক্বির
 বলা।” খাড়া হওয়া, কোরণ পড়া, ককু দেওয়া, সেজদা করা
 শেষে বৈঠক করা, কোন কর্মের সহিত নমাজ হইতে বাহির
 হওয়া। এই তেরটি ফরজ। প্রথমের সাতটিকে শর্ত ও পরের
 ছয়টিকে ছেকৎ বলে। (স, দো)

- বা। শর্ত এবং ছেফৎ কি বুঝিলাম না।
- শি। বাহা মূল বস্তুর অন্তরীয় নয় কিন্তু উহা না হইলে মূল বস্তু হইতে পারে না উহাকে শর্ত বলে। বাহা মূল বস্তুর অন্তরীয় এবং উহা না হইলে হইতে পারে না তাহাকে ছেফৎ বলে। (স, দো)
- বা। শরীর শুদ্ধ কি?
- শি। ওজু অবগাহনের আবশ্যক থাকিলে তাহা পূর্বেই সমাধা করা। (স, দো, কে)
- বা। বাহার সমুদয় কাপড় অন্তর্ভুক্ত এবং অন্ত কোন শুদ্ধ কাপড় নাই, সে ঐ কাপড় দিয়া নমাজ পড়িতে পারে কি না?
- শি। হাঁ পারে, যদি ঐ ব্যক্তি উলঙ্গ হইয়া নমাজ পড়ে তবেও নিচ্ছ হইবে, কিন্তু উলঙ্গ হওয়া অবস্থায় উচিত যে বসিয়া বসিয়া ইশারা দ্বারা নমাজ পড়ে। (স)
- বা। যদি ত্রুণ (স্ফোটক) হইতে সর্কদা রক্ত, পুত্র নির্গত হয়, কিম্বা অনবরত বাহ্য কি প্রস্রাব বাহির হয়, কিম্বা সর্কদা বাত কণ্ঠ হইতে থাকে কিম্বা নাসিকা হইতে রক্ত পাত হয়, তবে নমাজ পড়িবে কি না?
- শি। হাঁ পড়িতে হইবে। বিশেষ এই যে প্রত্যেক সময় নূতন ওজু করিতে হইবে। (স, দো)
- বা। পুরুষ ও মেয়েলোকের কি পর্য্যন্ত শরীর ঢাকা করণ?
- শি। পুরুষের নাভী হইতে উরু পর্য্যন্ত, মেয়েলোকের মুণ্ড, হস্ত, পা ব্যতীত সমুদয় শরীর ঢাকা করণ। (দো, কে)
- বা। যদি কোন অপরিচ্ছিত স্থানে বাওয়া যায় কিম্বা এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় যে, তাহাতে কোন রূপেই কেবলা দিক নির্ণয় না হয় তবে কিরূপে নমাজ পড়িবে?
- শি। মনে মনে চিন্তা করিয়া এক দিক কেবলা নির্ণয় করতঃ নমাজ পড়িবে। যদি অনেক লোক হয় এবং এক একজন এক একদিকে নির্ণয় করে, তবে সকলেই আপন আপন নির্ণীত দিকে পড়িবে।

বা । নির্ণীতের বিপরীত দিকে কিবা বিনা নির্ণয়ে নমাজ হইবে কি না ?
 শি । না, এই প্রকার চিন্তার নির্ণীত দিকে নমাজ পড়িলে যদি পরে দেখা যায় যে কেবলার অন্য দিকে পড়া হইয়াছে, তাহা হইলেও ঐ নমাজ পুনর্বার পড়িতে হইবে না । (স)

বা । কোন আপত্তি ব্যতীত বসিয়া নমাজ পড়া যায় কি না ?
 শি । ফরজ ও ওয়াজেব পড়া যায় না, পড়িলেও হইবে না । এতদ্ব্যতীত সমুদয় নমাজ পড়া যায় । কিন্তু তাহাও খাড়া হইয়া পূজা অধিক লাভের বিষয় । (হাদীস, আ)

বা । নমাজের নিয়ত করার অর্থ কি ?
 শি । কোন সময়ের, কয় রেকাত, কি নমাজ ইত্যাদির মনন করিতে হইবে । তোমাকে যে সময় নমাজে খাড়া করিব সকলি শিখাইয়া দিব ।

বা । যদি কেহ জোহরের নমাজ মনন করিয়া খাড়া হয়, এবং ভ্রম ক্রমে মুখে আছরের নাম লয়, তবে নমাজ হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে । (স, হাদীস)

বা । সেজদার সময় পা কিবা কপাল শূন্য রাখিলে নমাজ হইবে কিনা ?

শি । না, কেননা মাথা এবং পা এই দুই স্থান স্তুতিকার লগ্ন করিয়া রাখা করম । (স, হাদীস)

বা । আপনি যে, তেরটি করজের কথা বলিলেন, উহার দুই একটি জানা মতে ছাড়িয়া দিলে নমাজ হইবে কি না ?

শি । জানা মতে দূরে থাকুক ভ্রমে ছাড়িয়া দিতেও নমাজ হইবে না । ঐ নমাজ পুনর্বার পড়িতে হইবে । (কে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার নমাজের ওয়াজেবের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

শি । নমাজের মধ্যে ওয়াজেব কি কি ?

বা । বলিতেছি— প্রথম আলহাম্মা পড়া, দ্বিতীয় করজ নমাজের প্রথম

হুই রেকাতে সূরা সংলগ্ন করা, তৃতীয় নফল নমাজের সপ্তদশ রেকাতে সূরা সংলগ্ন করা, চতুর্থ বেতেরের নমাজেও ঐরূপ, পঞ্চম ফরাজের প্রথম হুই রেকাতে কোরাণ পড়া, ষষ্ঠ সকল সূরার পূর্বে আলহাম্মো পড়া, সপ্তম তরতিবের (খারার) দৃষ্টি রাখা, অষ্টম ককু মেজদাতে গোণ করা, নবম সকল নমাজের হুই রেকাত পড়িয়া বলা, দশম প্রত্যেক বৈঠকে আস্তাহিয়াত পড়া, একাদশ লালাম ফের', দ্বাদশ বেতেরে কহুত পড়া, ত্রয়োদশ বড়র সময়ে বড় পড়া, চতুর্দশ ছোটর সময়ে ছোট পড়া। এই চৌদ্দটিকে ওয়াজেব বলে, এতদ্ব্যতীত আরও আছে আবশ্যক স্থলে বর্ণনা করা যাইবে। (হে, দো)

বা। কোন্ কোন্ নমাজে কোরাণ বড় করিয়া পড়িতে হয়?

শি। ফরজ, মগরেব ও এশার প্রথম হুই রেকাতে এবং জুম্মা, তারাবী ও হুই ঈদে, এই সকল নমাজে বড় করিয়া পড়িতে হয়। আদৌ তারাবীর নমাজ জমাতে পড়িয়া থাকিলে বেতেরের নমাজে কোরাণ ছোট করিয়া পড়িতে হয়। (দো, ভাতা)

বা। ছোট বড় কিরূপ স্পষ্ট করিয়া বলুন?

শি। ধেরূপ পড়িলে নিজের শুনিতে পায়, কিন্তু ভানি বামের কেহ শুনিতে নাপায় তাহাকে ছোট বলে। শুনিতে তাহাকে বড় বলে। (স. দো)

বা। মেয়েলোক নমাজে কোরাণ কিরূপে পড়িবে?

শি। ভাহারা সকল সময়ই ছোট করিয়া পড়িবে। (কাজি)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইরূপ তোমার নমাজের সোন্নতের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। নমাজে সোন্নত কি কি?

শি। বলিতেছি—তহরিনার তক্বিরে হাত উঠান, অঙ্গুলী সকল খাতা-বিক রূপে রাখা, এমামের বড় করিয়া তক্বির বলা, ছোট করিয়া

হানা পড়া, ছোট করিয়া আউজ বেলা পড়া, ছোট করিয়া বেস্-
মেলা পড়া, ছোট করিয়া আমিন পড়া, বাম হস্তোপরি ডান হাত
রাখা, পুরুষে নাভীর নিচে লেয়েলোকে বন্ধের উপরে হাত বাঁধা,
তক্তবির বলিয়া ককু দেওয়া, ককুতে তিনবার তস্বির পড়া,
“সমেজালা” বলিয়া ককু হইতে মাথা খাড়া করা, ককুতে দুই হাতে
দুই উরু ধরা, অঙ্গুলী সকল পৃথক পৃথক রাখা, সেজদার উঠিতে
বসিতে তক্তবির বলা, সেজদাতে তিনবার তস্বির পড়া, দুই হাত
ভূমিতে রাখা, দুই উরু ভূমিতে রাখা, পুরুষে বাম পর্দীর উপরে
বসা, মেয়েলোকে নিতম্বে অর্থাৎ চূতরের উপরে বসা, উভয়
সেজদা মধ্যে বৈঠক করা, দরুদ পড়া, দোওয়া পড়া । এই বাইশ-
টিকে সোমত বলে । এতদ্ব্যতীত সমুদয় মস্তহাব । (দো)

বা । ইহার অনেক কথা বুঝিলাম না । (১)

শি । নমাজ পড়া কালে বুঝাইয়া দিব । এখন যৌথ করা যায় না :

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার জমাতে নমাজ পড়ার বিবরণ

জানা আবশ্যক ।

বা । জমাতে নমাজ পড়া কাহাকে বলে ?

শি । একাধিক লোক একত্র হইয়া দলবন্দী রূপে নমাজ পড়াকে জমাতে
নমাজ পড়া বলে । (স, দো, আ)

বা । জমাতে নমাজ পড়া কি ?

শি । পুরুষের পক্ষে সোমতে মওয়াজেদাহ এবং কোন কোন শাস্ত্রকার-
এরাজেব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । যাহা হউক কোন রূপেই
উহা ছাড়া বিধি নহয় । (স, দো)

বা । জমাতে নমাজে ও একা নমাজে তুল্য ফল কি না ?

(১) তক্তবির, আউজ, ককুর তস্বির, সবি, সেজদার তস্বির,
আস্তাহিয়াত, দরুদ, দোওয়া প্রভৃতি সেরাঙ্গল বস্তুকিমে দেখুন ।

- শি। না, কেননা হজরত পরগম্বর সাহেব বলিয়াছেন "একা নমাজ হইতে জমাতে নমাজ পড়ার সাতাইশ গুণ বেশী ফল।" (হাদিস)
- বা। যিনি সর্ব সমুখে থাকেন তাঁহাকে কি বলে এবং পশ্চাত্তাগের ব্যক্তিগণকে কি বলে?
- শি। সমুখের ব্যক্তিকে এমাম এবং পশ্চাত্তাগের ব্যক্তিগণকে মুক্তেদি বলে। (দো, স)
- বা। নমাজী দুইজন হইলে কে কোন দিকে দাঁড়াইবেন?
- শি। একজন এমাম হইবেন, দ্বিতীয় জন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সমভাবে দাঁড়াইবেন। অথ পশ্চাৎ হইয়া দাঁড়াইলে মকরুহ হইবে। এই রূপ এমাম মুক্তেদিদের পংক্তি (কাতার) মধ্যে দাঁড়াইলে নমাজ মকরুহ হইবে। (স, জা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার উপযুক্ত এমামের বিবরণ জানা আবশ্যক।

- বা। এমামের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি?
- শি। সমুদয় লোকের মধ্যে যিনি নমাজের মসলাতে উপযুক্ত হইবেন, তিনি এমামের উপযুক্ত। (দো, স)
- বা। মসলাতে তুলা হইলে কে এমাম হইবেন?
- শি। যিনি কোরাণ ভাল পড়েন তিনি এমাম হইবেন। (স, দো)
- বা। যদি উহাতেও তুলা হন তবে এমাম কে হইবেন?
- শি। যিনি ধার্মিক অর্থাৎ পরহেজগার অধিক হইবেন তিনিই ঐ কুশ্বের উপযুক্ত হইবেন। (স, দো)
- বা। ইহাতেও যদি তুলা হন, তবে কে হইবে?
- শি। বাহার বয়স্কর অধিক তিনি হইবেন। (স, দো)
- বা। যদি উহাতেও তুলা হন?

- শি। তাহা হইলে যিনি অধিক শুল্ক হইবেন । (দো)
- বা। যদি উহাতেও তুল্য হন ?
- শি। তাহা হইলে বাঁহার মুখ অধিক শুল্ক তিনি এমার হইবেন, হে বালক ! মনে রাখিও যদি উহাতেও তুল্য হন, তবে বাঁহার উত্তম বংশে জন্ম তিনি ঐ কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিবেন । (দো)
- বা। এই পর্য্যন্ত শেষ হইল, না আরও আছে ?
- শি। ঠা' আরও আছে । যদি বংশেও তুল্য হন, তবে বাঁহার স্ত্রী অধিক শুল্ক হইবেন । যদি উহাতেও তুল্য হন, তবে যিনি মোরাজ্জ (অগ্রগণ্য) হইবেন । যদি উহাতেও তুল্য হন, তবে বাঁহার পরি-
ধানে পরিকার বস্ত্র থাকিবে তিনি এমামতি করিবেন । (দো)
- বা। ইহা ব্যতীত আরও আছে কি না ?
- শি। হাঁ আছে । আমি আর কত বলিব । শেষ কথা এই যে, শুল্ক লোকে বাঁহাকে মনোনীত করিবেন তিনিই এমাম হইবেন । (দো)
- বা। যদি কতকটি এদিক ও কতকটি ওদিক হন তবে কি হইবে ?
- শি। (রাগাঙ্কিত হইয়া বলিলেন) বেটা আমাকে ছাড়'বিনে, বলি জন, যে সময়ে এমন ঘটে সে সময়ে যে দিকে অনেক লোক থাকে তাঁহাদের কথাই বিশ্বাস হইবে, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তি থাকিতে বাঁহারা অল্পপুঙ্ক্তকে এমার করিবেন তাঁহারা পাপী হইবেন । (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ

তোমার যে যে ব্যক্তির এমাম হওয়া মকরুহ

তাহার বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা। কোন কোন ব্যক্তির এমাম হওয়া মকরুহ ?

- শি। গোলাম, অরণাবানী, আরজ, অঙ্ক, কাসেক, বেলাতি ইহাদের এমাম হওয়া মকরুহ তন্জিহ। এইরূপ নেশাখোর, শ্বদখোর, চোগলখোর ইহাদের এমামতিও মকরুহ। (দো)
- বা। মেয়েলোক জমাতে নমাজ পড়িতে পারে কি না?
- শি। না, মকরুহ তহরিমা, যদি উহারা পড়ে তবে যেন এমাম পংক্তি মধ্যে দাঁড়ায়। এইরূপ পুরুষের জমাতে মেয়েলোক উপস্থিত হইয়া নমাজ পড়িলেও মকরুহ হইবে। (দো) তহরিমা।
- বা। মাতার মুখে শুনিয়াছি যুবতী মেয়েলোকের পক্ষে মকরুহ কিন্তু বুঝা হইলে জোহর, আছর ব্যতীত সকল নমাজই পড়িতে পারে, উহা কি সত্য না?
- শি। হাঁ সত্য বটে। প্রাচীন কালে ঐ নিয়মই ছিল, কিন্তু একালে বুড়ী ছুড়ী বত আছে কেহই যেন জমাতে না যায়, যদিচ রায়ে হয়, আনি উহা ভালরূপে টের পাইয়াছি। (দো)
- বা। কিরূপে টের পাইয়াছেন?
- শি। কোন এক বড়লোকের বাড়ীতে সম্মুখে তায়াবি পড়িতে ছিলাম এবং অনেক শুলা মেয়েলোকও তথায় উপস্থিত হইয়া তায়াবি পড়িতে ছিলেন, তাহাতেই টের পাইয়াছি।
- বা। মধ্যে কি পর্দা ছিল না?
- শি। হাঁ ছিল বটে, কিন্তু গহনার বন বনি রবে আমার নমাজই যেন কেমন কেমন হইয়াছিল। অতএব একালে ও পাপিঠা শুলাকে জমাতে আনিতে দেওয়াই অন্তর দেখ না নমাজ পড়িতে আসি-
রাছে তক্ষুও গহনার বন বনি শব্দ শুনাইতে ছাড়ে না।
- বা। সেখানে কি এমন লোক ছিল না যে, বন বনি নিষেধ করে?
- শি। হাঁ একটি লামজহাবী মৌলবী ছিলেন বটে, কিন্তু নিষেধ করি-
লেন না।
- বা। আপনিও শু ছিলেন?
- শি। হাঁ ছিলাম বটে, কিন্তু বিবেচনা করিলাম আনি প্রবাসী, কি আনি

কিছু বলিলে কে কি বলে, একারণ বলি নাই ।

বা । উচিত কথার চূপ থাকি কি ?

শি । হাঁ, তাহাতো অমুচিতিই বটে, আজ হইতে ভৌবা করিয়াম, উচিত কথা বলিতে চূপ থাকিব না । (হৃদিস)

ইহা বলিয়া শিক্কক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার অনুপযুক্ত এমামের বিবরণ,
জানা আবশ্য্য ।

বা । কোন কোন ব্যক্তি এমাম হইতে পারে না ?

শি । মেয়েলোক, নপুংসক, অশ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, উন্মাদ, মাতাল, মূঢ়
খোর, উলঙ্গ, ইহারাই এমাম হইতে পারে না । এইরূপ বিনি এরূপ
পীড়িত আছেন যে সদাই ওজুর আবশ্যক হয় তিনিও ভাললোকের
এমাম হইতে পারিবে না । (দো)

বা । আলেম মুক্তেদি এবং জাহেল এমাম হইলে নমাজ হইবে কি না ?

শি । কাহারও নমাজ হইবে না । (স)

বা । জাহেল কাহাকে বলে ?

শি । কোরাণের একটি আয়েতও বাহার স্মরণ নাই তাহাকে শরায়
জাহেল বলে । (দো)

বা । “ মেয়েলোক পুরুষের সঙ্গে নমাজ পড়িতে পারে কিনা ?

শি । না, বস্ত্রপি স্বামী হয় । আদৌ নয় বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত্য কক্ষা বাহার
নিকটে দাঁড়াইবে তাঁহার নমাজের দফাই রক। অর্থাৎ যদি এমাম
ঐ মেয়েলোকের এমামতির নিষত করিয়া থাকেন, তবে একজন
মেয়েলোক তিনজন পুরুষের নমাজ নষ্ট করিবে না । নচেৎ যে-বল
মেয়েলোকের নমাজ বিনষ্ট হইবে । (স, দো)

বা । কোন কোন তিন জনের ?

শি । ডানি বামের দুইজন আর বাহার সঙ্গুখে দাঁড়াইবে । (স)

বা । যদি এমাম তৈয়্যম করেন এবং মুক্তেদি ওজু করেন, তবে নমাজ
হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে । এইরূপ এমাম বসিয়া পড়িলে মুক্তেদি খাড়া হইয়া পড়িলেও নমাজ হইবে । (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার মসবুকের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা। মসবুক কাহাকে বলে ?

শি। কিছু নমাজ পড়া হইলে যে ব্যক্তি এমামের সঙ্গী হয় তাহাকে মসবুক বলে । (স, আ)

বা। যদি নমাজের মধ্যে ওজু ভগ্ন হয়, তবে কি করিবে ?

শি। ঐ নমাজের বাকী অংশ পুনর্কায় পড়িবে কিন্তু উহা বড় উৎকট, পুনর্কায় নমাজ পড়িতেই বা কত গোণ হয় ? (স, দো)

বা। মসবুক ব্যক্তি কিরূপে নমাজ পড়িবেন ?

শি। যিনি মসবুক হইবেন তিনি এমাম বামদিকে সালাম ফিরানোর সময় ডকবির বলিয়া খাড়া হইয়া বাহা পড়া হয় নাই তাহা তাঁহাকে পড়িতে হইবে । (স, হে, আ দো)

বা। জোহরের সময় এক রেকাত থাকিতে এমামের সঙ্গী হইলে কিরূপে নমাজ পড়িবে ?

শি। এমাম সালাম ফিরানোর সময় খাড়া হইয়া সোবহানাক', আউজ বেলা, বেস্মেলা, আল্‌হাম্মো ও একটী সুরা পড়িয়া বসিবে, এবং আতাহিয়াতো পড়িয়া খাড়া হইবে, এবং পুনর্কায় আল্‌হাম্মো ও একটী সুরা পড়িয়া দ্বিতীয় রেকাত পড়িবে, পরে দাঁড়াইয়া কেবল আল্‌হাম্মো দিয়া তৃতীয় রেকাত পড়িয়া বসিবে । তৎপরে আতাহিয়াত, দকব, দোয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইবে । হে বালক ! মনে রাখিও, মগরবের সময় এক রেকাত থাকিতে এমামের সঙ্গী হইলে তিন রেকাতে তিন বৈঠক হইবে । কিন্তু মসবুক ব্যক্তি এমাম কি মুক্তেদি হইতে পারে না । (আ)

- বা । কোন কোন নমাজ জমাতে পড়া যায় ?
- শি । সমুদয় করত্ব নমাজ, সূর্য্য অস্তনের নমাজ, ভূমার নমাজ, দুই দৈবের নমাজ এবং বেতেরের নমাজ যদি ভারাবি জমাতে পড়া গিয়া থাকে ; এই সকল নমাজ জমাতে পড়া যায়, এইরূপ কাজা নমাজ এক সময়ের হইলেও জমাতে পড়া যায় । (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক । ' এইরূপ তোমার নমাজ পড়িবার দ্বারা জানা আবশ্যক ।

- বা । কিরূপে নমাজ পড়িতে হয় বলিয়া দেউন ।

- শি । বলিতেছি শ্রবণ কর ।—

“নমাজ পড়া সময় সাংসারিক কাজ, কর্ম, দয়া, মায়া ইত্যাদি হইতে মন উঠাইয়া একান্তচিত্তে এই জ্ঞান করিতে হইবে ।— “যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি আমার সম্মুখে, আমি যদিচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না কিন্তু তিনি অনায়াসে আমাকে দেখিতেছেন ।” এইরূপ ধ্যান করতঃ “কাবা” দিক হইয়া খাড়া হইবে, এবং হুটী পা চারি অঙ্গুলীর ব্যবধানে রাখিবে, হুটী হস্ত স্বাভাবিক মত ছাড়িয়া দিয়া “এগ্রিওয়াজ্জাহতো” পড়িয়া নিরন্তর করতঃ দুই হস্তের বুজানুলীর অঙ্গভাগ দ্বারা কর্ণশর্শ করিয়া আল্লাহো আক্বর বলিয়া দক্ষিণহস্ত বামহস্তোপর রাখিয়া, পুরুষে নাভীর নীচে রাখিবে । স্ত্রীলোকে হস্ত পর্যন্ত হস্ত উঠাইয়া স্তনের নিম্নে রাখিবে । তৎপর সোবহানাকা, আউজ বেদ্বা, ওসমেজ্বা, আল্‌হাম্‌দো আন এক সূরা পড়িয়া তৎপর বলতঃ রুকু করিবে, এবং হুটী হাতে হুটী উরুকে কণিয়া ধরিবে । হস্তের অঙ্গুলি সমূহ পৃথক পৃথক রাখিবে এবং “সোবহানা রকেল আজিম্” ৩ কি ৫ কি ৭ বার পড়িবে । মাথা একরূপ নত করিবে যে কটী, পৃষ্ঠ, ও মস্তক তুল্য হয় কোনরূপে ; উচ্চ নীচ না থাকে । তৎপর “সমিআল্লা” বলিয়া ঠিক হইয়া দাঁড়াইবে । মুক্তে-

দিগণ “রাব্বানা লকন্‌হাম্‌” পড়িয়া এমামের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইবে পরে আল্লাহো আক্ববর বলিয়া প্রথম উরু, তৎপর হস্ত, তৎপর নাসিকা, তৎপর কপাল বৃত্তিকার রাখিয়া সেজদা করার সময় অঙ্গুলি সকল ঘোটনা করিয়া রাখিবে, এবং “সোবহানা রব্বেল আলা” ৩ কি ৫ কি ৭ বার পড়িবে। তৎপর “আল্লাহো আক্ববর” বলিয়া প্রথম কপাল তৎপর নাসিকা তৎপর হস্ত উঠাইয়া মাথা খাড়া করিয়া ডানি পা খাড়া রাখিয়া বাম পার উপরে বলিবে। স্বীলোকেরা সকল সময়েই ডানি দিকে হুই পা বাহির করিয়া দিবে। পুনর্ব্বার পূর্ব্বের স্থায় সেজদা করিয়া প্রথম কপাল তৎপর নাসিকা তৎপর হস্ত তৎপর উরু উঠাইয়া ঠিক হইয়া দাঁড়াইবে। “হে বালক! মনে রাখ এই এক রেকাত হইল। দ্বিতীয় রেকাতেও ঐরূপ পড়িবে। কিন্তু সোবহানকা আউজবেল্লা পড়িবেক না! বধন হুই রেকাত হইবে তখন পূর্ব্বমত বলিবে, এবং “আস্তাহিয়াত” পড়িয়া তৃতীয় রেকাতের অন্ত খাড়া হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ রেকাতে কেবল “আল্‌হামদো” পড়িয়া সমাপন করিয়া পূর্ব্ব দ্বারা মত বলিয়া আস্তাহিয়াত, দরুদ দোওয়া পড়িয়া প্রথম ডানিদিকে তৎপর বামদিকে সালাম ফিরাইয়া নমাজ সমাধা করিবে। (১)

বা । নমাজ সমাধা হইলে হুই হস্ত উঠাইয়া বাহা কিছু পড়ে উহাকে কি বলে ?

শি । উহাকে মনাজাত বলে। ফজর ও আছর ব্যতীত সকল সময়েই কাবা মুখ হইয়া অঙ্গ পড়িবে, কিন্তু ঐ হুই সময় বে দিকে ইচ্ছা হয় এবং যত মনে লয় পড়িবে। (আ, দো, কতওয়ার হোজ্জত ।)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার নমাজ ভঙ্গের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

(১) নমাজে কোরণ ব্যতীত বৎ কিছু দোওয়া দরুদ পড়া হয় তাহা সমস্তই অর্থ সহ সেরাতল মন্তকিসে লেখা হইয়াছে ।

বা। কি কি ঘটনায় নমাজ ভঙ্গ হয় ?
 শি। বলিতেছি—ভ্রমে কি জ্ঞান থাকিতে, ইচ্ছাতে কি অনিচ্ছায় কথা বলিলে, ভ্রমে কি জ্ঞান থাকিতে ইচ্ছাতে কি অনিচ্ছাতে সালাম করিলে, সালামের উত্তর দিলে, উঃ উঃ কি আঃ আঃ কি ইঃ ইঃ করিলে, বিনাপ্রতিভে কানিলে, বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া রোদন করিলে, হাঁচির উত্তর দিলে, অসংবাদ, কুসংবাদ কি আশ্চর্য্য সংবাদের উত্তর দিলে, আপনায় এমাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও বলিয়া দিলে, অশুদ্ধ অর্থ্যাৎ না পাক স্থানে সেজদা করিলে, কোরণ দেখিয়া পড়িলে, লোকের নিকটে যেক্রপ প্রার্থনা করে সেইরূপ কিছু প্রার্থনা করিলে, কোন অব্য ভঙ্গণ করিলে, আমলে কছির করিলে, কেবলাদিক হইতে বন্ধ ঘুরিয়া গেলে, এই পনের ঘটনায় নমাজ ভঙ্গ হয়। (স, দো, আ)

বা। আমলে কছির কি বৃক্সিলাম না ?
 শি। নমাজে অনতিরিক্ত কর্ম করিলে তাহাকে আমলে কছির বলে। (স, দো)

বা। কি কি ঘটনায় নমাজ ভঙ্গ হয় না ?
 শি। বেহেস্তের কি দোজখের কথা স্মরণ করিয়া রোদন করিলে, অনতিরিক্ত কোন কার্য্য কবিলে, কোন আপত্তি বশতঃ কানিলে, কেহ নমাজের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে এই সকল ঘটনায় নমাজ ভঙ্গ হইবে না। (স, দো)

এইরূপ কুকুর, বিড়াল, গরু, অথ ইত্যাদি অন্ত নমাজের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে নমাজ ভঙ্গ হইবে না। (আ)

বা। মাঠে কিরূপে নমাজ পড়িবে ?
 শি। অঙ্গুলি প্রমাণ এক খানা বটি সম্মুখে গাড়িয়া নমাজ পড়িবে, কিন্তু লোকের গমনাগমন না থাকিলে বটি অভাবেত্ত হইতে পারিবে। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ তোমার নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। কি কি কাজে নমাজ মকরুর হয়?

শি। বলিতেছি—খালি মাথায় কিম্বা স্বেচ্ছা চাদর দিয়া উভয় পার্শ্বকে ছাড়িয়া দিলে, বস্ত্র ধুলা মাটি লাগিবে আশঙ্কার উহা টানিয়া লইলে, বস্ত্র কি শরীর দিয়া নিষ্কলা কার্য্য করিলে, চিকুর সকল ঠিক মস্তকের উপরি ভাগে বাঁধিলে, কি খুলিয়া দিলে, অঙ্গুলি ফুটাইলে, ডানি বামে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলে, সেজদা অস্ত্র লোষ্ট্র সকল সরাইয়া দিলে, হস্তদ্বারা কক্ষ দেশ ধৃত করিলে, শরীর মোড়া মুড়ি দিলে, উরু খাড়া করিয়া কুতুরের মত বৈঠক করিলে, সেজদা দেওয়া সময়ে হস্ত বিছাইলে, বিনাপক্ষে চারি আঙ্গুল হইয়া বসিলে, এমাম মেহরাবে দাড়াইলে, এমাম হুকুমে মুক্তেনি মুক্তিকার দাড়াইলে, উহার বিপরীত করিলে পংক্তিতে স্থান থাকিতে পশ্চাতে দাড়াইলে, কোন অস্তুর প্রতিমূর্ত্তি সন্মুখে অথবা ডানি বামে কি মস্তকের উপরে কি পশ্চাত্তাগে থাকিলে, আলস্ত করিয়া খালি মাথায় নমাজ পড়িলে, ভাল কাপড় থাকা লম্বে মস্ক কাপড় পরিধান করিয়া নমাজ পড়িলে, কপালের মাটি পুছিয়া ফেলিলে, আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে পাণ্ডড়ির মধ্যে সেজদা করিলে আয়েত কি তসবিহ গননা করিলে, কোন অস্তুর প্রতিমূর্ত্তি বিশিষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া নমাজ পড়িলে মসৃজেনের দ্বার বন্ধ করিলে, এই চাক্ষণ কাজে নমাজ মকরুর হয়। (স, দো)

বা। ইহার মধ্যে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।

শি। বল কি প্রশ্ন?

বা। কোন অস্তুর প্রতিমূর্ত্তি পদতলে থাকিলে নমাজ মকরুর হইবে কি না?

বা। না। এইরূপ অজুর্নীতে কোন মূর্ত্তি থাকিলেও মকরুর

হইবে না (দো)

বা। মসজিদের বস্ত্র সকল রক্ষণ জন্য যার ক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায়। কিন্তু মসজিদের ছতের উপরি ভাগে স্ফায় কি প্রস্তাব কি বাছ করা মক্কহ। (স, দো)

বা। স্বর্ণ কি রৌপ্য দিয়া মসজিদে চিত্র করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা য়ে। (আ)

বা। সন্ধ্যের পংক্তিতে স্থান থাকিতে মুজ্জেদি একা খাড়া হইতে পারে কি না?

শি। না। এরূপ খাড়া হওয়া মক্কহ, কিন্তু স্থান না থাকিলে সন্ধ্যের পংক্তি হইতে এক জনকে আনিয়া সঙ্গী করিতে হইবে। (স)

বা। বাহার উপরে নমাজ পড়া যায় তাহাতে কোন জন্তর মূর্তি থাকিলে নমাজ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু সেজদার স্থানে থাকিলে মক্কহ হইবে। মশা, মাছি পিপীলিকা ইত্যাদি ক্ষুদ্র জন্তর প্রতিমূর্তি থাকিলে নমাজ মক্কহ হইবে না। এইরূপ কোন জন্তর চিত্রের মন্তক কি মুখ না থাকিলে কি অপ্রাণীর মূর্তি হইলে মক্কহ হইবে না। (স দো)

বা। 'বেস্মেল্লা, আমিন, নমাজে বড় করিয়া পড়া কি?

শি। মক্কহ। এইরূপ কোরাণ পড়িতে পড়িতে ক্রকুতে বাওয়া ও তল্‌ব্বিহ বলিতে বলিতে খাড়া হওয়া মক্কহ। (আ)

বা। প্রথম য়েকাত হইতে দ্বিতীয় য়েকাত লম্বা করা মক্কহ কি না?

শি। হাঁ অবশ্য মক্কহ। কিন্তু কজরের নমাজে পড়িলে মক্কহ হইবেক না। (আ)

হে বালক! মনে রাখিও আমি দেখানেই কেবল মক্কহ বলি উহাকে মক্কহ তহরিমা জানিবে। (তাতা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইরূপ তোমার বেতেরও সোম্মত নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

- বা। বেতের নমাজ ফরজ না সোন্নত ?
- শি। না ফরজও নয়, সোন্নতও নয়, উহা ওযাজ্জেব। [স, দো]
- বা। বেতের নমাজ কয় রেকাত এবং উহা কিরূপে পড়িতে হয়, বলিয়া দেউন।
- শি। • উহা তিন রেকাত, কিন্তু তৃতীয় রেকাতে ককু দেওয়ার পূর্বে তক্বির বলিয়া দুটা হস্ত উঠাইয়া পুনর্বার বাঁধিবে, এবং দোওয়া
• কনুত (১) পড়িয়া ককু সেজদা করতঃ সালাম ফিরাইয়া নামাজ সমাধা করিবে। (দো)
- বা। সোন্নত নমাজ কোন্ কোন্ সময়ে কয় রেকাত পড়িতে হয় ?
- শি। ফজরের অগ্রে ও জোহর, মগরেব এবং এশার পরে দুই দুই রেকাত এবং জোহরের পূর্বে ও জুম্মার অগ্রে ও পরে চারি চারি রেকাত একত্রে পড়িতে হয়। কিন্তু আছবের ও এশার অগ্রে ও চারিচারি রেকাত করিয়া পড়া মস্তহাব। [দো, স]
- বা। নমাজের কয় রেকাতে কোরাণ পড়া ফরজ ?
- শি। ফরজ নমাজে দুই রেকাতে কোরাণ পড়া ফরজ। এতদ্ব্যতীত ওযাজ্জেব, সোন্নত, নফল নযুদয় নমাজে সকল রেকাতেই কোরাণ পড়া ফরজ, মনে করিয়া দেখ পূর্বেও উহা একবার বলিয়াছি। (দো, স)
- বা। নফল নমাজ ফরজ হয় কি না ?
- শি। না, কিন্তু শ্রেচ্ছামত আরম্ভ করিলে সমাপন করা ফরজ হয়। যদি কোন গত্রিকে ভঙ্গ হয়, তবে উহার কাজা পড়িতে হইবে। (দো)
- বা। সোন্নত নফল বলিয়া পড়া যায় কি না ?
- শি। হাঁ পড়া যায়, কিন্তু খাড়া হইয়া পড়া অধিক লাভের বিবর। (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার তারাবির নমাজের বিবরণ জানা আবশ্য ।

- বা । তারাবির নমাজ কাহাকে বলে ?
- শি । রমজান শরিফের চাঁদে এশার পরে বেতেরের পূর্বে কুড়ি রেকাত নমাজ পড়াকে তারাবির নমাজ বলে । (দো, স)
- বা । ঐ কুড়ি রেকাত কিরূপে পড়িতে হয় ?
- শি । দুই দুই রেকাত করিয়া পড়িতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক চারি রেকাতের পরে, চারি রেকাতের পরিমাণ সময় বসিয়া থাকিবে । এইক্ষণ গণনা করিয়া দেখ, কুড়ি রেকাতে পাঁচবার বসিতে হইবে । (স, দো)
- বা । যে সময়ে বসিয়া থাকা যায়, ঐ সময়ে কিছু পড়িতে হয় কি'না ?
- শি । হাঁ, একটা দোওয়া (১) পড়িতে হয় । উহা অবকাশ মত শিখাইয়া দিব । তারাবির নমাজে সমুদয় কোরাণ একবার পড়া সোন্নত । তারাবির নমাজে বহুলোকের ভিড় হইলেও ঐ নমাজ পরিত্যাগ করা যায় না ।
- বা । বাবা বলিয়াছেন, পরগম্বর সাহেব বহুলোকের ভিড় দেখিয়া তারাবির নমাজ ছাড়িয়া দিয়া ছিলেন, আমরা ছাড়িতে পারি না, কারণ কি ?
- শি । পরগম্বর সাহেব ঐ নমাজ করজ হওয়ার সংশয় বিবেচনায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন । কিন্তু এইক্ষণ পৃথিবীর লোক একত্র হইয়া পড়িলেও সে সংশয় নাই । আদৌ খোলাফার রাশেদীন অর্থাৎ পরগম্বর সাহেবের প্রধান প্রধান সঙ্গীরাও সর্বদা পড়িয়াছেন । ইহার এই দুইটী কারণ । [২] হে, দো তাতা,)

(১) রেসলায় তারাবীর মধ্যে অর্থ সহ লিখা হইয়াছে ।

(২) ইহার বিস্তারিত দলিল রেসলায় তারাবীর মধ্যে লিখা হইয়াছে । ইচ্ছা হইলে ঐ রেছালা দেখুন ।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের নমাজের
বিবরণ জানা আবশ্যক ।

- বা । গ্রহণের নমাজ কিরূপে পড়িতে হয় ?
- শি । সূর্য্য গ্রহণে জুম্মার এমাম দুই রেকাত নমাজ সমাধে [দলবন্দি
হইয়া] পড়িবেন, এবং নমাজ সমাপন হইলে যে পর্য্যন্ত গ্রহণ
থাকে সে পর্য্যন্ত দোওয়া পড়িতে থাকিবেন । চন্দ্র গ্রহণে
পৃথক পৃথক নমাজ পড়িবে । দলবন্দি হইয়া পড়িবে না । (স. দো.)
- বা । গ্রহণের নমাজে কি কি কর্তব্য নিষেধ ?
- শি । আজান, একামত, খোৎবা ইত্যাদি নিষেধ । সূর্য্য গ্রহণে
এমাম অনুপস্থিত থাকিলে সকলেই পৃথক, পৃথক আপন আপন
গৃহে নমাজ পড়িবে । মেয়েলোকের প্রতিও এই
নিয়ম । (দো, তাতা)
- বা । মাতা বলিয়াছেন, বুষ্টি না হইলে নমাজ পড়িতে হয়, উহা
সত্য কি না ?
- শি । হাঁ সত্য বটে, মাঠে যাইয়া পৃথক পৃথক পড়িতে হইবে, এবং
দোওয়া আস্তাগফার পড়িবে, কিন্তু খোৎবা পড়িতে
হইবে না । (স, দো)
- বা । কয় দিবস পর্য্যন্ত মাঠে বাইতে হয় ?
- শি । উপর্য্যোগরি তিন দিবস বাইবে, কিন্তু যাওয়ার পূর্বে তিন
দিবস রোজা রাখিয়া ভোবা করিবে ও সাধ্য মত দান করিতে
হইবে, এবং গজু করিয়া খালি পায়ের দীন হীন কাঙ্গালের বেশে
জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করতঃ মাঠে যাইবে । দোওয়া গুলি অবকাশ
মত শিখাইব, মনাজাত হস্ত পৃষ্ঠে করিতে হইবে । (র)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার ফরজ পাওয়ার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ফরজ পাওয়া কিরূপ ?

শি। সে এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কেবল ফরজ নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময় ঐ নমাজের একামত বলা গেল, এস্থলে ঐ ব্যক্তির উচিত যে আপন নমাজ পরিত্যাগ করিয়া, জমাতের সঙ্গী হয়, ইহাকেই ফরজ পাওয়া বলে। ইহা আরবী ভাষায় “এদরাকে ফরিজা” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স)

বা। ‘কেবল আরম্ভ’ এই শব্দের অর্থ কি ?

শি। ইহার অর্থ এই যে, নমাজ আরম্ভ করিয়া ছিল বটে, কিন্তু প্রথম রেকাতের জন্ত সেজদা করে নাই।

বা। যদি প্রথম রেকাতের জন্ত সেজদা করিয়া থাকে, তবে কি করিবে ?

শি। দেখিতে হইবে, ঐ নমাজ চারি রেকাতের কি না, যদি চারি রেকাতের না হয়, অর্থাৎ দুই রেকাতের কি তিন রেকাতের হয় তবে প্রথম রেকাতের সেজদা করিয়া থাকিলেও নমাজ ছাড়িয়া দিয়া জমাতের সঙ্গী হইবে, কিন্তু চারি রেকাতের হইলে যদি প্রথম রেকাতের সেজদা করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় এক রেকাত গাড়িয়া নমাজ ছাড়িয়া দিয়া জমাতের সঙ্গী হইবে। (স, দো)

বা। যে নমাজ চারি রেকাতের, উহার তিন রেকাত পড়িলে বাকী এক রেকাত ছাড়িয়া দিয়া জমাতের সঙ্গী হইতে পারে কি না ?

শি। না, এইরূপ যে নমাজ তিন রেকাতের উহার দুই রেকাত পড়িয়া থাকিলে পারিবে না। (স, দো)

বা। ফরজ নমাজ একা পড়িলে পুনর্ব্বার জমাতের সঙ্গে পড়িতে পারে কি না ?

শি। না। কিন্তু জোহর, এশা এই দুই সময় পড়িতে পারে। (স, দো)

বা । জোহর এবং এশা ভিন্ন অল্প সময় পড়িতে পারিবে না ইহার কারণ কি ?

শি । ইহার কারণ এই যে, যে নমাজ একা পড়া যায়, উহা ফরজের মধ্যে ধরা যাইবে । এবং পরে যাহা জামাতের সঙ্গে পড়া যায় উহা নফলের মধ্যে গণ্য হইবে । অতএব ফজর ও আছরের ফরজ নমাজ পড়িলে নফল পড়া নিষেধ, যে হেতু তিন রেকাত কখনও নফল হয় না, একারণ মগরেবের নমাজ একা পড়িলে আর জামাতের সঙ্গে পড়িতে পারিবে না । (স, আ)

বা । বাবার মুখে শুনিয়াছি, আল্লাতালার কোরাণে অমুমতি করিয়াছেন যে “হে মমিনগণ ! তোমরা যে সৎকর্ম আরম্ভ কর তাহা পরিত্যাগ করিও না” এইক্ষণ আপনি বলিতেছেন যে, “নমাজ ছাড়িয়া দিয়া জামাতের সঙ্গে পড়িতে হইবে” ইহা কিরূপে হইতে পারে, প্রথম যে নমাজ আরম্ভ করা গিয়াছিল, উহা কি সৎকর্ম ছিল না ? দ্বিতীয় কোরাণের অন্তথা কিরূপে করা যায় ?

শি । হাঁ, যাহা ভূমি শুনিয়াছ উহা যথার্থ কিন্তু সৎকর্ম সম্পূর্ণ করার মানসে পরিত্যাগ করিতে পারে, কেননা একা নমাজ হইতে জামাতে নমাজ পড়ায় অধিক লাভ, একারণ পরিত্যাগ করিলে সৎকর্মের বাধা এবং কোরাণের অন্তথা হইবে না ।

বা । যে মস্জিদে নমাজ হয় নাই, ঐ মস্জিদে আজান হইলে বাহির হওয়া যায় কি না ।

শি । না, মকরুহ হইবে । কিন্তু যদি অল্প মস্জিদের এমন কি মওয়াজ্জেন হন, কি এরূপ বাক্তি হন যে, তিনি উপস্থিত না থাকিলে কেহই উপস্থিত না হন, তবে বাহির হওয়ার নিষেধ নাই । (স, দো, আ)

বা । ফজর, আছর ও মগরেব পড়িয়া থাকিলে বাহির হইতে পারে কি না ?

শি। হাঁ পারে। যতপি একামতও হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এশার
কি জোহরের নমাজ একা পড়িয়াছে, সে ব্যক্তির ঐ এককের একামত
বলার পর বাহির হওয়া অবশ্য মক্করহ। (দো।)

বা। সোন্নতের কাজা আছে কি না?

শি। না। কেবল ফজরের নমাজ কাজা হইয়া থাকিলে ঐ কাজা পড়া
সময় সোন্নত পড়িতে হইবে। কিন্তু হুই প্রহরের পূরে হইলে
উহাও পড়িতে হইবে না। (স, দো।)

বা। ফজরের সোন্নত পড়িলে যদি ফরজ জমাতে না পাওয়ার সংশয়
হয়, তবে সোন্নত পড়িবে কি না?

শি। না। কিন্তু এক রেকাত ফরজ পাইবার সম্ভব হইলে অবশ্য
পড়িবে। (স, দো।)

বা। জোহরের সময় জমাত আরম্ভ হইলে সোন্নত পড়িতে পারে
কি না?

শি। না, ফরজ নমাজ পড়া হইলে প্রথম চারি রেকাত তৎপরে হুই
রেকাত সোন্নত পড়িতে হইবে। (স, দো।)

বা। এমাম কহু হইতে খাড়া হওয়া কালে সাথী হইলে ঐ রেকাত
হইবে কি না?

শি। না। কিন্তু নিয়ত করিয়া তহরিমা বাঁধিয়া কহুতে এমামের সাথী
তহিতে পারিলে ঐ রেকাত হইবে। (দো।)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ
তোমার কাজা নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। কাজা নামাজ কাহাকে বলে?

শি। কোন কারণে নমাজের সময় অতীত হইলে ঐ নমাজ অত্ন সময়
পড়াকে কাজা নমাজ বলে। (স, দো।)

বা। কাজা নমাজ কিরূপে পড়িবে?

শি। পাঁচ সময়ের নমাজ পড়িয়া না থাকিলে "তরতিব" অর্থাৎ রীতিব। ১।

দৃষ্টি রাখা করজ হইবে । (স, দো)

বা । তরতিব কি বুঝিলাম না ।

শি । পূর্বের কাজা নমাজ থাকিতে উপস্থিত সময়ের নমাজ অর্থাৎ ওক্তিয়া পড়িলে হইবে না । এইরূপ বেতেরের নমাজ পড়িয়া না থাকিলে ফজরের নমাজ হইবে না । (স, দো)

বা । কাজা নমাজ থাকিতে কখনই কি ওক্তিয়া নমাজ পড়া যায় না ?

শি । তিন কারণের এক কারণ হইলে পড়া যায় নাচেন না । প্রথম, সময় অল্প হইলে, দ্বিতীয় কাজা অরণ না থাকিলে, তৃতীয় পাঁচ সময়ের অধিক কাজা হইলে, উহা মুনতন হউক বা পুরাতন হউক এই নিয়ম খাটিবে । (স, দো)

বা । কোন কারণ ব্যতীত কাজা করিলে উহাতে পাপ হইবে কি না এবং পাপ হইলে তাহার শাস্তি কি ?

শি । ইা অবশ্য পাপ হইবে । যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিনাপ্রতিতে নমাজ ছাড়িয়া দেয় তাহাকে এরূপ প্রহার করিতে হয় যেন তাহার শরীর হইতে রক্ত পাত হয়, এবং নমাজ না পড়া পর্য্যন্ত সে কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে, যদি উহাতেও অস্বীকার করে তবে তাহার প্রাণ হত্যা করিতে হইবে । এই নিয়ম মুমজানের মোমায় ও জানিও । (তাতা)

বা । সময় অল্প হওয়া ইহার অর্থ কি ?

শি । যেমন কাজা নমাজ পড়িলে যদি ওক্তিয়া নমাজের সময় না থাকে, তবে কাজা নমাজ থাকিতেও ওক্তিয়া নমাজ পড়িতে হইবে । ইহার নাম সময় অল্প হওয়া । (স, দো)

বা । যদি কোন ব্যক্তির জোহর আছর কাজা হইয়াছিল, এবং মগরেবের সময় এত অল্প আছে যে, তাহাতে কেবল সাত রেকাত নমাজ পড়িতে পারে, এখানে কি করিবে ?

শি । প্রথম জোহরের চারি রেকাত পড়িয়া মগরেবের তিন রেকাত পড়িবে, এবং আছরের কাজা এশার সময় পড়িতে হইবে, এই

নিম্নম স্মরণ রাখিও । (ন, দো)

বা । ঠহা হইলে অত্কার জোহরের নমাজ আপনার হয় নাই ?

শি । কিরূপে ।

শি । ফজরের নমাজের সময় আপনি নিদ্রায় ছিলেন, এবং জোহরের সময়ও আপনাকে উহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেও আপনি ফজরের কাজা পড়িলেন না । অতএব আপনার জোহরের নমাজ কিরূপে হইবে ?

শি । (রাগান্বিত হইয়া বলিলেন) তোমার স্মরণ শক্তি কিছুই নাই । দেখ নূতন পুরাতন বলিয়াছি কি না ?

বা । হাঁ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা বুঝি নাই ।

শি । এক কথা না বুঝিয়া অত্কার কেন জিজ্ঞাসা কর ? তবে বলুন ।—আমার মনে পড়ে—১০।১২ বৎসরের মধ্যে কখনও নমাজ কাজা হয় নাই । কিন্তু যে দিবস পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ পালপ হইয়াছি, সেই পর্য্যন্ত গণনা করিলে, কত শত নমাজ যে কাজা করিয়াছি, পরিসীমা নাই । অতএব ছয় নমাজ কাজা হইলে খখন পড়িতে পারা যায় তখন আমার নমাজ নিঃসন্দেহ হইবে । (স.দো)

বা । বাহার এক মাসের নমাজ কাজা পড়িতে পড়িতে এক সময়ের নমাজ বাকী আছে, এইক্ষণ উহার “তরতিব” অর্থাৎ রীতির দৃষ্টি রাখা ফরজ হইবে কি না ?

শি । না কাজা থাকিতেও ওক্তিরা পড়িবে । (দো)

বা । যদি কাহার এক মাসের নমাজ কাজা হইয়া থাকে, তবে উহা কিরূপে পড়িবে ?

শি । প্রথমে এক মাসের ফজর, তৎপর এক মাসের জোহর, তৎপর আছর, তৎপর মগরেব, তৎপর এশা তৎপর বেতের পড়িবে । এইরূপ এক বৎসর দুই বৎসর যতই হউক এই নিম্নম স্মরণ রাখিও আর বিরক্ত করিও না । (আ)

বা । কাজা নমাজ পড়া কি ?

শি। ফরজের কাজা পড়া ফরজ, ওয়াজেবের কাজা পড়া ওয়াজেব, সোন্নতের কাজা পড়া সোন্নত। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমায় সোহ সেজদার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ° সোহ সেজদা কাহাকে বলে ?

শি। কেবল ডানি দিকে সালাম ফিরাইয়া দুইটা সেজদা দেওয়া, ইহা-কেই সোহ সেজদা বলে। যদি সময় থাকে, পরে আস্তাহিয়াত, দরুদ ও দোওয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া নমাজ সমাপন করিবে। (স, দো)

বা। ° সোহ সেজদা দেওয়া কি ?

শি। ওয়াজেব, তৎপর আস্তাহিয়াত পড়া ও সালাম ফিরানা ও ওয়াজেব। (স, দো)

বা। কি কি কারণে সোহ সেজদা দিতে হয় ?

শি। প্রথম, অগ্নের ফরজ পরে ব্যবহার করিলে, দ্বিতীয় পশ্চাতের ফরজ অগ্নে ব্যবহার করিলে, তৃতীয় এক ফরজ বার বার ব্যবহার করিলে, চতুর্থ এক ওয়াজেবের স্থানে অল্প ওয়াজেব আচরণ করিলে, পঞ্চম ভ্রমে কোন ওয়াজেব ছাড়িয়া দিলে, এই সকল কারণের কোন এক কারণ ঘটিলে সোহ সেজদা দিতে হয়। (স)

বা। ঐ সকল কারণের কোন এক কারণ যুক্তদির ঘটিলে এমামের সোহ সেজদা দিতে হইবে কি না ?

শি। না, কিন্তু এমামের সোহতে যুক্তদির সোহ সেজদা অবশ্য দিতে হইবে। (স, দো)

বা। যে ব্যক্তি মলবুক সে এমামের সঙ্গে সোহ সেজদা দিবে কি না ?

শি। হাঁ অবশ্য দিবে। (স, দো)

বা। কোন ব্যক্তি জম্র জম্র মধ্যের বৈঠকে না বলিয়া খাড়া হইবার

সময় ভ্রম স্মরণ হইলে সে ব্যক্তি কি করিবে ?

শি। বসি নিকটে হইলে বসিবে, এবং দাঁড়ান নিকটে হইলে দাঁড়াইবে, কিন্তু প্রথম অবস্থাতে সোহ সেজ্জা দিতে হইবে না। শেষের অবস্থাতে সোহ সেজ্জা দিতে হইবে। (স, দো)

বা। যদি শেষ বৈঠকে ঐরূপ ভুল হয়, তবে কি করিবে ?

শি। যে পর্য্যন্ত সেজ্জার না যায় সে পর্য্যন্ত বসিবে, এবং সোহ সেজ্জা দিতে হইবে। যদি পঞ্চম রেকাতের সেজ্জা করিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা হইলে আরও এক রেকাত পড়িতে পারে তাহাতে সোহ সেজ্জা দিতে হইবে না। তাহা হইলে ছয় রেকাত নফলের মধ্যে গণ্য হইবে। (স, দো)

বা। যদি চারি রেকাত পড়িয়া বসিয়া থাকে, তৎপর ভ্রম ক্রমে খাড়া হইলে কি করিবে ?

শি। যে পর্য্যন্ত পঞ্চম রেকাতের জন্ত সেজ্জা না করে সে পর্য্যন্ত বসিবে এবং সালাম ফিরাইয়া নমাজ সমাপন করিবে। আদৌ যদি পঞ্চম রেকাতের সেজ্জা করিয়া থাকে, তবে আরও এক রেকাত পড়িবে ; তাহা হইলে চারি রেকাত ফরজ হইবে, দুই রেকাত নফলের মধ্যে ধরা যাইবে। (স, দো)

বা। যদি নমাজে দুই কি তিন কি ইহার অধিক ভুল হয়, তবে প্রত্যেক ভুলের জন্ত পৃথক সেজ্জা করিতে হইবে কি না ?

শি। না। নমাজে যত ভুলই হউক না কেন একবার সেজ্জা করিলেই সমুদয় সংশোধন হইবে। (আ)

বা। যদি কাহারও তিন কি চারি রেকাত পড়িয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে কি করিবে ?

শি। দেনিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি সন্দেহ-বায়ু-গ্রহ কি না, যদি সন্দেহ-বায়ু-গ্রহ হয়, এবং সর্ব্বদা সন্দেহ করিয়া থাকে, তবে একটীকে নির্ভর করিয়া নমাজ পড়িবে। (স)

বা। যদি কোনমতেই নির্ভর না হয়, তবে কি করিবে ?

শি। নীচ সংখ্যাকে অর্থাৎ তিন রেকাত পড়িয়াছি বলিয়া খত্বা করিয়া আরও এক রেকাত পড়িবে, কিন্তু ঐ রেকাত পড়ার পূর্বে বসিতে হইবে। (স)

বা। যদি সন্দেহ-বাস্তু-গ্রন্থ না হয় তবে কি করিতে হয়?

শি। ঐ নমাজ দ্বিতীয় বার পড়িতে হয়, বাহাকে আরবী ভাষায় "এস্তিনাক" বলে। (স)

হে বালক! সোন্নতের জন্ত কখনই সোহ সেজদা দিতে হইবে না। এ কথা মনে রাখিও। (তা তা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার পীড়িত ব্যক্তির নামাজের বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। পীড়িত ব্যক্তি কিরূপে নামাজ পড়িবেন?

শি। নামাজের মধ্যে কি পূর্বে পীড়িত হওয়া বিধায় যদি দাঁড়াইতে না পারেন, তবে বসিয়া ককু সেজদা করিবেন, যদি বসিতে অপারগ হন তবে কেবলা দিকে পা দিয়া চিত হইয়া শয়ন করতঃ মাথার ঈজিতে নামাজ পড়িবেন। (স, দো)

বা। যদি বসিতে পারেন কিন্তু ককু সেজদা করিতে না পারেন, তবে কি করিবেন?

শি। মাথার ঈজিতে পড়িবেন। বিশেষ এই যে ককুর ইশারা হইতে সেজদার ইশারায় শির অধিক নত করিবেন। যদি মাথা দিয়াও ইশারা করিতে না পারেন, তবে নামাজ ছাড়িয়া দিবেন। (স, দো)

বা। যদি কেহ দাঁড়াইতে ও বসিতে পারেন, কিন্তু ককু সেজদা দিতে না পারেন, তবে কি করিবেন?

শি। বসিয়া মাথার ইশারায় নামাজ পড়িবেন, কিন্তু চকু কি ভুরু কি অন্তঃ-করণের ইশারায় নামাজ পড়িলে সিক্ত হইবে না। (স, দো)

বা। পীড়িত ব্যক্তি নামাজের মধ্যে আরোগ্য পাইলে কি করিবেন?

শি। যদি ইশারায় নামাজ হয়, তবে ঐ নামাজ পুনর্বার পড়িবেন।

কিন্তু রুহু সেজ দার নমাজ হইলে বাকী নমাজ খাড়া হইয়া পড়িতে হইবে । (স, দো)

বা । উম্মাদাবস্থায় যে নমাজ পড়া হয় নাই, উহা হইতে আরোগ্য পাইলে সে নমাজ পড়িতে হইবে কি না ?

শি । এক দিব্যরাত্র পর্য্যন্ত উম্মাদ থাকিলে অবশ্য পড়িতে হইবে । কিন্তু এক দিব্যরাত্র হইতে মুহূর্ত্ত অধিক থাকিলে পড়িতে হইবে না । হে বালক ! মনে রাখিও কোন পীড়ায় অচেতন থাকিলেও এষ্ট নিয়ম খাটিবে । কিন্তু কোন প্রকার নেশা পাইয়া অচেতন হইলে যে পর্য্যন্ত অচেতন ছিল সে পর্য্যন্ত সমুদয় সময়ের নমাজ পড়িতে হইবে । (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার নৌকায় নমাজ পড়ার
বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । নৌকায় নমাজ কিরূপে পড়িতে হয় ?

শি । চলিত নৌকায় বিনা কারণেও বসিয়া পড়িতে হয়, এবং বাঁধা নৌকায় কোন কারণ ভিন্ন বসিয়া নমাজ পড়িলে হইবে না । (স, দো)

বা । যদি নমাজ পড়া সময়ে নৌকা ঘুরিয়া যায় তবে কি করিবে ?

শি । ঘুরিবার শক্তি থাকিলে ঘুরিয়া বসিবে, কেন না শক্তি থাকিতে কেবলা মুণ হওয়া শরতে করজ লিখিয়াছে । (হে, দো)

বা । দুই নৌকা এক সঙ্গে বাঁধা থাকিলে এক নৌকার এমাম দ্বিতীয় নৌকার মুক্তেদি থাকিলে নমাজ হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে । (তা, তা)

বা । যদি এমাম নৌকার থাকেন, এবং মুক্তেদি তীরে থাকেন তবে নমাজ হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে, যদি উভয়ের মধ্যে পথ কি কোন লোক না থাকে । এই রূপ এমাম তীরে মুক্তেদি নৌকায় থাকিলে সিদ্ধ হইবে । (তা, তা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমাকে সেজদার বিবরণ
জানা আবশ্যক।

- বা। তলাওৎ সেজদা কাহাকে বলে ?
- শি। কোরাণে নির্দিষ্ট চতুর্দশটা স্থান আছে, ঐ স্থান পড়া কি শুনা
‘মাত্র সেজদা করিতে হয়, ঐ সেজদাকে তলাওৎ সেজদা বলে।
তলাওত সেজদা করা ওষাৎবেব। (স, দো)
- বা। ঐ সেজদা কি রূপে করিতে হয় ?
- শি। খাড়া হইয়া তক্বির বলিয়া বিনা ককুতে একটী সেজদা করিয়া
পুনর্ব্বার তক্বির বলিয়া খাড়া হইতে হয়। (স, দো)
- বা। বাবাকে দেখিয়াছি, কোরাণ পড়িতে পড়িতে ঐ স্থানে আসিলে
বসিয়া বসিয়াই সেজদা করেন, উহা হয় কি না ?
- শি। না। বোধ করি, উনি জানেন না, তাঁহাকে আমার সালাম
বলিও এবং এই কথা সংশোধন করিয়া দিও। (স, দো)
- বা। উহাতে গুজু করিতে হইবে কি না ?
- শি। হাঁ, নমাজের যে সকল নিয়ম আছে তলাওৎ সেজদার জন্যও
সেই সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যেন করিয়া দেখ,
পূর্বেও উহা বলিয়াছি, কেবল তহরিমা বাধিতে হইবে না। (দো)
- বা। কি কি ঘটনার সেজদা ভঙ্গ হয় ?
- শি। যে যে ঘটনার নমাজ ভঙ্গ হয় সেই সেই ঘটনার উহাও ভঙ্গ
হয়। (আ)
- বা। তক্বিরে হাত উঠান, আন্তাহিয়াত পড়া, সালাম ফিরান, তলা-
ওৎ সেজদাতে আছে কি না ?
- শি। না, কিন্তু সেজদার ভঙ্গবিহ পড়িতে হয়। (স, দো)
- বা। এমাম নমাজের মধ্যে সেজদার আরাত পড়িলে মুক্তদি এমামের
সঙ্গে সেজদা করিবেন কি না ?
- শি। তাঁ করিবেন, বধ্যপি না শুনিয়া থাকেন।

বা। একজন কোরাণ পড়িতে ছিলেন, দ্বিতীয় জন নমাজে থাকিয়া
ঐ সেজদার স্থান গুলিলেন, এস্থলে ঐ ব্যক্তি নমাজের মধ্যেই
সেজদা করিবে কি না ?

শি। না। যদি করেন তবে সিদ্ধ হইবে না। নমাজ শেষ করিয়া
সেজদা করিতে হইবে। কিন্তু যিনি নমাজ না পড়েন, তিনি
নমাজের মুখে সেজদার স্থান গুলিলে অবশ্য তাঁহার সেজদা
করিতে হইবে। (স, দো)

বা। সেজদার এক স্থান বার বার পড়িলে কি গুলিলে বার বার
সেজদা করিতে হইবে কি না ?

শি। এক সভায় পড়িলে কি গুলিলে বারবার সেজদা দিতে হইবে
না। কিন্তু পৃথক সভায় পড়িলে কি গুলিলে অবশ্য বারবার
সেজদা করিতে হইবে। (স, দো)

বা। পৃথক সভা কাহাকে বলে ?

শি। পৃথক স্থান হইলেই পৃথক সভা হয়। (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমাকে প্রবাসের নমাজের বিবরণ

জানা আবশ্যক।

বা। প্রবাস কাহাকে বলে ?

শি। নিজ আলয় হইতে গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে চলনের তিন দিবা রাত্রির
ব্যবধানে হইলে শরীতে প্রবাস বলে। যিনি ঐ প্রবাসে গমন
করেন, তাঁহাকে আবাসী বলা যায়। আরবী ভাষায় আবাসকে
ছকর এবং আবাসীকে মুছাক্কের বলে। (স, দো)

বা। কিসের মধ্যম চলন ?

শি। স্থলপথে উষ্ট্র ও পদযন্ত্রের মধ্যম চলন বিখ্যাত করিতে
হইবে। (ছ, জানে, তাতা)

বা। গরুর ধীর গতি ও অশ্বের দ্রুত গতি ধর্তব্য করা যাইবে কি না ?

শি। না। এইরূপ রেলওয়ের দ্রুত গতিও ধর্তব্য নয়। স্থলপথে

মধ্যম বায়ুতে নৌকা ও জাহাজের গতি ধরা যাইবে কিন্তু জীমারের ক্ষুদ্র গতি বিশ্বাস করা যাইবে না । (ছ জামে, তাভা)

বা । প্রবাসী ও গৃহবাসীর নমাজে কোন বিভিন্ন আছে কি না ?

শি । হ্যাঁ আছে, যথা—প্রবাসী যে পর্য্যন্ত বাড়ী না আসিবে, সে পর্য্যন্ত জোহর, আছর, এশা এই তিন সময় চারি রেকাত ফরজে না পড়িয়া দুই রেকাত করিয়া পড়িবে, যদিচ পাপ কর্মের জন্য গিয়া থাকে, ঐ নমাজকে “কছর” বলে অর্থাৎ কম করা । (স দো)

বা । প্রবাস কি কখন আবাস হয় না ?

শি । হ্যাঁ, কোন স্থানে বাইরা পনের দিবস থাকার মনন অর্থাৎ নিয়ত করিলে উহাকেও শরাতে এক প্রকার আবাস বলে । ঐ স্থানে সম্পূর্ণ চারি রেকাত পড়িতে হইবে । কিন্তু তথা হইতে পুনর্বার অন্যত্র গমন করিলে প্রবাসের ন্যায় কছর নমাজ পড়িতে হইবে । (স, দো,)

বা । প্রবাসে নমাজ কম না করিয়া সম্পূর্ণ চারি রেকাত পড়িলে নমাজ হইবে কি না ?

শি । হ্যাঁ, দুই রেকাত পড়িয়া বসিয়া থাকিলে হইবে । কিন্তু এইরূপ পড়িলে পাপ অন্ত হইবে । আরো যদি দুই রেকাত পড়িয়া না বসিয়া থাকে, তবে নমাজ হইবে না । (স, দো)

বা । যদি গৃহী এমাম হন, এবং প্রবাসী মুক্তেদি হন, তবে মুক্তেদি নমাজ কিরূপে পড়িবেন ?

শি । গৃহীর সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ চারি রেকাত পড়িবেন । ইহাতে পাপ হইবে না । যদি প্রবাসী এমাম হন, গৃহী মুক্তেদি হন, তবে প্রবাসী দুই রেকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইবেন । গৃহী সালাম না ফিরাইয়া খাড়া হইয়া বক্রী দুই রেকাত পড়িবেন । এই দুই রেকাতে আল্হাম্মা কি কোন সুরা পড়িতে নাই । (স)

বা । গৃহের কাজ প্রবাসে ও প্রবাসের কাজ গৃহে কিরূপে পড়িতে

হয় ?

শি। যে খানের যে নিয়ম নিরূপিত আছে, সে খানের কাজা সেই রূপ পড়িতে হয়, অর্থাৎ এখানে গেলেও গৃহের কাজা চারি রেকাত এবং গৃহে আসিলেও এখানেই কাজা দুই রেকাত করিয়া পড়িতে হইবে। (হে, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন হে বালক ! এইক্ষণ তোমাকে জুমার নমাজের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। জুমার নমাজ কাহাকে বলে ?

শি। শুক্রবারে জোহরের সময় এমামের সঙ্গে খোৎবার সহিত দুই রেকাত নমাজ পড়াকে জুমার নমাজ বলে। এই নমাজ দুকান নমাজের পরিবর্তে নয়, এই নমাজ যিনি করজ না জানিবেন, তিনি কাফের হইবেন। (দো)

বা। খোৎবা কি ?

শি। উহা এক প্রকারের ধর্ম পুস্তক উহাতে আল্লাহর মহিমা, এবং পরগণ্ডার সাহেবের প্রতি দক্ষ ধার্মিক হওয়ার উপদেশ ইত্যাদি লিখিত আছে। (স, দো)

বা। জুমার নমাজ সকলের প্রতি ওরাজেব কি না ?

শি। না কিন্তু যিনি দশগুণ বিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারাই পড়া ওরাজেব হইবে, নচেৎ না। প্রথম শহর বাগী, দ্বিতীয় শহর, তৃতীয় স্বাধীন, চতুর্থ পুরুষ, পঞ্চম বুদ্ধিমান ও বয়রাষ্ট্র হয়, সঠক সপ্তম খোঁড়া, অষ্টম কয়েদী, নবম ভীত, দশম সুবলদারার প্রতিপাত না হয়; কিন্তু বাহাদের প্রতি জুমার নমাজ ওরাজেব নয় তাঁহার পড়িলেও নিঃসন্দেহ নমাজ হইবে, এবং তাঁহাদিগকে জোহরের নমাজ পড়িতে হইবে না। বাহাদের প্রতি জুমার নমাজ ওরাজেব এবং বাহাদের প্রতি ওরাজেব নয় ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন এই যে উহার না পড়িলে পাপী হইবেন, ইহার না

ব্যক্তিয়া হস্তে কাপড় আবৃত করিয়া মৃতকে তৈয়্যম্ করাইয়া জানাজা পড়িবে।

বা। পতি আপন স্ত্রীকে স্নান করাইতে পারে কি না?

শি। না, কিন্তু স্ত্রী পতিকে স্নান করাইতে পারে। (দো)

বা। নী বলিয়াছেন, হজরত আলী (রাহেব) কাতেমা খাতুনকে স্নান করাইয়াছিলেন, উহা সত্য কি না?

শি। হী সত্য বটে, কিন্তু ঐ নিয়ম অন্তর প্রতি খাটিবে না। (দো)

বা। যদি কাহাকে বাঘে কি কুমিরে খায়, এবং তাহার কিয়দংশ পাওয়া যায়, তবে ঐ অংশকে কি করিবে?

শি। কিছুই করিতে হইবে না, কেবল পুতিয়া ফেলিবে। কিন্তু অর্ধেকের বেশী পাওয়া গেলে অবশ্য স্নান করাইয়া নমাজ পড়িতে হইবে।

‘যদিচ মাথা না পাওয়া যায়। (দো)।

বা। যদি জলে মৃত পাওয়া যায়, তবে স্নান করাইবে কি না?

শি। হী অবশ্য স্নান-মননে তিনবার জলে হেলাইলেই সিদ্ধ হইবে, যদি না হেলাইবা অমনি জানাজার নমাজ পড়ে তাহাও সিদ্ধ। (দো, ছে)

বা। যদি কোন মৃতকে মুসলমান বলিয়া চেনা যায়, তবে কি হইবে?

শি। মুসলমানের দেশে হইলে কি মুসলমানীর কোন লক্ষণ পাইলে স্নান করাইয়া নমাজ পড়িতে হইবে। নচেৎ না। (দো)

বা। মুসলমানীর লক্ষণ কি কি?

শি। খেদ্দাব, খত্ৰা, কালেয়া বস্ত্র পরিধান, এবং নির্গম স্থানে লোম না থাকা, এই সকল লক্ষণ। (তাতি)

বা। যদি কাকের ও মুসলমানের এক স্থানে মৃত্যু হয় এবং কোনটী কাকের ও কোনটী মুসলমান ছিল তাহার কোন লক্ষণ না পাওয়া যায় তবে কি হইবে?

শি। অধিক মুসলমান হইলে স্নান করাইয়া নমাজ পড়িতে হইবে। কিন্তু তুল্য হইলে স্নান করাইবে, নমাজ পড়া না পড়া

ইচ্ছাধীন । (দো)

বা । স্নান হইলে মৃতকে কি করিতে হয় ?

শি । কাকন পরিধান করাইয়া জানাজার নমাজ পড়িয়া পুতিয়া ফেলিতে হয় । (স, হে, দো, আ)

বা । কাকন কি বুঝিলাম না ।

শি । উহা কএকখানা কাপড় । পুরুষের পক্ষে তিন খানা, যথা—ইজার পিরাহান, লেফাফা ; মেয়েলোকের পক্ষে আরও দুইখানা অধিক যথা—দারী, সিনাবন্দ এই পাঁচ খানা । এইরূপে কাকন দেওয়া সোৱত । (স, দো)

বা । কোন্ কাপড় কি পরিমাণ ?

শি । ১। ইজার—উহা একখানা চতুর্দশ চাদর দীর্ঘে মৃতের মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত । (তাতা)

২। লেফাফা—উহাও ঐরূপ একখানা বিতীয় চাদর । (তাতা)

৩। পিরাহান—উহার দীর্ঘ ষাড় হইতে পা পর্য্যন্ত আদৌ নীচে উপরে তুল্য হয় । (তাতা)

৪। সিনাবন্দ—উহা দীর্ঘে তিন গজ, প্রস্থে বুক হইতে উক্ পর্য্যন্ত । (চ)

৫। দারী—উহা দীর্ঘে দুই গজ, প্রস্থে এক বিঘত । (চ)

বা । যদি কোন কাপড়ের জুটি হয়, তবে কম করা যায় কিনা ?

শি । হাঁ পুরুষের পক্ষে ইজার ও লেফাফা হইলেই হইতে পারে । মেয়ে লোকের পক্ষে ঐ দুইখান ও দারী এই তিনখান হইলেই হইবে, ইহা হইতে কম করা মক্কহ লিখিয়াছে, কিন্তু অপারগ হইলে যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই কাজ হইবে । হে বালক ! মৃত নপুংসক হইলে মেয়েলোকের কাকন দিতে হইবে । (দো)

বা । মৃতকে কোন্ কাপড় কোথায় কিরূপে পরিধান করাইতে হয় ?

শি । মৃত পুরুষ হইলে জানাজার খাটের উপরে প্রথম ইজার ও তাহার

উপরে লেকাকা বিছাইয়া তাহাকে তুহুপরি রাখিয়া পিরাহান পরিধান করাইবে, তৎপর এক খান চাদরের বাম পার্শ্ব ডানি দিকে পেচ দিবে, এবং ডানি পার্শ্ব বামদিকে পেচ দিবে। যেয়ে লোক হইলে প্রথম সিনাবন্দ বিছাইয়া তাহার উপরে ইজার ও ইজারের উপরে লেকাকা বিছাইবে তৎপরে পিরাহান পরিধান করাইয়া ঐ চাদরের উপরে রাখিতে হইবে। তৎপর দানীর মধ্যভাগ মস্তকোপরি দিয়া মাথার চিকুরকে দুইভাগ করিয়া দানীর দুই পার্শ্ব দিয়া আবৃত করতঃ বুকে গিরাহানের উপরিভাগে রাখিবে। পরে পুরুষের মত দুই চাদরকে পেচ দিবে। সকলের উপরিভাগে সিনাবন্দ বান্ধিবে, এইরূপে কাপড় পরিধান করাইতে হয়। কাকনের কাপড় খণিয়া যাওয়ার সংশয় হইলে গিরা দিবে। (স, আ)

বা।

শি।

মৃতের প্রতি নমাজ কিরূপে পড়িবে ?
কাপড় পরিধান করণান্তে “কাবা শরিক” মৃতের ডানি দিকে থাকে এমনভাবে শয়ন করাইয়া এমাম মৃতকে সম্মুখে রাখিয়া বক্ষ সোজা খাড়া হইবেন, মুক্তেদি সকল এমামের পশ্চাত্তাগে খাড়া থাকিবেন। যখন এমাম তহরিমার তক্বির বলিয়া হাত উঠাইবেন ও বান্ধিবেন, তখন মুক্তেদি সকলও তক্বির বলিয়া হাত উঠাইবেন ও বান্ধিবেন। হে বালক ! মনে রাখ এই তক তক্বির হইল তৎপর সোবহানাকা পড়িয়া দ্বিতীয় তক্বির বলিবেন, তৎপর দরুদ পড়িয়া তৃতীয় তক্বির বলিবেন, অবশেষে দোওয়া পড়িয়া চতুর্থ তক্বির বলিয়া সালাম কিরাইয়া নমাজ সমাপন করিবেন। এইরূপে জানাজার নমাজ পড়িতে হয়, মনে রাখিও পরের তিন তক্বিরে হাত উঠাইতে হইবে না। (স)

বা।

শি।

জানাজার নমাজ ওয়াজেব না সোন্নত ?
না ফরজ কেফায়া অর্থাৎ এক জনে পড়িলেই সিদ্ধ হইবে। যাঁহার না পড়িবেন তাঁহার পাপী হইবেন না, যদিচ সকলের

প্রতি ওয়াজেব কিন্তু যদি কেউই না পড়েন তবে সূতের সংবাদ
স্বতন শুনিবেন সকলেই পাপী হইবেন । এইরূপ দফন করাও
ফরজ কেকার । (স, দো)

বা । জানাজার এমামতি কে করিবেন ?

শি । প্রথম দেশের বাদশাহ, তাঁহার অভাবে তাঁহার কাজী, কাজী
অভাবে পাড়ার এমাম, এমাম না থাকিলে সূতের অলী অর্থাৎ
আছাবা সকল ধারাহুসারে এমামতি করিবেন । (স)

বা । আছাবা কাহাকে বলে ?

শি । ফরাজেজ গ্রহে অর্থাৎ দারভাগে উহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা
হাইবে ।

বা । যদি অলী স্বয়ং এমামতি না করিয়া অন্য কাহাকে এমামতি করার
অনুমতি দেন, তবে শরীতে সিদ্ধ অর্থাৎ সহি হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে । কিন্তু অলীর অনুমতি ভিন্ন অন্য কেহ এমামতি
করিলে অলীর ইচ্ছা হইলে ঐ নমাজ পুনর্বার পড়িতে
পারেন । (স)

বা । সূতের খাট করজনে স্কন্ধ লইবে ?

শি । চারি জনে, কিন্তু খাট লইয়া যাওয়া কালে সূতের মাথা আগে
বাইবে, এবং এদেশে কবরের পশ্চিমদিকে নামাইতে হইবে,
অর্থাৎ কেবলা দিকে । (স, দো, তাতা)

বা । সূত মেয়েলোক হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি কবরে নামাইবেন ?

শি । বাঁহারা উর্হাকে বিবাহ না করিতে পারেন তাঁহারা নামাইবেন ।
উর্হাদের অভাবে বাঁহারা বৃদ্ধ তাঁহারা নামাইবেন, কিন্তু মেয়ে
লোক যে সময়ে কবরে রাখা বাইবে সে সময় কবরোপরি কাপড়
দিয়া পর্দা করিতে হইবে । (দো, কা)

বা । সূতকে কবরে রাখিয়া কি করিবে ?

শি । কাকনের বাঁধ খুলিয়া দিবে, পরে বাঁধ কি ভক্তা দিয়া তাহার
উপর মাটি দিয়া পুতিয়া ফেলিবে, কবর চতুষ্কাণ করিবে না এবং

মাটি কিছু উচু রাখিবে। যেন কবর বলিয়া চেনা যায়। (স, দো)

বা। কবর কি পরিমাণে দীর্ঘ, কি পরিমানে প্রস্থ এবং কি পরিমাণে গর্ত হইবে?

শি। দীর্ঘে মৃতের তুল্য, প্রস্থে তাহার অর্ধেক এবং নাভী কিংকর পর্যন্ত গভীর। (আ)

বা। সমুদ্রে মরণ হইলে যদি মাটি না পাওয়া যায় তবে কি করিবে?

শি। নমাজাদি কর্তব্য সমাপন করিয়া জলে ছাড়িয়া দিবে। (দো)

বা। সম্ভান জন্মিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইলে তাহার জানাজার নমাজ পড়িতে হইবে কি না?

শি। হাঁ অবশ্য পড়িতে হইবে, এবং উহার নাম রাখিয়া স্নান করাইতে হইবে, কিন্তু মৃত সম্ভান জন্মিলে উহাকে স্নান করাইয়া একখণ্ড বস্ত্রে আড়াইয়া পুতিয়া ফেলিবে। জানাজা পড়িতে কিম্বা নাম রাখিতে হইবে না। গর্তপাতের ও এই নিয়ম। (দো)

বা। কি কি কারণে জানাজার নমাজ ক্ষত হয়?

শি। যে সকল কারণে অন্ত্যস্ত নমাজ ভঙ্গ হয়, সেই সকল কারণে জানাজার নমাজও ভঙ্গ হয়। মনে করিয়া দেখ নমাজ ভঙ্গের বিবরণ স্থলে উহার বর্ণনা করা গিয়াছে। (আ)

বা। চারি তকবিরের কোন এক তকবির ছাড়িয়া দিলে নমাজ হইবে কি না?

শি। না। কিন্তু সোবহানাকা কিম্বা দরুদ অথবা দোওয়া না পড়িলে নমাজ হইবে কিন্তু ছওয়ারা কম। (আ)

বা। যেহেতু জানাজার নমাজ পড়িতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। যিনি এমাম হইবেন তাঁহাকে পংক্তি মধ্যে দাঁড়াইতে হইবে। (কাজি, ভাতা)

বা। জামাত না হইলে জানাজার নমাজ পড়িতে হইবে কি না?

শি। একজন হইলেও পড়িতে হইবে। জামাত হওয়া কোন শর্ত নয়। (ফে)

বা। যদি কেহ দোওয়া না জানে তবে কিরণে জানাজার নমাজ পড়িবে।

শি। দোওয়ার স্থানে “আল্‌হামদো” দোওয়ার নিয়তে পড়িবে। কিন্তু কোরাণের নিয়তে পড়িলে সিদ্ধ হইবে না। এতদ্ব্যতীত কোরাণ পড়া কি আত্মাহ্বিত পড়া নিষেধ। (দো)

হে বালক! মনে রাখিও সোব্‌হানাকা, দরুদ, দোওয়া প্রভৃতি এমাম ও মুফ্তদি সকলেই পড়িবে। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি নমাজের সময় উপস্থিত থাকে আর এমামের সঙ্গে প্রথমের তক্বির না বলে, তবে কেমন করিবে?

শি। তৎক্ষণাৎ নিজেই তক্বির বলিয়া এমামের সঙ্গী হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মসবুক হইবে সে ব্যক্তি এমাম তক্বির বলা পর্যন্ত পোঁপ করিবে। (দো, কান্)

বা। যে সকল তক্বির পাওয়া যায় নাই তাহা বলিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ এমাম নমাজ শেষ করিলে অবশ্য বলিতে হইবে। বিশেষ এই যে দ্বিতীয় তক্বিরে সঙ্গী হইলে দরুদ, দোওয়া পড়িবে। তৃতীয় তক্বিরে সঙ্গী হইলে কেবল দোওয়া পড়িবে। কিন্তু চতুর্থ তক্বিরের পরে সঙ্গী হইতে পারিবে না। (তাতা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ

তোয়ার জাকাভের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। জাকাৎ কাহাকে বলে?

শি। নিজ ধন হইতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম পথে দীন-দরিদ্রদিগকে দান করাকে জাকাৎ বলে। (স, দো)

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তির ধনে জাকাৎ দিতে হইবে?

শি। বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমান, স্বাধীন এবং জাকাৎ করজ একথা জ্ঞাত। বিনি এই পঞ্চ-গুণ বিশিষ্ট হইবেন তাঁহারই ধনে জাকাৎ দিতে হইবে। কিন্তু উম্মাদ, নাবালক, কাকের, দাগ এবং জাকাৎ

করল একথা অজান্তে, এই পাঁচ জন অভুল ধনাধিপতি হইলেও তাঁহাদের ধনে কপর্দক জাকাত দিতে হইবে না । (দো, তাতা)

বা । কি পরিমাণ ধন হইলে জাকাত দিতে হইবে ?

শি । আবশ্যকীয় ব্যয় পরিশোধান্তে যে ধন শেষ থাকিবে তাহাতে যদি নেছাব পূরণ হয় কিম্বা নেছাব হইতে বৃদ্ধি হয়, এবং উহা বৎসর কাল হাতে থাকে, তবে তাহারই জাকাত জাকাতের নিয়তে দিতে হইবে । জাকাত দেওয়ার উপযুক্ত হইলেই শরাতে তাহাকে ধনী বা বা ধনাত্ম্য বলে । আরবী ভাষায় ধনৌকে গনী বলে । (স, দো)

বা । কি কি আবশ্যকীয় ব্যয় বাদ দেওয়া যাইবে ?

শি । আহারের সামগ্রী, পরিধানের বস্ত্র, গৃহের স্রব্য, চড়নের চতুষ্পদ জন্তু, বাস করার ঘর, পড়ার পুস্তক, ব্যবহারীয় অস্ত্র, চাকরির বস্ত্র এবং ঘরের সামগ্রী ইত্যাদি বাদ দেওয়া যাইবে । (স, দো)

বা । ঘরের সামগ্রী কি কি বুঝিলাম না ?

শি । যেমন লোটা, বাটী, থাল, গ্লাস, ডেগ, পাতিলা, বদনা, দা, কুড়াল, কোদাল, খপ্তা, কাচি ইত্যাদি বস্তুর জাকাত দিতে হইবে না । কিন্তু রৌপ্য কি স্বর্ণ নির্মিত থাল বাটী ইত্যাদি থাকিলে জাকাত দিতে হইবে । (দো, তাতা)

বা । নেছাব কি বুঝিলাম না ?

শি । ২০০ দেরেম রৌপ্য কি ২০ মেছকাল স্বর্ণ হইলে নেছাব হয়, কিন্তু কিছু স্বর্ণ কিছু রৌপ্য উভয় হইলে উভয়ের মূল্য ধরিয়া নেছাব পূরণ করিতে হইবে । (আ, ছ)

বা । এদেশে দুই শত দেরেমে কত তোলা রূপা এবং কুড়ি মেছকালে কত স্বর্ণ হইবে ?

শি । এ দেশের টাকার ৪৮০০ টাকা রৌপ্য ও ৬ তোলা ১১ মান্দা ২ রতির কিঞ্চিৎ বেশী স্বর্ণ হইবে ।

- বা। গহনার জাকাৎ দিতে হইবে কি না ?
- শি। হাঁ দিতে হইবে। (স, দো, আ)
- বা। কোন্ কোন্ ধনের জাকাৎ দিতে হইবে না ?
- শি। ধন নিরুদ্ধি হইলে, জলে মগ্ন হইলে, কেহ বল পূর্বক ছিনিয়া নিলে, ধনের বলিল না থাকিলে এবং পুত্ৰাধনের স্থান ভুলিয়া গেলে, এই সকল ধনের জাকাৎ দিতে হইবে না। (স, দো)
- বা। মাতা বিজ্ঞান। করিতে বলিয়াছেন মতিব্র জাকাৎ দিতে হইবে কি না ?
- শি। না, এইরূপ লাল, ইয়াকুত, জোহরাদ প্রভৃতি প্রস্তরের ও জাকাৎ দিতে হইবে না। কিন্তু বানিজ্যাদি করার জন্য উহা ক্রয় করিলে অবশ্য দিতে হইবে। (দো, তাতা)
- বা। ধনী ব্যক্তি জাকাৎ দিবেন কি না ?
- শি। যদি তাহার ঋণ পরিশোধ করিলে নেছাবেয় পরিমাণ ধন অবশিষ্ট থাকে তবে ঋণ পরিশোধান্তে বাকি ধন অবশিষ্ট থাকিবে তাহারই জাকাৎ দিবেন। (স, আ)
- বা। খাস্ত, চাউল, সব, শরিয়া, সুগ, মটর ইত্যাদি শস্তের জাকাৎ দিতে হইবে কি না ?
- শি। না। কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য কোন জিনিষাদি রাখিলে যদি তাহার মূল্যে নেছাব পূরণ হয়, তবে অবশ্য দিতে হইবে। হে বালক ! মর্মে রাখিও বৎসরের একমাস নির্গয় করিয়া সমুদয় বৎসরের উপার্জিত ধনের জাকাৎ দিতে হইবে। (স, আ)
- বা। আপনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, যে ধন এক বৎসর হাতে থাকে, তাহারই জাকাৎ দিতে হয়, অতএব যদি সকল ধন এক সময় পাওয়া না যায়, তবে কিরূপে জাকাৎ দিবে ?
- শি। (রাগান্বিত হইয়া বলিলেন) এত কথা দিয়া কাজ কি ? আমি বাহা বলি মানিয়া লও, বতসর হউক বা না হউক উহাতে জাকাৎের কোন ক্ষতি হইবে না। (স, আ)

বা । যে ধন স্থাপিত থাকে তাহার জকাৎ প্রতি বৎসর দিতে হইবে কি না ?

শি । হাঁ দিতে হইবে । (স, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার পশুর জাকাতের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । পশুরও কি জকাৎ দিতে হইবে ?

শি । হাঁ দিতে হইবে । উহা কি পয়সার মাল নয় । (স, হে আ)

বা । কোন প্রকার পশুর জকাৎ দিতে হইবে ?

শি । যে পশু বৎসরে ছয় মাসের অধিক কাল মাঠে জঙ্গলে বিচরণ করে তাহার জকাৎ দিতে হইবে নচেৎ দিতে হইবে না । (স)

বা । কোন কোন পশুর জকাৎ দিতে হইবে ?

শি । উষ্ট্র, গো, মেঘ, মহিষ ইত্যাদি পশুর জকাৎ দিতে হইবে । (স)

বা । উষ্ট্রের জকাৎ কিরূপে দিতে হইবে ?

শি । এদেশে উহার বাণিজ্যাদি নাই, উহার কথা বলার কোন আবশ্যকও নাই ।

বা । গরুর জকাৎ কিরূপে দিতে হয় ?

শি । কুড়িটা গরু হইলে এক বৎসরের একটা বৎস জকাৎ দিতে হয়, এবং চল্লিষ্টা হইলে দুই বৎসরের একটা দিতে হইবে । (স, ৭দা)

বা । ৫০ কি ৬০ কি ৭০টা গরু হইলে কিরূপে জকাৎ দিবে ?

শি । প্রতি ত্রিশে এক বৎসরের বৎস ও প্রতি চল্লিশে দুই বৎসরের বৎস দিতে হইবে । কিন্তু উহা হইতে ২১, ৪ টা বৃদ্ধি হইলে তাহার জকাৎ দিতে হইবে না । (স, চ)

বা । উহা ভালরূপ বুকিলান না । উদাহরণ দিয়া বুকাইয়া দিউন ।

শি । বলিতেছি শ্রবণ কর যথা— ৬ গরু হইতে ৬৯ পর্যন্ত এক বৎসরের দুই বৎস । ৭০ হইতে ৭৯ পর্যন্ত এক বৎসরের একটা ও দুই

বৎসরের একটা। ৮০ হইতে ৮৯ পর্য্যন্ত দুই বৎসরের দুইটা।
৯০ হইতে ৯৯ পর্য্যন্ত এক বৎসরের তিনটা। ১০০ হইতে
১০৯ পর্য্যন্ত এক বৎসরের দুইটা ও দুই বৎসরের একটা। ১১০
হইতে ১১৯ পর্য্যন্ত দুই বৎসরের দুইটা ও এক বৎসরের একটা।
১২০ হইতে চারিটা এক বৎসরের কিস্বা তিনটা দুই বৎসরের দিতে
হইবে। (স. আ.)

হে বালক ! এই ধারা মনে রাখিও এবং এই নিয়ম মহিষের
প্রতিও খাটিবে। (স. আ.)

বা ।

মেঘের জাকাৎ কিরূপে দিতে হইবে ?

শি ।

৪০ হইতে ১২০ পর্য্যন্ত একটা জাকাৎ দিতে হইবে। উহা হইতে
একটা বৃদ্ধি হইলে ২০০ পর্য্যন্ত দুইটা দিতে হইবে। উহা হইতে
একটা বৃদ্ধি হইলে ৩৯৯ পর্য্যন্ত তিনটা দিতে হইবে। ৪০০
হইলে চারিটা দিতে হইবে। উহা হইতে বৃদ্ধি হইলে শতকরা
একটা দিতে হইবে। হে বালক ! মেঘের নিয়ম ছাগ ও দুধায়
খাটিবে। (স. মো.)

বা ।

লাঙ্গলের গরুকে জাকাৎ দিতে হইবে কি না ?

শি ।

না, এইরূপ ঘোটক, গর্দভ, খচ্চর ইহার জাকাৎ দিতে হইবে না।
কিন্তু বাণিজ্য জন্ত ক্রয় করিলে অবশ্য জাকাৎ দিতে হইবে।

বা ।

গো মেসাদির বৎসে জাকাত লাগিবে কি না ?

শি ।

কেবল বৎস হইলে যে পর্য্যন্ত এক বৎসরের না হয় জাকাত দিতে
হইবে না, কিন্তু দুই একটা বড় পশু থাকিলে উহার সঙ্গে গননা
করিয়া ছায় মায় সকলেরই জাকাত দিতে হইবে। (স. দে.)

মনে পড়ে আলমগিরীতে দেখিয়াছি পশু গর্ভিনী হইলে গর্ভের
জাকাত দিতে হইবে না, কিন্তু মেঘ, দুধায় বৎস ৬ মাসের হইলে
জাকাত দিতে হইবে, কেননা ৬ মাসের মেন দুধায় কোরবানী
হইতে পারে।

বা ।

কোরবানী কি বুঝিলাম না ?

শি। কিছু পরে উহার বর্ণনা আসিতেছে ।

বা। কি প্রকারের বস্তু জাকাত দিবে ?

শি। মধ্যম রকমের বস্তু জাকাত দিবে, তাহাতেই কৃপণের প্রাণ ফাটিয়া যায়, ভাল বস্তুর কথা বলিলে ত বুঝিতেই পার কিন্তু জাকাতের বস্তুর পরিবর্তে মূল্য দিলেও সিন্দ হইবে । (ন, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক । এইক্ষণ তোমার “মছারেক” অর্থাৎ জাকাতের ধন কাহাকে দিতে হইবে তাহার বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে জাকাতের ধন দান করা যাইবে ?

শি। ফকির, মিস্কিন, তহসিলদার, দাস, স্বামী, হাজী, গাজী, পথিক এই কয়েক জনকে দিতে হইবে । (স, দো)

বা। ফকির, মিস্কিন, তহসিলদার কাহাকে বলে ?

শি। যাহার কোন বস্তু অল্প আছে তাহাকে শরীতে ফকির বলে, যাহার কিছুই নাই তাহাকে মিস্কিন বলা যায়, যিনি ঐ জাকাত আদায় করেন তাঁহাকে তহসিলদার বলে । (স, দো)

বা। যদি তহসিলদার তহসিল করিয়া সমুদয় গ্রাস করিতে চান, তবে কি করিবে ?

শি। অমনি গলা চাপিয়া বাহির করিবে, কেননা সকলের হক মাটি করিয়া এক জনের পেট ভরণ, কোন কেতাৰে এক্রপ বিধান নাই, তাঁহার পরিশ্রম মত তাঁহাকে কিছু দিয়া বাকী সমুদয় উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে বিভাগ করিয়া দিবে । (স, হে, দো, আ)

বা। যদি তিনি বলেন যে গরিব, মিস্কিন দিগকে বাহা দেওয়া হয় । তাহা আমি দিব, তবে ছাড়িয়া দিব কি না ?

শি। কখনই না । কখনই না । কেবল উহা মুখে বলেন কার্য্যে কিছু নয়, সমুদয় নিজেই গ্রাস করেন, গরিবের ভাগ্যে ঠন ঠনা ঠন । তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যেমন বাঘকে ছাগী ভাগে দেওয়া ।

বা । যদি বলেন আমি জামাতের সরদার, যদি তোমরা আমার কথা
বিরূপ না কর তবে আমাকে সরদার কিরূপে মানিলে ?

শি । তোমরা এইরূপ চাটু বচনে ভুলিও না, পরসী লওয়া কালে অনেক
কথা আসে, বিশ্বাসী ব্যক্তি অতি বিরল । জাকাত, ফেত্বা ইত্যাদি
সরদারকে দিয়া পেট ভরাণ, আল্লা ও রসুল কোন কেতাবে বলেন
নাই । যে যে ব্যক্তিকে দেওয়ার হুকুম করিয়াছেন তাহা এখনই
বলিয়া আসিলাম । এখন আল্লা ও রসুলের হুকুমই মানিবে ? না
সরদারের কথাই শুনিবে ?

বা । দান কেন জাকাত পাইবে ?

শি । উহার কারণ এই যে, কোন দাসের প্রভু যদি এই কথা বলেন যে
তুমি আমাকে এত টাকা দিতে পারিলে তোমার মুক্তি দিও-ঐ
দাস যদি দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য কিছু চায়, তবে তাহাকে
জাকাতের ধন দিতে হইবে । (স, দো, আ, ছে)

বা । ঋণীকে কেন দেওয়া যাইবে ? পৃথিবীতে ঋণ ছাড়া কে আছে ?
যদিও থাকিয়া থাকে তবে অভাব ।

শি । সাহার ধন দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলে নেছাবের পরিমাণ ধন
অবশিষ্ট না থাকে তাহাকে দিতে হইবে, তবে নেছাবের পরিমাণ
ধন থাকিলে তাহাকে দিতে হইবে না । (স, দো, আ, ছে)

বা । সকল গাজী হাজীকেই কি ঐ ধন দেওয়া যায় ?

শি । না, যিনি খরচা অভাবে ফিরিয়া যাওয়ার উপক্রম হন তাহাকে
দিতে হইবে । (স, দো)

বা । পথিক ধনী হইলেও কি জাকাতের ধন তাহাকে দান করা যায় ?

শি । না, কিন্তু যদি ধন সঙ্গে না থাকে, তবে ধনী হইলেও দিতে
হইবে । (স, দো, আ, ছে)

বা । ঐ আট প্রকার ব্যক্তির প্রত্যেককে কি এক সঙ্গে জাকাতের ধন
দান করিতে হইবে ?

শি । না, যে কয়েক প্রকারের লোক উপস্থিত থাকেন, তাহাদিগকে

দিলেই জাকাত পরিশোধ হইবে। সকলকে এক সঙ্গে দেওয়া ফরজ নয়। (স, দো, আ)

বা। জাকাতের ধন দিয়া মসজিদে প্রস্তুত কি তাহার বিছানা প্রস্তুত করা যায় কি না ?

শি। না, জাকাতের ধন মসজিদে লাগান দূরে থাকুক, কোন সূতকে লেঙ্গটা মাটি দিলেও রুদার কাফনের কাপড় খরিদ হইতে পারিবে না। (স, দো, ছে)

বা। জাকাতের ধন পুত্র পৌত্রাদি নিম্নস্থ কি পিতা, মিতামহ উর্দ্ধস্থ ব্যক্তি কান্দাল হইলে দেওয়া যায় কি না ?

শি। না, এরূপ স্ত্রী আপন পতিক, পতি আপন স্ত্রীকে দিতে পারিবে না। (স, দো, আ, ছে)

এইরূপ কোন সনীকে কি ধনীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ নাবালগ সন্তানকে জাকাতের ধন দেওয়া যাইবে না। কিন্তু ধনীর পুত্র প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ বালগ হইলে অবশ্য দেওয়া যাইবে। (দো, ছে)

বা। বাহায়া সৈয়দ বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদিগকে জাকাতের ধন দেওয়া যায় কি না ?

শি। না, কিন্তু “সদকায় নাফেলা” দেওয়ায় বাধা নাই। (দো)

বা। এক জনকে জাকাতের ধন কি পরিমাণ দেওয়া যায় ?

শি। ২০০ দেয়েমের নূন দেওয়া যায়, কিন্তু উহা কি উহার অধিক দিলে মকরুহ হইবে। আরো ধনী ব্যক্তিকে দিলে মকরুহ হইবে না (আ)

বা। এক সহরেব জাকাত অশ্ব সহরে নিয়া দান করা যায় কি না ?

শি। না, মকরুহ লিখিয়াছে, কিন্তু আত্মীয়কে দান করিলে মকরুহ হইবে না। (স, দো)

বা। জাকাতের ধন বৈরাগী, বৈকুণ্ঠী কি অত্যাশ্ব হিন্দুকে দেওয়া যায় কি না ?

শি। না। এইরূপ আরজ সন্তানকে ও তাহার উপপিতাকে দিতে পারিবে না। (দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার ফেতরার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ফেতরা কি ?

শি। অর্ধ ছায়া গম, কি তাহার ছাতু, কি আটা, কি শুক্ক আঙ্গুর, কিয়া
এক ছায়া খোরমা, কি যব দান করাকে ফেতরা বলে। (স, দো, আ)

বা। এক ছায়াতে এদেশের কত হইবে ?

শি। চলিত ৮০ তোলা সেরের তিন সের দুই ছটাক হইবে।

বা। ঐ সকল বস্তু না দিয়া বাজার ভাও উহার যে মূল্য হয় তাহা দিলে
পরিশোধ হইবে কি না ?

শি। হাঁ উহা অপেক্ষা উত্তম। (স, দো)

বা। ফেতরা দেওয়া কি ?

শি। যিনি স্বাধীন, মুসলমান ও ধনী এই তিন গুণে পরিপূর্ণ হইবেন,
তাঁহার দেওয়া ওয়াজেব, কিন্তু আকাতের অল্প ধন এক বৎসর হাতে
থাকা শর্ত আছে, ফেতরার অল্প তাহা নয়। (স, দো, আ)

বা। কাহার কোন ঘর আছে তাহাতে বাস করেনা, এবং উহাতে
বাণিজ্যাদিও করেনা কিন্তু বিক্রয় করিলে নেসাব পূরণ হইবে,
তাহারা ফেতরা দিতে হইবে কি না ?

শি। হাঁ দিতে হইবে। কিন্তু আকাত দিতে হইবে না। (স)

বা। আপনি ফেতরা যে পরিমাণ বলিলেন উহা কি প্রতি বাড়ী দিবে ?

শি। না, প্রতি জনের দিতে হইবে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান যদি কাল্পাস
হয় তবে তাহার ফেতরা পিতাকে দিতে হইবে কিন্তু ঐ সন্তানগণী
অর্থাৎ ধনী হইলে তাহারই ধন দ্বারা দেওয়া যাইবে। এইরূপ
স্ত্রীর ফেতরা তাঁহারই ধন দ্বারা দিতে হইবে। (স, দো)

বা। ঐ ফেতরা কোন সময় দেওয়া ওয়াজেব হয় ?

শি। ঈদল ফেতরের দিবস সূর্যোদয় হইলেই দেওয়া ওয়াজেব, কিন্তু

বাহার সূর্যোদয়ের পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা যে সন্ধান সূর্যোদয়ের পরে জন্মিয়াছে তাহার দিতে হইবে না। (দো)

বা। ঐ দিবসের পূর্বে ফেতরা দিলে হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে, কিন্তু ঈদের নমাজের পূর্বে সূর্যোদয়ের পরে ফেতরা দেওয়া মস্তহাব, এবং ঈদের দিবস পরিশোধ না করিলে উহা মৃত্যু পর্য্যন্ত দিতে হইবে, নচেৎ শাপী হইবেন। (স, দো)

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে ফেতরা দিতে হয় ?

শি। জাকাতের ধন বাহাদিগকে দিতে হয়, ফেতরাও তাহাদিগকে দিতে হয়। মনে করিয়া দেখ এখনই তাহাদের কথা বলিয়াছি। (দো)

হে বালক। ফেতরা প্রথম ভ্রাতা ও ভগিনীকে তৎপর তাহাদের সন্ধানগণকে, তৎপর পিতৃবান্দিগকে, তৎপর খালা, ফুফু প্রভৃতি আত্মীয়গণকে দিবে, যদি উহারা কাঙ্গাল হন, তবে এরূপ দেওয়া আফজল (উত্তম)। (তাতা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার রোজার বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। রোজা কাহাকে বলে ?

শি। প্রভাত অবধি সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত রোজার মনন অর্থাৎ নিয়তের সহিত আহারাদি কিম্বা সঙ্গমাদি না করাকে শরাতে রোজা বলে। বাহাকে উপবাস বলিয়া থাকে। হে বালক! মনে রাখিও বিনা নিয়তে কখনই রোজা দিক হইবে না। (স, দো, আ)

বাণ। প্রভাতের কোন চিহ্ন আছে কি না ?

শি। হাঁ রাত্র শেষ হইলে যে সময় শুভ্র বর্ণের রেখা সকল আকাশে সূর্যোদয়ের স্থান হইতে উপরিভাগে লম্বমান হয়, ঐ সময়কে “সোবেহকাজেব” বলে এবং তৎপর যে সময় শুভ্র বর্ণের একটী রেখা সূর্যোদয়ের দক্ষিণ বামে লম্বাকার হয়, উহাকে “সোবেহ সাদেক” বলে। আমি “সোবেহ কাজেবকে” কৃত্রিম প্রভাত বলি

এবং “সোবেহ সাপেককে” প্রকৃত প্রভাত বলি। অতএব মনে রাখ, কৃত্রিম প্রভাত অবধি সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত নিয়তের সহিত আহা-রাদি ও সঙ্গমাদি পরিত্যাগ করাকে “রোজা” বুলে। (স, দো)

বা। রোজা কয় প্রকার ?

শি। তিন প্রকার যথা—ফরজ, ওয়াজেব ও নফল। (স, দো)

বা। ফরজ রোজা কাহাকে বলে ?

শি। রমজান শরিফের সমুদয় মাস ভরিয়া রোজা করাকে ফরজ রোজা বলে, অতএব যিনি রমজান শরিফের রোজা ফরজ না জানিবেন, তিনি কাফের হইবেন। (স, দো, আ)

বা। মনুষ্য মাত্রেই কি রোজা রাখা ফরজ ?

শি। না, কিন্তু যিনি মুসলমান, বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত এই তিন গুণে পরি-পূর্ণ হইবেন, তাঁহারই রোজা করা ফরজ হইবে। একারণ ঐ তিনটা গুণ রোজার শর্ত বলিয়া শরীতে উক্ত হইয়াছে। (আ)

বা। কৃত্রিম প্রভাতের অর্থাৎ “সোবেহ কাজেবের” পূর্বে মনন করিতে না পারিলে পরে মনন করিতে পারে কি না ?

শি। হাঁ, রোজা ভঙ্গের কোন ঘটনা না হইয়া থাকিলে দুই প্রহর না হওয়া পর্য্যন্ত মনন করিতে পাবে। হে বালক! মনে রাখিও এই নিয়ম কেবল রমজানের ও নির্দ্ধারিত মানসিক রোজা ও নফল রোজার প্রতি খাটিবে, কিন্তু কাজা রোজা কাফকারার রোজা এবং অনির্দ্ধারিত মানসিক রোজার মনন রাত্রে করিতে হইবে।

বা। মানসিক রোজা কাহাকে বলে ?

শি। কোন কর্ম দ্বিগু হওয়ার মানসে যে রোজা মানস করা যায় তাহাকে মানসিক রোজা বলে। আদৌ মানসিক রোজা ওয়াজেব বলিয়া শরীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সমুদয় রোজা নফল।

বা। নির্দ্ধারিত ও অনির্দ্ধারিত বুঝিলাম না ?

শি। রোজা রাখার কোন দিবস নিরূপণ করিয়া মনন করাকে

নির্ধারিত মানসিক বলে। এবং নিরুপণ না করিলে অনির্ধারিত মানসিক বলে। আরবী ভাষায় নির্ধারিত মানসিককে “নজরে মুইন” বলে, অনির্ধারিত মানসিককে “নজরে গয়েরমুইন” বলে। (স, দো, আ)

বা। • যদি কেহ কেবল রোজা থাকার মনন করে। কিন্তু ফরজ কি ওয়াজেব কি নফল কিছুই মনন না করে, তবে তাহাতে রমজানের রোজা হইবে কি না?

শি। হাঁ, হইবে। যদি অন্ত কোন ওয়াজেব রোজার মনন করিয়া থাকে। কিন্তু যদি প্রবাসী হয়, কি পৌড়িত হয়, তবে ওয়াজেব রোজার মনন করিলে তাহাই সিদ্ধ হইবে। (স)

বা। যদি কেহ ঈদের চন্দ্র কি রমজান শরীফের চন্দ্র কেবল নিজে দেখে অন্ত কেহ না দেখে, তবে যে দেখিবে তাঁহার রোজা থাকিতে হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে, যতপি অন্ত কেহ বিশ্বাস না করে, কিন্তু লোকের দেখা-দেখি রোজা না রাখিলে উহার কাফা করিতে হইবে। (স)

বা। সাবানের চান্দে ৩০শে তারিখে সন্ধ্যার সময় মেঘের গোলযোগে চন্দ্র না দেখা গেলে রোজা রাখা যায় কি না?

শি। হাঁ নফল নিয়তে রোজা রাখিতে পারে, অন্ত নিয়তে রাখিলে মক্-রুহ হইবে। আরবী ভাষায় ঐ দিবসকে “ইওমেশ্বকু” বলে। (দো)

বা। সাবানের চান্দে ৩০শে তারিখে দিবসে চন্দ্র দেখিলে ঐ দিন হইতে রোজা থাকিবে কি না?

শি। যতপি দুই প্রহরের পূর্বে চন্দ্র দেখিয়া থাকে, তথাপি রোজা থাকিবে না। এইরূপ রমজানের ৩০শে তারিখে দুই প্রহরের অগ্রে চন্দ্র দৃষ্টি গোচর হইলেও রোজা ভঙ্গ করার অধিকার নাই। এইরূপ জেলকদের চান্দে ৩০শে তারিখ দিবসে চন্দ্র দেখিলে ঐ দিন ১লা জেলহেল বলিয়া ধরিয়া মননা করিয়া ১০ই তারিখ ঈদের নমাজ কি কোরবানী করিতে পারিবে না। (দো, তাতা)

- বা । দুই দৈয়ের চম্ভোদয়ের তত্ত্ব কয়জনে বলিলে বিশ্বাস জনক হইবে ।
- শি । দুই জন পুরুষে কিবা একজন পুরুষ দুইজন মেয়েলোকে বলিলে বিশ্বাস করিতে হইবে । কিন্তু রমজানের চম্ভোদয়ের তত্ত্ব যেমন তেমন একজন লোকে বলিলেও বিশ্বাস করিয়া রোজা থাকিতে হইবে । আদৌ মেঘের গোলযোগ না থাকিলে বহু লোকের কথা বিশ্বাস জনক । (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার রোজা ভঙ্গের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

- বা । কি কি কর্ষে রোজা ভঙ্গ হয় ?
- শি । কহুদান অর্থাৎ জ্ঞানকৃত কোন পথে সঙ্গম করিলে, কি করাইলে, কি আহারীয় দ্রব্য খাইলে, কি কোন প্রকারের ঔষধ সেবন করিলে রোজা ভঙ্গ হয়, তজ্জন্ত দণ্ড দিতে ও কাশা করিতে হইবে । (স, দো)
- বা । রোজা ভঙ্গের কি দণ্ড দিতে হইবে ?
- শি । একটী কুতদাসকে সত্ৰত্যাগ করিয়া দিতে হইবে । উহাতে অপারগ হইলে অনবরত দুই মাস রোজা রাখিতে হইবে । উহাতে অপারগ হইলে ষাট জন মিস্কিন্কে অর্থাৎ কাঙ্গালীকে দুইসক্কী তৃপ্তি জনক আহার করাইতে হইবে । (স, আ)
- বা । এই দণ্ডে পাপ মার্জ্জনা হইবে কি না ?
- শি । না, কেবল শাস্তি দেওয়া । (হু)
- বা । তবে কেন শাস্তি দিবে ?
- শি । ভবিষ্যতে আর এমন কুর্কর্ম না করে এজন্ত শরাত্তে দণ্ড নিরূপিত হইয়াছে । (হু)

এইরূপ যদি কেহ রস-বাত নির্গত করার জন্ত শিক্ষা লাগায় কি কহুদ লয়, পরে রোজা ভঙ্গ বিবেচনায় আহার করে, তবে

তাহাতেও ঐ নিয়ম মত কাফ্ফরা অর্থাৎ দণ্ড দিতে ও কাজা করিতে হইবে। (স, দো)

হে বালক ! যদি কেহ কুন্নি করিতে অকস্মাৎ জল গলদেশে বায়, • কিম্বা বল পূর্বক কেহ খাওয়ায়, কিম্বা গুহে পিচকারি লয়, কিম্বা নাসিকা কিংকর্ণ মধ্যে ঔষধ দেয়, কিম্বা উদরের ক্ষতে (জখমে) • ঔষধ লাগায়, কিম্বা মস্তকের ঘায় ঔষধ দেয় এবং ঐ ঔষধের তেজ উদরের মধ্যে কি মস্তিকে প্রবেশ করে, কিম্বা ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ড অর্থাৎ কাকর গলিয়া ফেলে, কিম্বা মুখ ভরিয়া বমি করে, তবে এই সকল কাজে এক এক রোজার পরিবর্তে এক একটী কাজা করিবে। যদি কেহ রাত্রি বিবেচনায় “ছেহের” খায় কি “একতার” করে কিম্বা ভ্রম ক্রমে কিছু আহার করে, পরে রোজা না থাকা বিবেচনায় রোজা ভগ্ন করে, তবে কেবল ঐ রোজার কাজা করিতে হইবে। এইরূপ কোনও রমণীকে কেহ নিজাবেশে সঙ্গম করিয়া গেলে কিম্বা রমজানের মাস ভরিয়া রোজা রাখার কি একতাব করার নিয়ম না করিলে ঐরূপ কাজা করিতে হইবে। (স)

বা। রোজা থাকিয়া কোনও কামিনীকে চুম্ব দিলে কোন দণ্ড আছে কি না ?

শি। না। কিন্তু এনজাল হইয়া থাকিলে কাজা করিতে হইবে। এই-রূপ মৃত্তা কি চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে সঙ্গম করিলে কি কোন রমণীর উরুদেশে ঘণাঘণি করিলে যদি এনজাল হয়, তবে কাজা করিবে, নচেৎ কিছুই না।

বা। কি কি ঘটনায় রোজার কাজা করিতে হয় না ?

শি। প্রথম, রোজা থাকিয়া ভ্রম বশতঃ খাইলে কি পান করিলে, দ্বিতীয়, ভ্রমে সঙ্গম করিলে, তৃতীয়, স্বপ্নদোষ অর্থাৎ এহতেলাম হইলে, চতুর্থ, কোন রমণী দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় আবেমনি (গুজ) নির্গত হইলে, পঞ্চম, তৈগ মর্দন করিলে, ষষ্ঠ, স্মরণ লাগাইলে, সপ্তম, কাহারও অনিষ্ট চর্চা করিলে, অষ্টম, অন্ন বমি হইলে, নবম

বাহার জ্ঞানের আবশ্যক আছে তাহার জ্ঞানের পূর্বে রাত্র পোহা-
ইলে, দশম, লিঙ্গ ছিদ্রে তৈল দিলে, একাদশ, কর্ণে জল দিলে,
দ্বাদশ, ধূলা কি ধূয়া কি মক্কা গলদেশে গেলে। এই সকল
ঘটনার কাকারা দিতে কি কাজা করিতে হইবে না। 'এমত অপ-
রাধ আল্লাতাল্লা মাক করিবেন। (স, দো)

হে বালক! মনে রাখিও হুঁকার ধূমা কি অন্ত কোন ধূমা ইচ্ছা
পূর্বক গলদেশে নিলে রোজা ভঙ্গ হইবে। (গারেতল আওয়া)

বা। বুট্টি হইতেছে কিম্বা বরফ পড়িতেছে এমতাবস্থায় বুট্টির জল কি
বরফ মুখ মধ্যে গেলে রোজা থাকিবে কি না?

শি। না, ঐ রোজার কাজা করিতে হইবে। এইরূপ বুটের তুল্য মাংস
দস্তে লাগিয়া থাকিলে ঐ রোজার পনিবর্তে অবশ্য কাজা করিতে
হইবে। কিন্তু বুট হইতে নান হইলে রোজা ভগ্ন হইবে না। যদি
উহাও দস্ত হইতে বাহির করিয়া হাতে লইয়া খাইয়া ফেলে তবে
রোজা ভঙ্গ হইবে ও কাজা করিবে। (স, দো)

বা। আর একটি কথা মনে পড়িল, দণ্ডের অর্থাৎ কাক্কারার রোজা
যে, অনবরত বলিয়াছেন উহার অর্থ কি?

শি। হুইমাস রোজা একরূপভাবে রাখিবে, যেন তাহার মধ্যে কোন নিসিদ্ধ
দিবস মধ্যবর্তি না হয়। যদি হয় তবে উহা পুনরায় আন্ত পর্য্যন্ত
করিতে হইবে। এইরূপ রমজানের রোজা মধ্যে পড়িলেও এই
নিয়ম খাটিবে।

বা। নিসিদ্ধ কোন্ কোন্ দিবস?

শি। ইদলফেতেরের এক দিবসও জেলহেজ্জা চাঁদের দশই হইতে তেরই
পর্য্যন্ত চারি দিবস, এই পাঁচ দিবস রোজা রাখা নিষেধ। (আ)

বা। দণ্ডের রোজা কয়েক দিবস রাখিলে যদি পীড়িত হওয়া বশতঃ
রোজা রাখিতে না পারে, পরে আরোপ্য হইয়া অবশিষ্ট রোজা
রাখিলে হইবে কি না?

শি। একটা রোজা ভঙ্গ হইলেও হইবে না। পুনর্ব্বার আত্ম পর্যাঙ্ক করিতে হইবে। কিন্তু স্রীলোকের ঐতু হওয়া কারণে রোজা ভঙ্গ করিলে, বক্রী রোজা করিলেই হইবে, আদ্য পর্যাঙ্ক করিতে হইবে

- না। (আ)

বা। আপনি বলিলেন একটা রোজার দণ্ডে দুয়াস রোজা রাখিতে হইবে। যদি কাহার ১০১২০ টা ভঙ্গ হয় তবে সে কি করিবে ?

শি। যতই হউক দুয়াস রোজা করিলেই সমুদয় হইতে মুক্তি পাইবে। কিন্তু ঐ দুয়াস মধ্যে সঙ্গম করিতে পারিবে না। (আ)

বা। তবেত উহা বড় কঠিন ?

শি। হাঁ যেমন মজা তেমন সাজা। কিন্তু রাজ্যে ভ্রমে সঙ্গম করিলে

- কোন দোষ ঘটবে না। দিবা ভাগে ভ্রমে ঐ কাজ করিলে আবার
- দণ্ড লাগিবে। (স, হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ তোমার রোজার মকরুর বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। কি ঘটনার রোজা মকরুর হয় ?

শি। কোন বস্তুর আশ্রয় লইলে কিবা চর্চণ করিলে রোজা মকরুর হয়। কিন্তু যদি কোন বালকে চর্চণ করিয়া না দিলে থাইতে না পারে, তবে চর্চণ করায় বাধা নাই। (স, আ)

বা। রোজা থাকিয়া মেয়েলোককে চুষ দেওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ যদি সঙ্গমের আশঙ্কা না হয় তবে চুষ দেওয়া, স্পর্শ করা, গলায় গলায় ধরা ও বাধা নাই। যদি হয়, তবে মকরুর। (স, আ)

বা। বুঝিলাম উহা পারা যাইবে না, সে বাহা হউক রোজা রাখিলে তৈল দেওয়া, সুরমা লওয়া, মেসুওয়াক করা, কেহ কেহ মকরুর বলেন। উহা সত্য কি না ?

শি। যদিও বৈকালে হয়, তাহা হইলে মকরুর হইবে না, উহাতে রোজার কোনই দোষ ঘটবে না, ঐহারা মকরুর বলেন তাঁহাদের ভ্রম

বলিতে হইবে। (ম, দো, তাতা)

বা। যদি বাঞ্ছনে লবণাদির ভারতমা হইলে পতি বাগড়া করেন তবে, রন্ধনের সময় জী স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে কি না?

শি। হাঁ পারে। (দো)

বা। রোজা রাখিয়া চুপ থাকা কি?

শি। মক্কহ। এইরূপ ওজু অবগাহন ব্যতীত কুল্লি করাও মক্কহ। (আ)

বা। যদি কোন বৃদ্ধ রোজা রাখার শক্তি না রাখেন তবে কি করিবেন?

শি। এক রোজার পরিবর্তে একটি কাশালকে ছদকায় ক্ষেতরের পরিমাণ ভোজন করাইবেন। কিন্তু যদি ঐ বৃদ্ধের পুনর্ব্বার রোজা রাখার শক্তি হয়, তবে ঐ রোজা রাখিতে হইবে। (ম)

বা। ছদকায় ক্ষেতরের পরিমাণ কি?

শি। মনে করিয়া দেখ উহার বর্ণনা পূর্বে করিয়াছি।

বা। নফল রোজা করজ হয় কি না?

শি। না। কিন্তু নফল রোজা আরম্ভ করিলে সমাপন করা ফরজ। একারণ নফল রোজা ভগ্ন হইলে কাছা করিতে হইবে (দো, আ)

বা। কাফ্ফারা অর্থাৎ দণ্ড দেওয়া কোন কোন রোজার জন্য নিরূপিত আছে?

শি। কেবল রমজানের রোজা জ্ঞান কৃত অর্থাৎ কছদান ভগ্ন করিলে দণ্ড দিতে হইবে, কিন্তু রমজানের কাজা রোজা কিম্বা কাফফারার রোজা ভগ্ন করিলে দণ্ড দিতে হইবে না। (আ)

বা। কি কি ঘটনায় রোজা ভগ্ন করা যায়?

শি। প্রথম প্রবাসে গেলে, দ্বিতীয় পীড়া হইলে, তৃতীয় গর্ভবতী হইলে চতুর্থ সন্তানকে হৃদ্য দিলে, পঞ্চম পিপাসা হইলে, ষষ্ঠ ক্ষুধা হইলে এই সকল ঘটনায় রোজা ভগ্ন করা যায়। (দো, আ)

বা। ইহার মধ্যে আহার কতকটা প্রায় আছে।

শি। বল কি প্রায়?

বা । প্রবাসীর রোজা কি করজ নয় ?

শি । না । মস্তহাব, বরঞ্চ যদি রোজা রাখিলে কোন দোষ ঘটে তবে রোজা ভঙ্গ করা ওয়াজেব । এইরূপ যদি পীড়িত ব্যক্তি রোজা রাখিলে পীড়া বৃদ্ধি পায়, তবে রোজা ভঙ্গ করা ওয়াজেব । (স, দো)

বা । গর্ভবতী হইলে কি রোজা করা হয় না ?

শি । হাঁ হয় । কিন্তু গর্ভের কি গর্ভিনীর কোন সংশয় হইলে রোজা ভঙ্গ করার নিষেধ নাই । এইরূপ যে মেয়েলোক সন্তানকে হৃদয় দেন তাঁহার রোজা করার বাধা নাই । কিন্তু রোজা রাখিলে যদি তাঁহার কি শিশুর কোন দোষ ঘটে, তবে রোজা ভঙ্গ করা ওনিষেধ নাই । (স, দো)

বা । পিপাসিত কি ক্ষুধিত হইলে রোজা কি ভঙ্গ করা যায় ?

শি । না, কিন্তু পিপাসায় কি ক্ষুধায় প্রাণের সংশয় হইলে ভঙ্গ করা অবশ্য কর্তব্য । (দো)

বা । পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য হইয়া এবং প্রবাসী আবাসে আসিয়া লোকান্তর হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কি করিবেন ?

শি । রোজার কাল মধ্যে আরোগ্য পাইয়া এবং প্রবাসী আবাসে আসিয়া যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিনের “ছদকা” দিবেন । (স, দো)

বা । কি পরিমাণ “ছদকা” দিতে হইবে ?

শি । এক রোজার পরিবর্তে একজনের ফেতরার পরিমাণ দিতে হইবে ।

বা । নমাজের জন্ত কি পরিমাণ দিবে ?

শি । প্রত্যেক ওক্তের নমাজের জন্ত একজনের ফেতরার তুল্য দিতে হইবে । (স)

হে বালক ! আর একটি কথা বলিতেছি মনে রাখিও ।

বা । বলুন কি কথা, আমি আপনার কোন্ কথা মনে রাখি না ?

শি । হাঁ রাখ বটে । কিন্তু মধ্যে মধ্যে জুলিয়া যাও, যাহা হউক প্রতি বৎসর সওয়ারলের চাঁদে ছয়টি রোজা রাখিও ।

বা। ওনিয়াছি উহা নাকি মক্কহ ?

শি। না। উহা মক্কহ নয়। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ

তোমার এতেকাফের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা। এতেকাফ্ কাহাকে বলে ?

শি। এবাদতের নিয়তে রোজা রাখিয়া যে মসজিদে অমাত হইয়া তাহাতে কোন এক সময় পঞ্চাঙ্গ বাস করা, ইহাকেই “এতেকাফ্” বন্দে। এই এতেকাফ রমজানের মাসে শেষ দশ দিবসের মধ্যে করা সোন্নতে মওয়াফ্কাহ। (স, দো)

বা। উহার সময়ের নিরূপণ আছে কি না ?

শি। হাঁ, এক দিবা রাত্রের নূন না হয়। নূন হইলে সোন্নত এতেকাফ্ হইবে না। (স, দো)

বা। এতেকাফ্ করিলে মসজিদে হইতে বাহির হওয়া যায় কি না ?

শি। না, কেবল বাহ্য প্রস্তাব, অজু ও অবগাহন অথ বাহির হওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল কারণ ব্যতীত কিছু কাল বাহিরে থাকিলে এতেকাফ ভঙ্গ হইবে। (স)

বা। যিনি এতেকাফ করেন তিনি মসজিদে কি কি করিতে পারেন ?

শি। খাওয়া, পেওয়া, শয়ন করা এবং ক্রয় বিক্রয়ও করিতে পারেন। (আ)

বা। এ বলুন কি ? এইক্ষণ বলিলেন এবাদতের নিয়তে মসজিদে বাস করা ইহারই নাম “এতেকাফ্” আবার বলেন, ক্রয় বিক্রয়ও করিতে পারে। অতএব ক্রয় বিক্রয় কি এবাদত ?

শি। এবাদত নয়, কিন্তু সন্দের বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় করানিষেধ নাই। তবে ক্রয় বিক্রয় অথ ভিনিসাদি আনা লেওয়া অবজ্ঞানিষেধ। (আ)

- বা। মেয়েলোক এতেকাঙ্ক করিতে পারে কি না ?
- শি। যদি পতি অহুমতি দেন তাহা হইলে গৃহে পারেন, অহুমতি ভিন্ন এতেকাঙ্ক করার ক্ষমতা নাই। (আ)
- বা। শরীর পত্তিকে এতদূর ক্ষমতা দিয়াছে যে, তাঁহার অহুমতি ভিন্ন পুণ্য কার্য করাও নিষেধ, ইহার কারণ কি ?
- শি। তাই বাপু পারা যায় না, একালের মেয়েলোক ওলা'ত ছুটের হয়।
- বা। এতদূর পর্য্যন্ত বলিলেন, "হজ্জের" কথা কিছুই বলিলেন না।
- শি। এদেশে হজ্জ হয় না উহা বলারও কোন আবশ্যক দেখি না। যৎ কালে কেতার কেতাব সকল পড়িবে তখন জানিতে পারিবে।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! বেলা
হইয়াছে বাড়ী যাও, আগামী কল্য বিবাহের
কথা বর্ণনা করিব।

দ্বিতীয় ভাগ।

বা। বিবাহ কাকে বলে ?

শি। জীলোক হইতে পুরুষের 'যে' যে লাভ হয়, পুরুষের সেই লাভে মালিক হওয়া সম্বন্ধে যে একটি সত্য বন্ধ করা যায়, উহাতেই শরিতে বিবাহ বলে। আরবী ভাষায় বিবাহকে নিকাহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বা। বিবাহ কয় প্রকার ?

শি। তিন প্রকার যথা—ওয়াজেব, সোন্নত, মকরুহ। (কে)

বা। এই তিন প্রকার হওয়ার কারণ কি ?

শি। ১। যে সময় কামাতুর হইয়া পর-দার গমনের আশঙ্কা হয়, সে সময় বিবাহ করা ওয়াজেব। ২। যে সময় কাম ভাব স্বাধীনে থাকে, সে সময় বিবাহ করা সোন্নতে মওয়াফেকদাহ। ৩। যে সময় প্রাসাচ্ছাদন দেওয়ার অশক্ত হওয়া যায়, সে সময় বিবাহ করা মকরুহ। (আ, আ)

বা। শরাজ্জসারে বিবাহ কিরূপ হয় ?

শি। দুইজন পুরুষের সাক্ষাতে উক্তি স্বীকার 'অর্থাৎ ইজাব কবুল' হইলেই পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। একারণ উক্তি স্বীকারকে শরিতে বিবাহের রোকন (অঙ্গীকৃত) বলিয়া বর্ণিত আছে। (ন, আ)

বা। উক্তি ও স্বীকার কি, ভালরূপ বুঝিলাম না, উহার কোন একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেউন ?

শি। যেমন 'ক' নামক পুরুষে 'খ' নামী স্ত্রীকে বলিলেন আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। 'খ' নামী স্ত্রী উত্তর করিলেন আমিও স্বীকার

পাইলাম। এস্থলে পূর্বের বলাকে উক্তি বলে পরের বলাকে স্বীকার বলে। এতদ্ব্যতীত বিবাহে আরও দশটি বিষয় জানা আবশ্যিক।

বা। নেই দশটি বিষয় কি কি ?

শি। বলিতেছি শ্রবণ কর যথা—

প্রথম স্ত্রী, পুরুষ উভয়কেই তিনটি গুণ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যিক যথা—
 বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত এবং হোর অর্থাৎ দাস দাসী না হওয়া।
 দ্বিতীয়, একজন মেয়েলোক হওয়া আবশ্যিক। তৃতীয়, উভয়ে উভয়েরই উক্তি স্বীকার শুনা আবশ্যিক। কিন্তু যখন অলীক উক্তির দ্বারা বিবাহ হয় তখন আবশ্যিক রাখে না। অলীয়ে উকীলে গুলিলেই বিবাহ হইবে। চতুর্থ, দুইজন পুরুষের সাক্ষাতে উক্তি স্বীকার হওয়া আবশ্যিক। একজন পুরুষ আর দুইজন মেয়েলোকের সাক্ষাতে হইলেও হইবে। পঞ্চম, যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, মেয়েলোকের স্বীকৃত হওয়া আবশ্যিক। ষষ্ঠ, উক্তি স্বীকার এক সভায় হওয়া আবশ্যিক। সপ্তম, উক্তির বিপরীত না হয়। অষ্টম, দুইজন সাক্ষী উক্তি স্বীকার একত্র শুনা আবশ্যিক। নবম, বিবাহ মেয়েলোকের সমুদয় শরীরকে সন্মুখ করিয়া বলিতে হইবে, কিংবা যাহাতে সমুদয় শরীর বুঝায় যেমন মস্তক, ঘাড় ইত্যাদি। দশম, পাত্র পাত্রী উভয়কেই সাক্ষী ঘরের পরিচিত হওয়া আবশ্যিক। শরিতে এই দশটি বিবাহের শর্ত বলিয়া নিরূপণ হইয়াছে। যতপি উহা বিবাহের অঙ্গীয় নয় তথাপি উহা না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। (আ)

বা। ইহার মধ্যে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে ?

শি। বল কি প্রশ্ন।

বা। ইচ্ছা কবুল ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে কি না ?

শি। না, কিন্তু চারি স্থানে কেবল কবুল ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হইবে।
 যথা—যদি পাত্রী নাবালগা হওয়া বশতঃ পাত্র অলীক হয়, যেমন

পিতৃবোর নাবালগ কস্তাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইলে যদি পাত্র বলেন যে, “পিতৃবোর অমুক কস্তাকে বিবাহ করিলাম” তবেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে। ঐ নাবালগার তরফ হইতে স্বীকার পাইলাম বলার আবশ্যক নাই। ২য়। যদি পাত্রকে পাত্রী উকীল নিযুক্ত করেন, ঐ উকীল যদি বলেন যে, “আমার মওরাক্কেলা অমুক বিবিকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম,” তবেই সিদ্ধ হইবে। তাহার তরফ হইতে স্বীকার পাইলাম, বলার আবশ্যক নাই। ৩য়। উভয় পক্ষের অলী একজন হইলে, যেমন নাবালগ পুত্রের বিবাহ ভ্রাতার নাবালগা কস্তার সহিত দেওয়া, এস্থলে যদি বলেন যে, “আমার অমুক পুত্রের নিকট ভ্রাতার অমুক কস্তার বিবাহ দিলাম,” তবেই সিদ্ধ হইবে। কস্তার তরফ হইতে স্বীকার পাইলাম, না বলিলেও হইতে পারিবে। (স,) ৪র্থ। উভয় পক্ষের উকীল একজন হইলে, যদি ঐ উকীল বলেন যে, “আমার মওরাক্কেলা অমুক যুবতীকে আমার মওরাক্কেল অমুক যুবায় সঙ্গে বিবাহ দিলাম,” তবেই সিদ্ধ হইবে। মওরাক্কেলার তরফ হইতে স্বীকার পাইলাম, না বলিলে কোন দোষ ঘটিবে না।

বা। উম্মাদ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, দাস, দাসী ইহাদের বিবাহ দেওয়া ও করা শরীতে সিদ্ধ হইবে কি না?

শি। না, এইরূপ পুরুষে পুরুষে কি মেয়েলোকে মেয়েলোকে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। (স, আ)

বা। পাত্র পাত্রী কেহ কাহার উক্তি স্বীকার না ওনিলে বিবাহ হইবে কি না?

শি। না। (স, আ)

বা। উকীল ও অলী কাহাকে বলে?

শি। যাহার প্রতি ইঙ্গাব কবুল করার ভার অর্পিত হয়, তাহাকে উকীল বলে। অলীর বিবরণ আবশ্যক হলে বর্ণনা করা যাইবে। (স, হে, আ)

- বা। কেবল মেয়েলোক সাক্ষী হইলে বিবাহ হইবে কি না ?
- শি। না, যত্বপি পৃথিবীর মেয়েলোক হন। (স, আ)
- বা। যদি বিবাহের পাত্র ব্যতীত পৃথিবীতে পুরুষ না থাকে তবে কিরূপে বিবাহ হইবে ?
- শি। বোধ হয় তখন মেয়েলোকের সাক্ষীতে বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি আল্লা ও রসূলকে সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। (আ)
- বা। আপনার একথা সম্ভাবজনক নহে, কেন না আল্লা হইতে বড় ও রসূল হইতে সত্যবাদী কে আছে ?
- শি। বাপু হে! “যাহার বুদ্ধি না হয় সাতে, তার না হয় সত্তুরে।” বল দেখি যদি উহার মধ্যে কেহ বিবাহ অস্বীকার করে, তবে বিচার পতি বিনা সাক্ষীতে কিরূপে বিচার করিবেন? তখন আল্লাও বলিবেন না, রসূলও সাক্ষী দিবেন না।
- বা। আপনি বাহা বলিলেন অবশ্য যুক্তি সঙ্গত, কিন্তু দেখিয়াছি মনে মনে সয়তানি থাকিলে সাক্ষীতেও ঠেকা দেয় না।
- শি। তাহা যথার্থ বটে, অনেক বড় লোকের মেয়েয়া ধর্মভয়ে এবং সম্পত্তি রক্ষার্থে নাম মাত্র দুইজন সাক্ষী দ্বারা গুপ্ত বিবাহ করিয়া কাম চালান, এইরূপ কত যুবতী ও কাম চালাইতেছেন। অতএব লোকের অসাধ্য আর কি আছে? ধর্মও রক্ষা পায়, সম্পত্তিও বহাল থাকে লোকের কাছেও সাক্ষ সাক্ষা, এদিকে কামও চলে।
- বা। যদি কোনও ব্যক্তি কয়েকটা লোককে কোনও রমণীর সঙ্গে বিবাহ জন্ত সেই রমণীর পিতার নিকট প্রেরণ করেন। তাহাতে ঐ রমণীর পিতা বিবাহের কথা শুনিয়া বলেন “আমি বিবাহ দিলাম।” ইহা শ্রবণ মধ্য হইতে একজন বলিলেন, “ঐ পুরুষের দিক্ হইতে স্বীকার পাইলাম।” এমলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। যদি কোন মেয়েলোক বলেন যে “অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করার কথা লিখিয়াছে অভাব তোমরা সাক্ষী থাক তাঁহার নিকট আমার আত্মাকে বিবাহ দিলাম” ইহাতে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। দম্পতির পুত্রেরা সাক্ষী হইতে পারে কি না ?

শি। হাঁ পারে। কিন্তু পরে বিবাহ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে স্বীয় পুত্রের সাক্ষী স্বপক্ষে গ্রাহ্য হইবে না। (স)

বা। এক সভায় উক্তি দ্বিতীয় সভায় স্বীকার পাইলে বিবাহ হইবে কি না ?

শি। না, এইরূপ দুইজন সাক্ষীর একজন উক্তি দ্বিতীয় জন স্বীকার শুনিলেও বিবাহ হইবে না। (স, আ)

বা। নপুংসক সাক্ষী হইতে পারে কি না ?

শি। হাঁ হইতে পারে। কিন্তু সে মেয়েলোকের তুল্য অর্থাৎ তৎসঙ্গে কোন পুরুষ না থাকিলে তাঁহার সাক্ষ্য শরাতে গ্রাহ্য হইবে না। (স)

বা। যদি দুইজন সাক্ষী মধ্যে একজন কালা হওয়া বশতঃ উক্তি ও স্বীকার না শুনে, এবং উকীলে কি অম্ম জনে কর্ণের নিকট বাইয়া শুনায তবে তাহার সাক্ষ্যে বিবাহ হইবে কি না ?

শি। না। এইরূপ যিনি পাত্র কি পাত্রীকে না চেনেন তাঁহার সাক্ষ্য শরাতে গ্রাহ্য হইবে না। (আ)

বা। মুকের সাক্ষ্যে বিবাহ হইতে পারে কি না ?

শি। হাঁ পারে। (আ)

বা। সাক্ষীর উপযুক্ত কোন ব্যক্তি ?

শি। হোর, বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত ও মুসলমান। এই চারি শুনে যিনি পবিত্রপূর্ণ হইবেন, তিনি সাক্ষীর উপযুক্ত হইবেন। (স, আ)

বা। কোন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য শরাতে গ্রাহ্য হইবে না ?

শি। দাস, অবোধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও কাকের ইহাদের সাক্ষ্য শরাতে

গ্রাহ হইবে না। (আ)

বা। হোর কাহাকে বলে?

শি। যে জন কাহার দাস নহে তাহাকে হোর বলে। আমরা উহাকে
• আধীন বলি। (স)

বা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক জনের বিবাহ কিরূপে হইবে?

শি। • তাহার অলীর অনুমতিক্রমে হইবে। (স, আ)

বা। বয়ঃপ্রাপ্ত। কছাকে তন্ত্র অলী বল পূর্বক বিবাহ দিতে পারেন।
কি না?

শি। না, যদিচ বাকেরা হন। (স, আ)

বা। যদি কেহ মেয়েলোকের কেবল হাত, পা খানি বিবাহ করে, তবে
বিবাহ হইবে কি না?

শি। না। (আ)

বা। যদি উক্তি স্বীকারের শব্দ শুনা আরবী কি পারসী ভাষায় বলা
যায়, কিন্তু বিবাহের পাত্র ও পাত্রী ইহারা কিছুই না বুঝে তবে
বিবাহ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি আপন অপ্রাপ্ত বয়স্ক কস্তার বিবাহ দেওয়া জন্ত
উকীল নিযুক্ত করেন, এবং ঐ উকীল একজন সাক্ষীর সাক্ষাতে
বিবাহ দেয় তবে বিবাহ হইবে কি না?

শি। না, কিন্তু ঐ কস্তার পিতা সাক্ষাতে থাকিলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে।
এইরূপ প্রাপ্ত বয়স্ক কস্তার বিবাহ তন্ত্র পিতা একজন সাক্ষীর
সাক্ষাতে দিলে যদি কস্তা সন্মুখে থাকেন তবে সিদ্ধ হইবে নতুবা
হইবে না। (স, আ)

বা। বিবাহ কারণ কি?

শি। "পারবেকারা" বধন পড়িবে তখন বুঝাইয়া দিব।

বা। বুকের বিবাহ কিরূপে হইবে?

শি। ঈদ্রিতে বিবাহ হইবে। (আ)

বা । যদি বিবাহের পাত্র পাত্রী উভয় উপস্থিত হইয়া উক্তি স্বীকার
লিখিয়া দেন তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি । না । কিন্তু পাত্র পাত্রী নেকার শব্দ না বলিয়া যদি হেবা কি
খিজী কি কর্তা কি দানশব্দ ব্যবহার করেন, তবে বিবাহ সিদ্ধ
হইবে । (আ)

বা । উহার প্রত্যেকের উদাহরণ বলুন ?

শি । যেমন—যদি কোন পাত্রী নিকার শব্দ না বলিয়া এই বলে যে,
আমার আত্মা আপনাকে হেবা দিলাম, পাত্র উত্তরে বলিলেন,
আমি নিলাম, তবে বিবাহ হইবে । এইরূপ যদি পাত্রী বলেন
যে, এত টাকার আমাকে আপনার নিকট বিক্রী করিলাম, পাত্র
উত্তরে বলিলেন আমি ক্রয় করিলাম, তবেও বিবাহ হইবে । এই-
রূপ যদি পাত্রী বলেন যে, আপনাকে আমার কর্তা করিলাম, পাত্র
বলেন আমি কর্তা হইলাম, তবে বিবাহ হইবে । যদি পাত্রী বলেন
আমার আত্মা আপনাকে দান করিলাম, পাত্র উত্তরে বলেন আমি
লইলাম তবেও বিবাহ হইবে । হে বালক ! যদি পাত্র পাত্রী
আরিয়্যাৎ ক্রি ইজারা কি বন্ধক শব্দ ব্যবহার করেন, তবে বিবাহ
সিদ্ধ হইবে না । (স, আ)

বা । সে কেমন ?

শি । যদি পাত্রী পাত্রকে বলেন যে, আমাকে আপনার নিকট আরিয়্যাৎ
দিলাম কি ইজারা দিলাম কি বন্ধক রাখিলাম । পাত্র উত্তরে
বলেন আমি স্বীকার পাইলাম ইহাতে বিবাহ অসিদ্ধ
হইবে । (স, আ)

বা । যদি পাত্র বলেন তুমি আমার হইলে ? পাত্রী উত্তরে বলিলেন
হাঁ হইলাম তবে বিবাহ হইবে কি না ?

শি । না, কিন্তু যদি পাত্র বলেন তুমি আমার স্ত্রী হইলে ? পাত্রী উত্তরে
বলেন হাঁ হইলাম তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে । (আ)

বা । যদি পাত্র পাত্রী সাক্ষীগণের সাক্ষাতে স্বীকার দান যে, “আমরা

দুইজন স্ত্রী পুরুষ" তবে বিবাহ হইবে কি না ?

শি। না । (আ)

বা। যদি সাক্ষীগণের সাক্ষাতে কোন পুরুষ কোন মেয়েলোককে বলেন
যে ইনি আমার স্ত্রী, মেয়েলোক বলেন যে ইনি আমার পতি তবে
বিবাহ হইবে কি না ?

শি। না । (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার যে যে মেয়েলোককে বিবাহ করা

হারাম তাহার বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা। আপন বংশের কোন কোন মেয়েলোককে বিবাহ করা শরিতে
হারাম লিখিয়াছে ?

শি। ১। মাতা কি মাতার মাতা কি পিতার মাতা যত উর্দ্ধে হউক ।
২। কন্যা কি কন্যার কন্যা কি পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হউক ।
৩। তিন প্রকার ভগ্নী ও তস কন্যাগণ ও তিন প্রকার ভ্রাতার
কন্যাগণ যত নিম্নে হউক । ৪। পিতা মাতার তিন প্রকার
ভগ্নীগণ । ৫। পিতামহের ও মাতামহীর তিন প্রকার ভগ্নীগণ ।
এই সকল মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম । (স, আ)

বা। স্ত্রী কুলের কোন কোন মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম ?

শি। ১। শত্রুর ও তস মাতাগণ ও শত্রুর মাতাগণ যত উর্দ্ধে হউক
বিবাহ করা মাজ হারাম হইয়া যায়, সহবাস করুক বা না করুক ।
২। কন্যা কি কন্যার কন্যা কি পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হউক এই
সকল মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম লিখিয়াছে । কিন্তু ঐ স্ত্রী
সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাকিলে, তাহার পূর্বে স্বামীর ঔরষ ভ্রাত
কন্যা কি কন্যার কন্যা কি পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হউক বিবাহ করা
নিষেধ নাই । (জা, কা, আ)

বা। স্ত্রীর প্রথম পতির গর্ভভাত সন্তানের সহিত পতির ঔরষ ভ্রাত

প্রথম দ্বীপ সন্তানের সহিত বিবাহ হইতে পারে কি না ?

শি। হাঁ পারে। (আ)

বা। তবেত মায়ে কিয়ই আনা যায় ?

শি। বাপ বেটা হইলে দোষ নাই। (আ)

বা। পতির মাতাকে দ্বীপ পিতা কি দ্বীপ মাতাকে পতির পিতা বিবাহ করিতে পারে কি না ?

শি। হাঁ পারে। উহা হইলে ত আনন্দের এক ঘটাই হয়। (আ)

বা। পিতার ভ্রাতা ও ভগিনীর কন্যাগণকে কিম্বা মাতার ভ্রাতা ও ভগিনীর কন্যাগণকে বিবাহ করা যায় কি না ?

শি। হাঁ বিবাহ করা যায়। (স, আ)

বা। দ্বীপ সহোদরা কি বৈমায়ের কি বৈপিয়ের ভগিনীগণকে বিবাহ করা যায় কি না ?

শি। দ্বী বর্তমানে কখনই বিবাহ করা যায় না। (স, আ)

বা। “দ্বী বর্তমানে” ইহার অর্থ কি ?

শি। এই শব্দ যেখানেই প্রয়োগ করি, তাহার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত দ্বীকে ভালাক না দেওয়া যায় কিম্বা মৃত্যু না হয়।

বা। কোনও রমণীকে তাহার পূর্বে স্বামীর গুরু-ভ্রাতৃ সন্তিনীর কন্যার সহিত বিবাহ করা সিদ্ধ কি না ?

শি। হাঁ সিদ্ধ বটে। (স. হে)

বা। দ্বী-পক্ষে কোন্ কোন্ মেয়েলোককে বিবাহ করা নিবেদ্য উহার কোনও একটা নিয়ম বলিয়া দিউন, আপনাকে আর কত বিরক্ত করিব ?

শি। বাপু ! যখন শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়াছি তখন বিরক্ত হইলেও তোমাকে বুঝাইতেই হইবে, তুমি যে নিয়ম জানিতে ইচ্ছা কর বলিতেছি।

নিয়ম। দ্বী বর্তমানে দ্বী-কুলের যে মেয়েলোককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রথম তাহাকে পুরুষ গণ্য করিয়া দেখিবে যে,

সে তোমার জীকে বিবাহ করিতে পারে কি না ? দ্বিতীয়বার উহার বিপরীত করিবে, যদি উভয় মতেই বিবাহ হইতে না পারে তবে ঐ মেয়েলোককে বিবাহ করিতে পারিবে না । 'যদি এক-
 • রূপে বিবাহ হইতে পারে, দ্বিতীয় রূপে না পারে, তবে বিবাহ করিতে পারিবে । (স)

বা । যে রমণীর সহিত "জেনা" অর্থাৎ কুরুক্ষ করা যায় তৎপক্ষের কোন কোন মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম ?

শি । তাহার মাতা ও মাতার মাতা বত উর্দ্ধে হউক এবং কন্যা ও কন্যার কন্যা ও পুত্রের কন্যা বত নিম্নে হউক, বিবাহ করা হারাম । এই-
 রূপ যে কামিনীকে কামভাবে স্পর্শ করা যায় কি কামভাবে ভগ-
 মধ্যে দৃষ্টি করা হয়, তাহারও ঐ সম্পর্কিত মেয়েলোককে বিবাহ করা হারাম । (স, আ)

বা । যদি কোনও ব্যক্তি মৃত রমণীর ভগ-মধ্যে দৃষ্টি করে, তবে সেই রমণীর মাতাকে কি কন্যাকে বিবাহ করা যায় কি না ?

শি । না, হারাম লিখিয়াছে । (দো, আ, জা)

বা । কামভাবের লক্ষণ আছে কি না ?

শি । হাঁ আছে । যথা—মনে মনে কাম ভাবের রস বোধ হওয়া, মেয়েলোকের ও বৃদ্ধের লক্ষণ, লিঙ্গ জীবিত হওয়া, পুরুষের লক্ষণ । (স, আ)

বা । কি বয়সের মেয়েলোকের কাম-ভাব হয় ?

শি । নয় বৎসর বয়সের কস্তাগণ কাম-ভাব সম্পন্ন হইয়া থাকেন, ইহার কম বয়সে হইলে শরীতে উহা বর্জ্য নয় । (স, দো)

বা । জীর মৃত্যুর পর জীর ভগিনীকে কত দিন পরে বিবাহ করা যায় ?

শি । পরের দিবসই করা যায়, কিন্তু জীকে রাজাই কি বায়েন জালাক দিলে, তাহার মুকত অর্থাৎ নিরমিত কাল অতীত না হইলে বিবাহ করা যায় না । (স, আ)

- বা । নিয়মিত কাল কি বুঝিলাম না ?
- শি । কিছু পরে উহার বর্ণনা করা যাউবে ।
- বা । যদি কোন ব্যক্তি এক সঙ্গে দুই ভগিনীকে বিবাহ করে, তবে ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । না, কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ করিলে অগ্রের বিবাহ সিদ্ধ ও পরের বিবাহ অসিদ্ধ হইবে । (স, আ)
- বা । যদি অগ্র পশ্চাৎ স্মরণ না থাকে তবে কি হইবে ?
- শি । উভয় বিবাহ অসিদ্ধ হইবে । (স, আ)
- বা । কয় বিবাহ করার শরাতে আদেশ আছে ?
- শি । চারি বিবাহ করার আদেশ আছে, অর্থাৎ চারিটী বর্তমান থাকিতে আগ্র বিবাহ করিতে পারিবে না । (স, আ)
- বা । যদি করে তবে কি হইবে ?
- শি । পূর্বের চারি দ্বী বর্তমানে পরে বহু করিবে সকলই হারাম অর্থাৎ অসিদ্ধ হইবে । এইরূপ চারিটির একটী তালাক দিলে তাহার তালাকের নিয়মিত কাল অতীত না হইলে বিবাহ করা হারাম । (আ)
- বা । সধবাকে বিবাহ করা যায় কি না ?
- শি । না কিন্তু যদি তালাক দেয়, কি বিধবা হয়, তবে বিবাহ করার নিষেধ নাই । (আ)
- বা । স্ত্রীতে অর্থাৎ উপপত্তি দ্বারা গর্ভবতী হইলে ঐ গর্ভিনীকে অন্ত-ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে কি না ?
- শি । হাঁ, বিবাহ করিতে পারে কিন্তু প্রসব পর্যন্ত সঙ্গ করা নিষেধ অর্থাৎ হারাম । (স, দো, আ)
- বা । সঙ্গম ব্যতীত অন্ত কোন কাজ চলে কি না ?
- শি । কোলাকোলি করা, চুম্ব দেওয়া, কলিকা মর্দন করা, ঘসাঘসি করা সন্মুদয় হারাম । কিন্তু প্রসবের পর, সমস্তই চলিতে পারে । (আ)

- বা । যাহার দ্বারা আর-গর্ভ হয় সেই বাক্তি ঐ আর-গর্ভিনীকে বিবাহ করিতে পারে কি না ?
- শি । হাঁ পারে এবং বিবাহ করা মাত্র সহবাসও চলে । (আ)
- বা । গর্ভবতী মেয়েলোককে ভালাক দিলে কি উহার পতির মৃত্যু হইলে বিবাহ করা যায় কি না ?
- শি । ভালাকের বর্ণনা স্থলে উহার বর্ণনা করা যাইবে ।
- বা । ১০ কি ২০ দিনের অন্ত কিছু দিয়া চুক্তি করিয়া ঠিক বিবাহ করা যায় কি না ?
- শি । না, উহাকে আরবী ভাষায় “মোতা বলে” মোতা করা শরীতে হারাম লিখিয়াছে । এইরূপ কেবল সময়ের চুক্তি করিয়া বিবাহ করাও হারাম, উহাকে মওক্তাং বলে । (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার অলীর বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

- বা । অলী কি বুলিয়াম না ?
- শি । বিবাহ দেওয়ার অধিকারীকে বিবাহের অলী বলে ।
- বা । শরীতে বিবাহ দেওয়ার অধিকারী কে কে হইয়া থাকেন ?
- শি । ১ম, পুত্র, পুত্র অভাবে পৌত্রগণ বত নিয়ে হউক । ২য়, পিতা, পিতা অভাবে পিতার পিতা বত উদ্ধে হউক । ৩য়, সহোদর ভ্রাতা । ৪র্থ, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । ৫ম, সহোদর ভ্রাতার পুত্রগণ বত নিয়ে হউক । ৬ষ্ঠ, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রগণ বত নিয়ে হউক । ৭ম, পিতার সহোদর ভ্রাতা । ৮ম, পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । ৯ম, পিতার সহোদর ভ্রাতার পুত্রগণ বত নিয়ে হউক । ১০ম, পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রগণ বত নিয়ে হউক । ১১ম, পিতামহের সহোদর ভ্রাতা । ১২ম, পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । ১৩ম, পিতামহের সহোদর ভ্রাতার পুত্রগণ বত নিয়ে হউক । ১৪ম, পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রগণ বত নিয়ে হউক ।

ইহঁরাই প্রথম বিবাহ দেওয়ার স্বাধিকারী থাকেন। উহঁ-
দিগকে “আছাবা বলে।” (আ)

বা। যদি আছাবা মধ্যে কেহই বর্তমান না থাকেন তবে বিবাহ দেওয়ার
কর্তা কে হইবেন?

শি। মাতা হইবেন। (ন, দো)

বা। মাতা অভাবে বিবাহ দেওয়ার অলী কে হইবে?

শি। ১ম, পিতামহী। ২য়, কস্তা। ৩য়, পৌজী। ৪র্থ, দৌহিত্রী।
৫ম, পৌজীর কস্তা। ৬ষ্ঠ, দৌহিত্রীর কস্তা। ৭ম, মাতামহী।
৮ম, সহোদরা ভগিনী। ৯ম, বৈমাত্রেয় ভগিনী। ১০ম, বৈমাত্রেয়
সন্তানগণ। ১১শ, উহঁদের সন্তানগণ আপন ধারামুসারে ইহঁরাই
বিবাহ দেওয়ার স্বাধিকারী হইবেন। হে বালক! এই রীতি
তুমি সাবধানে মনে রাখিও। (দো)

বা। যদি উহঁরাও বর্তমান না থাকেন তবে বিবাহ দেওয়ার অলী কে
হইবেন?

শি। ইহঁদের অভাবে “জবেল আরহাম” বধা—

১ম, পিতার ভগিনী। ২য়, মাতুল। ৩য়, মাতার ভগিনী। ৪র্থ,
পিতার ভগিনীর কস্তা। ৫ম, মাতুলের সন্তান। ৬ষ্ঠ, মাতার
ভগিনীর সন্তান। ইহঁরা বিবাহ দেওয়ার কর্তা হইবেন। তৎ-
পরে ইহঁদের সন্তানেরা ঐ ধারামত বিবাহ দেওয়ার স্বাধিকারী
হইবেন।

বা। আছাব ও জবেল আরহামের বিবরণ স্থলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়
ইত্যাদি যে শব্দ শুনা প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার অর্থ কি?

শি। উহার অর্থ এই যে, ১ম, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর। ২য়, দ্বিতীয়
শ্রেণীর, ৩য়, তৃতীয় শ্রেণীর। এইরূপ সন্মুখ বৃদ্ধিবে। অতএব
১ম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বর্তমান। ২য় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিবাহ
দেওয়ার স্বাধিকারী হইতে পারিবেন না। এইরূপে ২য় শ্রেণীর
ব্যক্তিগণ বর্তমান থাকিলে ৩য় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিবাহ দেওয়ার

কর্তা হইবেন না। এই ধারা সমুদয় শ্রেণীর প্রতি খাটিবে। কিন্তু “অবেল আরহামের” নিকটবর্তী অলী দূরদেশে বা প্রবাসে গেলে যদি বিবাহ পাত্র তাঁহার আসা পর্যন্ত কি অল্পমতি হওয়া পর্যন্ত গোপন না করেন, তবে দুরবর্তীরাও বিবাহ দিতে পারিবেন। (আ)

বা। আপনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, বালগা অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে-লোকের বিবাহ দেওয়ার স্বাধিকারী পিতা কি অন্য কোন ব্যক্তি হইতে পারে না। এইক্ষণে বলিতেছেন যে মাতার বিবাহ দেওয়ার স্বাধিকারী তত্ত্ব সন্তান হইবেন, অতএব সন্তান অঙ্গিলেও কি মেয়েলোক নাবালগ থাকে ?

শি। (হাস্ত মুখে বলিলেন) বাপু হে! তোমার অভ্যুদ্বি একারণ বৃথিতে পার নাই, বল দেখি যদি কাহার মাতা পাগল হন, তবে তাঁহার বিবাহ দেওয়ার কর্তা কে হইবে ?

বা। (হাস্ত করিয়া বলিলেন) হাঁ বুঝিলাম, এখানে সন্তানগণই অবশ্য কর্তা হইবে, কেননা পাগলের কথায় বিশ্বাস নাই। (স, দো)

বা। কত বৎসরের বয়ঃক্রম হইলে “বালগ” অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় ?

শি। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে বালক বালিকার ১৫ পোনর বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই শরতে বালগ বলিয়া বলা যায়। (হে)

বা। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ কি ?

শি। প্রথম অঙ্গদোষ হওয়া, গর্ভ করা, এবং শুক্র অর্থাৎ আবেমনি নির্গত হওয়া এই তিনটি বালকের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ। দ্বিতীয় অঙ্গদোষ হওয়া, ঋতু হওয়া, গর্ভ হওয়া এই তিনটি বালিকার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু ধ্যান বৎসরের নূন বয়সের বালক অঙ্গদোষ হওয়া কি গর্ভ করা কি শুক্র নির্গত হওয়ার আশঙ্কি করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এইরূপ নয় বৎসরের নূন বয়স্ক বালিকা ঋতু কি অঙ্গদোষ কি গর্ভ হওয়ার

দাবি করিলে প্রাপ্ত বয়স্কা বলিয়া শরীতে পরিগণিত হইবে না। (আ)

বা। আপনি যে সকল ব্যক্তিগণকে বিবাহের জন্য বলিয়া বর্ণনা করিলেন উহারা যদি কেহই সংসারে না থাকেন, তবে বিবাহ দেওয়ার কর্তা কে হইবেন ?

শি। সেই দেশের রাজা। ২য়, তাঁহার কাজী। ৩য়, কাজী বাহাকে নিযুক্ত করেন। (আ, দো)

বা। অলী হইয়াও কোন কোন ব্যক্তি বিবাহ দিতে পারেন না ?

শি। প্রথম অলী যদি বয়ঃপ্রাপ্ত না হন। দ্বিতীয় যদি উন্মাদ হন। তৃতীয় যদি কাফের অর্থাৎ বিধর্ষি হন, তবে বিবাহ দেওয়ার কর্তা হইতে পারেন না। (আ)

বা। এক শ্রেণীর অলী যদি অনেক হন, যেমন একটা নাবালগা কস্তার দুইটা ভাই আছে, এম্বলে ঐ কস্তার বিবাহ দেওয়ার কর্তা কে হইবেন ?

শি। ঐ দুই জনার মধ্যে একজন বিবাহ দিলেই প্রোহ হইবে, দ্বিতীয়ের আপত্তি খাটিবে না। (আ)

বা। যদি দুই ভাই দুইজনের নিকট বিবাহ দেন তবে কি হইবে ?

শি। অগ্রে যিনি বিবাহ দিবেন তাঁহারই বিবাহ প্রোহ হইবে। পরে যিনি বিবাহ দিবেন তাঁহার বিবাহ দেওয়া অপ্রোহ হইবে। (আ)

বা। যদি একত্র দুই জন দুই জনের নিকট বিবাহ দেন তবে কি হইবে ?

শি। যদি বিবাহ দেওয়ার অগ্রে পশ্চাৎ জানা না যায় তবে উভয়েরই বিবাহ দেওয়া অপ্রোহ হইবে। যদি জানা যায় তবে পূর্ব নিয়ম খাটিবে। (আ)

বা। অপ্রাপ্ত বয়স্কা কস্তাকে তাহার কোনও অলী বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ ভগ্ন করা, কস্তার অধিকার আছে কি না ?

শি। হাঁ, কস্তা যে পস্তার প্রাপ্ত বয়স্কা হইবেন, ঐ পস্তারবিবাহ ভগ্ন

করার অধিকার আছে। কিন্তু সভা ভঙ্গ হইলে কিবা পিতা কি পতামহ বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার নাই।

বা। যদি পাত্রী মূৰ্খ হওয়া বশতঃ ভগ্ন করিতে না পারেন তবে কেন অধিকার থাকিবে না ?

শি। না এই সম্বন্ধে মূৰ্খতা দোষ শ্রুতে আছে হইবেন না। কেননা বিজ্ঞা শিক্ষা করা সকলের প্রতিই কর্তব্য। (আ)

বা। বঃপ্রাপ্তা মেয়েলোকের বিনা সম্মতিতে বিবাহ হইতে পারে কি না ?

শি। না। (স; আ)

বা। সম্মত হওয়ার লক্ষণ কি ?

শি। চূপ থাকি, তাস্ত করা ও রোদন করা এই তিনটী সম্মতির লক্ষণ। পতির নাম লওয়াও সম্মতির লক্ষণ লিখিয়াছে। যেমন কোন ব্যক্তি 'খ, নাম্নী কস্তাকে বলিলেন যে তোমাকে 'ক, নামক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিতেছি তুমি সম্মত আছ কি না ? ইহা শুনিয়া 'খ, নাম্নী মেয়েলোক সম্মত আছি না বলিয়া যদি চূপ থাকে কি হাস্য করে কি রোদন করে তবে ইহাতে সম্মতি বোঝা যায়। (স)

বা। কিরূপে রোদন করিলে সম্মতি বোঝা যায় ?

শি। চূপে চূপে রোদন করিলে সম্মতি বোঝা যায়। কিন্তু শব্দ করিয়া মরার কান্না কাঁদিলে অসম্মতি জানা যায়। (স আ)

বা। অলৌ বাতীত অস্ত কোন ব্যক্তি বিবাহ দেওয়ার কথা বলিলে যদি চূপ থাকে, কি তাস্ত করে কি রোদন করে, তবে তাহাতে কি সম্মতি সিদ্ধ হইবে ?

শি। না, এস্থলে স্পষ্টরূপ মুখে না বাললে সম্মতি সিদ্ধ হইবে না। (স)

বা। যদি পাত্র পাত্রী প্রাপ্ত বয়স্ক হন, আর বিবাহের সম্মতি লইয়া বিবাহ উপস্থিত হয়, তবে কি হইবে ?

শি। কোন কুথার বিবাদ উঠার এতটী উচ্চাচরণ নহে।

বা । যেখন 'ক, নামক পুরুষে 'খ, নামী রমণীকে বলিলেন আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, 'খ, নামী কস্তা বলিলেন কিরূপে ? 'ক, ব্যক্তি উত্তর করিলেন ভূমি কি বিবাহের কথা শুনিয়া চূপ ছিলে না ? তাহাতে সম্মত জানা গিয়াছে । 'খ, নামী রমণী বলিলেন হাঁ ছিলাম বটে, কিন্তু আমার বিবাহ বঙ্গার ইচ্ছা ছিলনা একারণ চূপ ছিলাম । এহলে কাহার কথা গ্রাহ্য হইবে ? এবং বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি । 'খ, নামী কস্তার কথা বিশ্বাস জনক হইবে । এবং বিবাহ অসিদ্ধ হইবে । (স, জা, কান, আ)

বা । 'ক, নামক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য জনকই নয় ?

শি । হাঁ যদি 'ক, নামক ব্যক্তি ঐ রমণীর সম্মতির বিষয় অস্ত্র কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে পারে তবে গ্রাহ্য হইবে এবং বিবাহ সিদ্ধ হইবে, নচেৎ না । (স, হে, কান)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার “কফু” অর্থাৎ তুল্য বংশের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । শ্রুতান্তে কি বংশের তার তম্য আছে ?

শি । হাঁ আছে । যেমন যদি কোন সৎবংশ জাতী বয়ঃপ্রাপ্তা যেয়ে-লোক অলীর বিনাতিপ্রায়ে নীচবংশোদ্ভব কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ বসে, তবে তাহার অলীর ঐ বিবাহ অসিদ্ধ করার ক্ষমতা আছে । (স, দো, কা)

বা । যদি কোন সৎবংশের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ কোন নীচ বংশ সজ্জতা রমণীকে বিবাহ করেন, তবে ঐ পুরুষের অলীর ঐ বিবাহ অসিদ্ধ করার ক্ষমতা আছে কি না ?

শি । না । বংশের তার তম্য কেবল পুরুষের হইয়া থাকে । (আ)

বা । এদেশের কোন কোন বিষয়ে বংশের উত্তমাদম জানা যায় ?

শি। মুসলমানী, স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং ব্যবসা এই চারিটা বিষয়ে
বংশের উত্তরাধিকার জানা যায়। (স)

বা। মুসলমান হওয়া ইহার অর্থ কি ?

শি। ইহার অর্থ এই যেমন 'ক', নামক এক ব্যক্তি তাহার পিতা কাকের
অর্থাৎ বিদ্বাতীর ধর্মাবলম্বী ছিল, আর 'খ', নামী এক রমণী
তাহার পিতা মুসলমান ছিল, এখানে 'ক', নামক ব্যক্তি 'খ', নামী
রমণীর ভুল্য বংশীয় হইবেন। এইরূপ তাহার কেবল পিতা মুসলমান
সে ব্যক্তি তাহার পিতা পিতামহ মুসলমান তাহার ভুল্য বংশোদ্ভূত
নয়। (স, হে, জা)

বা। যদি বহুকাল অতীত হয় এবং অনেক পুরুষ গত হইয়া থাকে
তবেও কি ঐ ধারা প্রচলিত থাকিলে ?

শি। না, কেবল পিতা পিতামহ পর্য্যন্ত ধর্মীয় হইবে। (হ)

বা। স্বাধীন শব্দের অর্থ কি ?

শি। মনে করিয়া দেখ ইহার অর্থ পূর্বে বলিয়াছি অর্থাৎ দাস, স্বাধীন
রমণীর ভুল্য বংশীয় নয়। (স, হে, জা)

বা। গোলাম অর্থাৎ দাসকে সন্ত ত্যাগ করিয়া দিলে সে কি স্বাধীন
হয় না ?

শি। হাঁ হয় বটে, কিন্তু সকল স্বাধীনের ভুল্য বংশীয় হইবে
না। (হে, জা)

বা। সে কেমন ?

শি। যেমন 'ক', নামক কোন ব্যক্তি 'খ', নামী ওস্তাদদাসীকে সন্ত ত্যাগ
করিয়া দিলেন এবং 'গ', নামক এক ব্যক্তি 'চ', নামক তাহার কোন
দাসকে সন্ত ত্যাগ করিলেন। এখানে 'খ', 'চ', অবস্থা ভুল্য বংশো
দ্ভূত হইবে কিন্তু তোমার আশ্রয় নয়। (স, হে, জা)

বা। সম্পত্তি হওয়া ইহার অর্থ কি ?

শি। যদি কোন ব্যক্তি মহর ময়াজ্জাল ও আসাচ্ছাদন দিতে অপারগ হন, তবে ঐ ব্যক্তি ফেরেশতার তুল্য বংশ হইলেও দীন হীন কাঙ্গালিনী মেয়েলোকের তুল্য বংশীয় হইবে না। খনী মেয়েলোকের ত কথাই নাই। (স, হে, জা)

বা। তবেত কাঙ্গাল হওয়া বড় দোষের কথা?

শি। ইহাতে সন্দেহ কি?

বা। যদি কেহ আসাচ্ছাদন দেওয়ার শক্তি রাখে কিন্তু মহর ময়াজ্জাল দেওয়ার শক্তি না রাখে, কিথ্য মহর দিতে পারে আসাচ্ছাদন দিতে না পারে, এমন ব্যক্তি কাঙ্গাল মেয়েলোকের তুল্য বংশীয় হইবে কি না?

শি। তাহাও না। কিন্তু উহাত দেওয়ার শক্তি হইলে বড় ধনাত্ম্য মেয়েলোকেরও তুল্য বংশীয় হইবে। (স, হে, জা)

বা। দিয়ানত হইয়া উহার অর্থ কি?

শি। সাম্মিক হওয়া এক উহার অর্থ, যেমন—ক নামক কোনও যুবক মদিয়া পান, পরনাবী হরণ প্রভৃতি অসৎ কর্ম্ম করেন, খ নামী কোনও যুবতীর পিতা নমাজ বোজা প্রভৃতি সৎকার্য্য করেন—এস্থলে ক নামক যুবক গ, নামী যুবতীর তুল্য বংশীয় হইবে না। (স, হে, জা)

বা। যাবদাতে তুল্য হওয়া কমন?

শি। যেমন—জোলা, কাকাম, কোরাছ, দাকাগ ইহারা আহার, বাজাঙ্গ, ছাব্বাকের তুল্য বংশীয় হইবে না। (স, হে, জা)

বা। জোলা শব্দটা ব্যতীত কোন একটা শব্দও বুঝিয়া না?

শি। বলিতেছি শ্রবণ কর। বাহারি শিরাদিতে অস্ত্র করিয়া রক্ত নির্গত করেন তাঁহাদিগকে হাক্কাম বলে। বাহারি আঙ্গিনাদি পরিষ্কার করেন তাঁহাদিগকে কোরাছ বলে। বাহারি চর্মে রঙ্গ করেন তাঁহাদিগকে দাকাগ বলে। বাহারি আহারাদি অগতি প্রব্য বিক্রয়

করেন তাঁহাদিগকে আভার বলে। বাঁচার বস্ত্র বিক্রয় করেন তাঁহাদিগকে বাজাজ বলে। বাঁচার মুদ্রা পরীক্ষা করেন তাঁহাদিগকে ছান্দ্রাক বলে। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার মহরের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। মহর কাণকে বলে ?

শি। বিবাহ স্বত্বে সঙ্গ-পরিবর্তে পতি বাহা দেন তাহাকে মহর বলে।
উহা বিবাহ কালে নিরূপণ হয়, এবং উহা দেওয়া ওয়াযেব। (আ)

বা। ঐ মহর মা দিলে কি হইবে ?

শি। ইহকালে ও পরকালে স্ত্রী থাকিতে হইবে। (স)

বা। মহরের পরিমাণ আছে কি না ?

শি। হাঁ দশ দেহেম্ কি উহার অধিক বত হয়। কিন্তু দশ দেহেমের নান হইলে ঐ দশ দেহেম দিতে হইবে। (স, আ)

বা। দশ দেহেম এ দেশে কত হইবে ?

শি। দুই তোলা সাত আনা রূপা হইবে।

বা। যদি কেহ বিবাহ সময় মহরের কথা উল্লেখ না করেন কিম্বা মহর না দেওয়া শর্তে বিবাহ করেন তবে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না ? যদি সিদ্ধ হয়, তবে মহর দিতে হইবে কি না ? যদি দিতে হয় তবে কি পরিমাণ দিতে হইবে ?

শি। হাঁ বিবাহ সিদ্ধ হইবে। যদি পতি সঙ্গম করিয়া থাকেন কিম্বা উভয় মধ্যে কেহ মৃত্যু হইয়া থাকেন তবে মহরের মেছেল দিতে হইবে। নচেৎ "মোতা" দিতে হইবে।

বা। মোতা কি বুঝিয়া না ?

শি। একখানা মাথা বাঁধা কপাল, একটা মোতা ও এক খানা চাপর এই তিনটিকে মোতা বলে। কিন্তু উহার মূল্য পাঁচ দেহেমের কম না হয় এবং মহরে মেছেলের অধিক না হয়। (স, কে)

বা। মহরে মেহেল কি ?

শি। পৈত্রিক বংশজাতা যে মেয়েলোক বয়স, সৌন্দর্য, সম্পত্তি, বুদ্ধি, ধর্ম্যাচরণ, সহব, ছাইবা এবং বাকারা এই দশগুণে তুল্য হইবেন তাঁহার যে মহর হইবে তাহাই পাইবেন ইহারই নাম মহরে মেহেল। (স)

বা। বাকেরা ও ছাইবা কাকাকে বলে ?

শি। যে রমণী পতি সঙ্গে সঙ্গম করেন নাই তাঁহাকে বাকেরা বলে। যিনি সঙ্গম করিয়াছেন তাঁহাকে ছাইবা বলে। (স)

বা। যদি পৈত্রিক বংশজাতা একগুণ মেয়েলোক না পাওয়া যায়, তবে কি হইবে ?

শি। লিখিত দশ গুণ বিশিষ্ট অল্প রমণীর যে মহর হইবে তাহাই পাইবে। (স, হে)

বা। পিতার কি মাতার ভগিনীর মহর গণ্য হইতে পারে কি না ও কি কি মহর হইতে পারে ?

শি। হাঁ পারে, যেমন গো, অখ, মেঘ, মহিব, ধাত্ত, বজ্র ইত্যাদি। কিন্তু কি বয়সের, কতমন, কি গুণের, কত হাত কি কাপড় ইত্যাদি বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করিতে হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ মহরের পরিবর্তে বিবাহ করেন যেমন 'ক', 'গ' এর ভগিনীকে 'গ', 'ক' এক ভগিনীকে, তবে এই বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে কি না ? যদি নিষিদ্ধ হয় তবে মহর দিতে হইবে কি না ?

শি। হাঁ বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে, এবং সঙ্গম করিয়া থাকিলে কিবা উভয় মধ্যে কেহ মৃত্যু হইলে মহরে মেহেল দিতে হইবে। নচেৎ মোতা। (স, হে)

বা। যদি কেহ বজ্র কি চতুঙ্গ অস্ত্র মহর দেওয়া পর্তে বিবাহ করেন কিম্বা কি বজ্র কি অস্ত্র কিছুই নির্ণয় না করেন, তবে কি মহর দিতে হইবে ?

শি। সঙ্গম করিয়া থাকিলে কি উভয় মধ্যে একজন লোকান্তর পাইলে মহরে মেহেল দিতে হইবে, নচেৎ মোতা। (আ)

বা । পূর্বে বলিয়াছেন যে যদি কেহ হুজী ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করে তবে অসিত হইবে, কিন্তু যদি কেহ ঐরূপ বিবাহ করে তবে তাহাদের মহর দিতে হইবে কি না ?

শি । না, কিন্তু যদি অগ্র পক্ষাৎ করিয়া থাকে তবে পূর্বের দীর মতই অবশ্য দিতে হইবে । (স, আ)

বা । কোনটি অগ্র করিয়াছে যদি অবগ না থাকে, তবে কি করিতে হইবে ?

শি । অর্ধেক মহর উভয়কে দিতে হইবে এবং উভয় হইতে পৃথক হইবে । (স, আ)

বা । গতির প্রতি কোন সময় সমুদয় মহর দেওয়া ওয়াইবে অর্থাৎ আবশ্যক হয় ?

শি । খেলওয়াতে সহিহা করিলে কি উভয় মধ্যে কেহ মৃত্যু হইলে সেই সময় সমুদয় মহর দেওয়া আবশ্যক হয় । (স, আ)

বা । বিবাহ কালে যে মহর নিরূপণ হয়, পরে উহা হইতে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায় কি না ?

শি । হাঁ দেওয়া যায় ।

বা । নিরূপিত মহরের কম দেওয়া যায় কি না ?

শি । হাঁ খেলওয়াতে সহিহার পূর্বে ভালুক দিলে অর্ধেক মহর দিতে হইবে, নচেৎ সমুদয় মহর গলায় পড়িবে । (স)

বা । যদি মেয়েলোক সমুদয় মহর কি তাহার কোন অংশ পুতিকে কম করেন, তবে তাহা শরীতে প্রোছ হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে । (আ)

বা । খেলওয়াতে সহিহা কাহাকে বলে ?

শি । যে নির্জ্ঞান স্থান একরূপ হয় যে, সঙ্গের কোন বাধা না আছে একরূপ স্থানে সম্প্রতি অর্থাৎ আপুত্রয় একত্র হওয়ার ক্ষেত্রে খেলওয়াতে সহিহা বলা হয় । (স, আ)

- বা । বাধা কয় প্রকার ?
- শি । শক্তি, শরী, বর্তান এই তিন প্রকার । (স, আ)
- বা । উহার প্রত্যেকের উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেউন ।
- শি । :ম পীড়িত থাকা বশতঃ এক্ষণে অপারগ হওয়া ইহারই নাম শক্তির বাধা । ২য় ব্রহ্মজ্ঞানের রোজা থাকা বশতঃ সহবাসের বাধা ইহা উহার নাম শরীর বাধা । ৩য় জীবিত হইতে কি নেফাস হইলে সে ব্রহ্মজ্ঞানের বাধা জন্ম উহার নাম বর্তানের বাধা । (স)
- বা । লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদিত, কামভাব রহিত, কি কেবল অণ্ডকোষ ছেদিত এই তিন জন বিবাহ করিলে কত মহর দিতে হইবে ?
- শি । খেলাওয়ারিতে সাংকটা কটয়া থাকিলে সমুদয় মহর দিতে হইবে । এইরূপ যদি কোন রমণীকে থাকেবা শর্ত বলিয়া বিবাহ করে পরে ছাইবা পাশ তবেও সমুদয় মহর দিতে হইবে । (স)
- বা । আপনে খেলাওয়ারিতে সহিহা এই অর্থ বলিয়াছেন যে, “যে নির্জন স্থানে সন্ধ্যা করায় কোনও বাধা না আছে এমন স্থানে স্ত্রীপুরুষ একত্র হওয়া” এইরূপ আপনার কথার আভাষে বোঝা যায় যে, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ কাটা, কামভাব রহিত, কি কেবল অণ্ডকোষ ছেদিত ব্যক্তিরও খেলাওয়ারিতে সহিহা হয় । ভাল বলুন দেখি ঐ সকল ব্যক্তি কি সন্ধ্যা করিতে পারে যে খেলাওয়ারিতে সহিহা হইবে ?
- শি । এক্ষণে অপারগ হওয়া মেয়েলোকের দোষ নয়, স্মরণ উচ্চাতে কোন দোষ ঘটিতে পারে না । এই নিয়ম রমজানের রোজা কারকের প্রতিও খাটিবে । (স)
- বা । মহর কয় প্রকার ?
- শি । দুই প্রকার যথা—ময়াজ্জল ও মওরাজ্জল । (স, আ)
- বা । উহা কিছুই বুঝিলাম না ?
- শি । পাত্রী চাওয়া মাত্র যাহা দেওয়া যায় তাহাকে ময়াজ্জল বলে । এবং বিবাহ বহুস্থিরতর থাকা পর্য্যন্ত যাহা ক্রমাগত পালিশ করা হয় তাহাকে মওরাজ্জল বলে । (আ)

- বা । উঃ কিছুই বুঝিলাম না ?
- শি । পাত্তী চাহিয়া মাত্র বাহা দেওয়া যায় তাঁহাকে মায়াজ্ঞান এবং বিবাহ স্বয়ং স্থিরতর থাকি পর্যন্ত বাহা ক্রমাগত পরিশোধ করা হয় তাহাকে মওয়াজ্ঞান বলে । (জা)
- বা । যদি কোন ব্যক্তি মহরম্মের অর্ধেক মায়াজ্ঞান ও বাকী অর্ধেক মওয়াজ্ঞান শর্তে বিবাহ করেন, তবে তাঁহার জ্ঞান মায়াজ্ঞানের সমুদয় না পাওয়া পর্যন্ত সঙ্গম করিতে না দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না ?
- শি । হাঁ আছে, এবং ইচ্ছা হইলে পতির বিনামুমতিতে কুটুম্ব বাড়ীতেও যাইতে পারেন, কিন্তু উহাদিলে স্বামীর বিনামুমতিতে ঘরের বাহিরেও পায়িত্তে পারিবেন না । (স)
- বা । যদি মায়াজ্ঞান কি মওয়াজ্ঞান কিছুই শর্ত না করেন, তবে সমুদয় মহরম্ম না পাওয়া পর্যন্ত জ্ঞান ঐ ক্ষমতা খাটিবে কি না ?
- শি । না । (জা)
- বা । জ্ঞানী পুরুষ মধ্যে মহরম্মের বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে কি হইবে
- শি । তোমার কথা কিছুই বোঝা যায় না, বল দেখি কোন কথার বিবাদ
- বা । যদি পতি বলেন যে, মহরম্ম দশ টাকা ছিল, জ্ঞানী বলেন, না আমার মহরম্ম কুড়ি টাকা ছিল, এস্থলে কাহার কথা বিশ্বাস যোগ্য হইবে ?
- শি । যিনি আপন কথার পোসকতার প্রমাণ দিতে পারিবেন, তাঁহারই কথা গ্রাহ্য হইবে । (স, জা)
- বা । যদি উভয়েই আপন আপন কথার প্রমাণ দেন, তবে কি হইবে ?
- শি । কাহারই কথা বিশ্বাস জনক হইবে না । মহরম্মে যেহেতু দিতে হইবে, এইরূপ যদি কেহই প্রমাণ দিতে না পারেন তবেও মহরম্মে যেহেতু দিতে হইবে । (স)
- বা । যদি পতি বলেন তোমাকে যে বিবাহ করিয়াছি, তাহাতে মহরম্মের কথাই ছিলনা, জ্ঞানী বলেন হাঁ ছিল, এবং কেহই আপন আপন কথার প্রমাণ দিতে না পারেন তবে কি হইবে ?

শি। ইহাতেও মহরে মেছেল দিতে হইবে। এইরূপ উভয়ে প্রমাণ দিলেও মহরে মেছেল দিতে হইবে। (স)

বা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ নাবালগার মহর কে লইবেন?

শি। তাঁহার বিবাহ দেওয়ার কর্তা অর্থাৎ আলী লইবেন। কিন্তু নাগালগার প্রাসাচ্ছাদনের অর্থাৎ নান্ন নফকার দাবি পতির প্রতি করিতে পারিবেন না। (স, দো)

বা। তবে কোন্ সময় প্রাসাচ্ছাদনের দাবি করিতে পারিবেন?

শি। জী যে সময় সহবাস যোগ্য হইবেন, সেই অবধি পতির নিকট দাবি করিতে পারিবেন। (স, দো)

বা। যদি পতি অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ নাবালগ হন, অথবা জী মহরের কারণ সহবাস করিতে না দেন, তবেও কি পতির প্রাসাচ্ছাদন দিতে হইবে?

শি। হাঁ দিতে হইবে, কেননা ইনি ত প্রস্তুতই আছেন। (আ)

বা। ভবিষ্যতে মহরের টাকা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কায় কোন নিদর্শন পত্র লেখা কর্তব্য কি না?

শি। হাঁ অপ্রাপ্ত কর্তব্য, ঐ নিদর্শন পত্রকে লোকে কাবিন বলে (আহা)

কাবিন।

“পরম পবিত্রা সচ্চরিত্রা হুয় জাহান বিবী দোখ্তরে শুলতান
মাহমুদ সাহেব, নিবাস জাহাঁগীর নগর বরাবরেষু।
লিখিতঃ শাহজাহান, গিছরে আলম জাহান, নিবাস মোগল টোলা,
পরগণে হাজারীবাগ, স্টেশন বাহাদুর পুর, ডিষ্ট্রীক বাখরগঞ্জ;
কাবিন নামা পত্র মিৎ কার্য্যকাগে, আমি স্বীয়ভাবে বুদ্ধিতে, শূন্য
শরীরে, হাজিরান মজলিসে, মুসলমানী শরামতে, উক্ত সাকিনের
শুফি বাহাদুর আলী ও শুফি হযরত আলী হুইজন সাকীর সাক্য-
তায় উক্ত সাকিনের সেখ সফি উল্লা আপনার পক্ষের উকীল
নিযুক্ত হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ হওয়ার মং ২০০০ হুই হাজার

টাকা কম্পানি সিন্ডিকেট মহর নিধায়া করিয়া প্রণালিত উকীলের ইজাব অর্থাৎ উক্তি ক্রমে কবুল অর্থাৎ স্বীকার করিয়া আপনাকে বিবাহ করিলাম । নিরূপিত মহরের অর্দ্ধ ময়াজ্জাল অর্থাৎ নগদ দেওয়া, বাকী অর্দ্ধ ময়াজ্জাল অর্থাৎ বিবাহ স্থিরতর থাকে পর্যন্ত ক্রমে পরিশোধ করা, তাহাতে ময়াজ্জালের ১০০০ এক হাজার টাকা নগদ দিতে না পারিয়া তৎপরিবর্তে আমার নিজ কৃত দৌলতপুর ভালুকের তের আনা, রামপুর ভালুকের বার আনা, যেচ্ছা ক্রমে লিখিয়া দিলাম । আপনে ওয়ারিসান ক্রমে উক্ত ভালুকষয়ের দান বিক্রীর স্বত্বাধিকারিণী হইয়া ভোগ ভোগক্ষম করিতে থাকুন । কখনও আমি কি আমার ওয়ারিসান দাবি দাওয়া করিলে তাহা না মঞ্জুর । এতদর্থে কাবিন পত্র লিখিয়া দিলাম । ইতি সন ১৩০২ সাল তাং ২১শে শোব ।

নিং খোদ ।

ইগাদি ।

ইসাদি ।

সুখি কয়েজুদ্দীন । হাজি মহি উদ্দীন মির মতি উল্লা ।

নিং মতিপুর । নিং আজিম নগর । নিং এসলামপুর ।

পং হাসানা বাদ । পং বিয়ভৌম । পং কাফি পুর ।

বা । খুদরালয়ে আজীবন কি কিছু কালের জন্ত বাস করা, এইরূপ কোন শর্ত লেখা যায় কি না ?

শি । হাঁ শরার অন্তর্থা ব্যতীত বে শর্তই লিখিবে সিদ্ধ হইবে । (স)

বা । বিবাহ সম্বন্ধে অতিরিক্ত আয়ও কয়েকটা কথা জানিতে ইচ্ছা করি ।

শি । কি কথা বল ?

বা । বিবাহে রাগ, রক্ত, নাচ, বাজ প্রভৃতি করা যায় কি না ?

শি । না, শরাতে হারাম লিখিয়াছে । (হে)

বা । ঘোড়াতে কি পালকিতে কি দস্তার উপর আরোহণ করিয়া বিবাহ করিতে, বাওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ যদি পাজীর বাড়ী দূরবর্তী হয় তবে যাওয়া যায়। কিন্তু বাজি বন্দুক নিষেধ, এ বিষয় মৌলানা শাহ আরতুল আজিজ সাহেব আপন এছে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

বা। তবে যে কেহ কেহ পালকি, ঘোড়া নিষেধ করিয়া থাকেন ?

শি। তাঁহাদের কথা এছ যোগ্য নয়, নিষেধের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না।

বা। বিবাহের দিবস পাজীর বাড়ী পাত্রের সঙ্গী লোকেরা বিবাহ হওয়ার পূর্বে আহ্বান করিতে পারেন কি না ?

শি। হাঁ নিঃসন্দেহ পারেন, বরং দাওত করিলে যোক্ত। (শরেমোন)

বা। শুনিয়াছি উহা নাকি নিষেধ ?

শি। না, বাঁহারা নিষেধ বলেন তাঁহাদের ভ্রম বলিতে হইবে।

বা। এ দেশে পাজীর মাতা পিতা কি অল্প কোম কুটুমগণ পণ বলিয়া বাহা কিছু লন, উহা লওয়া যায় কি না ?

শি। না। উহা দেওয়াও বিধি নয়। এমন কি যদি লইয়া থাকেন তবে তাহা ফেরত দিবেন। (আ)

বা। বোধ করি এখন উচিত কথা বলিলে বিরক্ত হইবেন ?

শি। কি উচিত কথা বল।

বা। শুনিয়াছি আপনে কতগুলি টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়াছেন ?

শি। তাঁ, টাকা দিয়াছি বটে, কিন্তু পণ বলিয়া দেই নাই।

বা। কি বলিয়া দিয়াছেন ?

শি। খণ্ডর হীনাবস্থায় থাকা বিধায় “ফি সবিলেজ্জা, অর্থাৎ ধর্মপথে দান করিয়াছি।

বা। বিবাহ না করিলে তাঁহাকে কত টাকা দান করিতেন ?

শি। (নত শির হইয়া বলিলেন) দুই টাকা বা চারি টাকা।

বা। আমার বিবেচনার কেবল চারি টাকা ধর্ম পথে দান হইয়াছে, বাক্তি সম্বন্ধের টাকা পরকালে এসু্যাক অর্থাৎ অপব্যয়ে পরিসংগিত হইবে।

শি। (লক্ষিত হইয়া বলিলেন,) হাঁ বাপু, বাহা বলিলে যথার্থ ।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার জ্ঞীদের প্রতি ব্যবহারের
বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা। একাধিক জ্ঞী হইলে পতি কিরূপে ব্যবহার করিবেন ?

শি। ভরণ, পোষণ ও রাত্রিবাস করা এই তিন বিষয়ে জ্ঞীদের প্রতি তুল্য
ভাগ করিতে হইবে। (আ, জ)

বা। সঙ্গম করাও তুল্য মত উচিত কি না ?

শি। না, কেননা মনে বাহাকে ভাল বাসে তাহারই সঙ্গে কৃতি হয়, এবং
মনের প্রতি কাহারও ক্ষমতা থাকে না। (আ)

বা। যুবতী ও বৃদ্ধা বিবেচনায় তারতম্য করা যায় কি না ?

শি। না। এইরূপ বাকেরা ও ছাইবাতেও কোনরূপ কম বেশ করিতে
পারিবে না। এই তুল্য ভাগ করা ওয়াজেব। (স)

বা। কোন সময় তুল্য ভাগ করিতে হয় না ?

শি। পতি প্রবাসে বাইবার সময় যে জ্ঞীকে ইচ্ছা হয় সঙ্গে লইবেন
তাহাতে দ্বিতীয়র আপত্তি থাকিবে না। (আ)

বা। যদি কেহ আপনার ভাগ সতিনীকে দান করেন, তবে তাহা শরতে
সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে, কিন্তু উহা পুনর্বার কিরাইয়াও লওয়া যায়। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার দুগ্ধ পানের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা। দুগ্ধ পান কিরূপ, ভাল রূপ বুঝিলাম না ?

শি। শরতে লিখিত আছে আড়াই বৎসরের বয়স্কম মধ্যে কোন রমণীর
দুগ্ধ পান করিলে সেই রমণীর সঙ্গে সখ্য হইয়া থাকে। আরবী
ভাষায় ঐ দুগ্ধ পানকে রাজারাজ্য বলে। (স, আ)

বা। সেই রমণীর সঙ্গে কি সখ্য হয় ?

শি । যিনি হৃদ্ধ দেন তিনি হৃদ্ধ মাতা হন, তাঁহার পতি হৃদ্ধ পিতা হন, যিনি পান করেন তিনি হৃদ্ধ সন্তান হন । আগৌ মাতৃ ও পিতৃ বংশোদ্ভব যে সকল মেয়েলোককে বিবাহ করা শরতে নিষেধ লিখিয়াছে, হৃদ্ধ মাতা পিতার বংশসম্মত সেই সকল রমণীকেও বিবাহ করা নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে । মনে করিয়া দেখ পূর্বে উহার বর্ণনা করিয়াছি কিন্তু হৃদ্ধ, ভাই ভগিনীর মাতাকে ও হৃদ্ধ ভাই ভগিনীর হৃদ্ধ মাতাকে ও সহোদর ভাই ভগিনীর হৃদ্ধ মাতাকে বিবাহ করার নিষেধ নাই । (স, হে)

বা । (কিছু কাল চূপ থাকিয়া বলিল) আপনি শেষে যে তিনটি কথা বলিলেন উহার কিছুই বুঝিলাম না । উহার প্রত্যেকের উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেউন ।

শি । (হাস্য মুখে বলিলেন) বাপু হে ! তোমার জড় বুদ্ধি একারণ বুঝিতে পার নাই । বলিতেছি যথা —

১ । হৃদ্ধ ভাই ভগিনীর মাতাকে । ইহার অর্থ এই যেমন 'ক', 'গ', নামক দুই ব্যক্তি ঋনাত্মী রমণীর হৃদ্ধপান করিয়াছে, এস্থলে উহারা উভয়ে হৃদ্ধ ভাই, কিন্তু 'ক', নামক ব্যক্তি ছ, নাত্মী রমণীর গর্ভে জন্মে এবং 'গ', নামক ব্যক্তি 'ঝ', নাত্মী রমণীর গর্ভ জাত, এস্থলে 'ক', নামক ব্যক্তি 'ঝ', নাত্মী যুবতীকে ও 'গ', নামক ব্যক্তি 'ছ', নাত্মী রমণীকে বিবাহ করিলে শরার অত্যাচার হইবে না । (স, হে)

২ । সহোদর ও হৃদ্ধ ভাই ভগিনীর মাতাকে । ইহার অর্থ এই যেমন 'চ', 'জ', দুইজন 'ঝ', নাত্মী রমণীর হৃদ্ধ পান করিয়া ছিলেন একারণ উহারা উভয়ে হৃদ্ধ ভাই, পরে 'চ', নামক ব্যক্তি 'ছ', নাত্মী কোন মেয়েলোকের হৃদ্ধপান করেন ; এস্থলে 'জ', নামক ব্যক্তি 'ছ', নাত্মী রমণীকে বিবাহ করিতে নিষেধ নাই । (স, হে)

৩ । সহোদর ভাই ভগিনীর হৃদ্ধ মাতাকে । ইহার অর্থ এই যেমন ট, ঠ, দুইজন সহোদর ভ্রাতা, কিন্তু ট, নামক ব্যক্তি 'চ', নাত্মী কোন রমণীর হৃদ্ধ পান করিয়াছিলেন, এস্থলে 'ঠ', নামক ব্যক্তি

ঢ, নান্নী ব্রহ্মীকে বিবাহ করিলে শর্য্য। ব্যবস্থার অত্যা হইবে না । এইরূপ সহোদর ভ্রাতার দুগ্ধ ভগিনীকে, দুগ্ধ ভ্রাতার দুগ্ধ ভগিনীকে ও দুগ্ধ ভ্রাতার সহোদর ভগিনীকে বিবাহ করায় নিষেধ নাই । দুগ্ধ পুত্রের ভগিনীকেও দুগ্ধ পুত্রের দুগ্ধ ভগিনীকেও ঔরসজাত পুত্রের দুগ্ধভ্রাতার ভগিনীকে বিবাহ করায় নিষেধনাই । দুগ্ধ পুত্রের মাতার মাতা কি পিতার মাতাকে ও দুগ্ধ পুত্রের দুগ্ধ ভ্রাতার মাতার মাতা কি পিতার মাতাকে ও ঔরসজাত পুত্রের দুগ্ধ ভ্রাতার মাতার মাতা কি পিতার মাতাকে বিবাহ করা নিষেধ নাই । (স, হে)

বা । কতদিন দুগ্ধ পান করিলে রাজ্যারাৎ অর্থাৎ দুগ্ধ পান গণ্য হইবে ?
শি । এক চুষণ পান করিলেই রাজ্যারাৎ গণ্য হইবে, অধিকেরত কথাই নাই । কিন্তু আড়াই বৎসরের অধিক বয়সে দুগ্ধ পান করিলে দুগ্ধ পান গণ্য হইবে না এবং কোনও সম্বন্ধ হইবে না । এইরূপ পতি আড়াই বৎসরের অধিক বয়সে কোন গতিকে স্ত্রীর ভাষ্যার অর্থাৎ স্ত্রীর দুগ্ধ পান করিলেও কোন দোষ ঘটিবে না । (স, আ)

বা । স্ত্রীর দুগ্ধ কি পান করা যায় ?
শি । না, কিন্তু কোন গতিকে মুখেগেলে যদি অমনি টপ করিয়া গিলিয়া ফেলে, তবে তাহাতে কোন অপরাধ হইবে না । (স, আ)

বা । আপনি এরূপ অসঙ্গত কথা বলেন কেন-? স্ত্রীর দুগ্ধ কি মুখে যাইতে পারে ?

শি । (হাস্ত করিয়া বলিলেন) যাইতে পারে কি না বিবাহ করিলেই টের পাইবে ।

বা । যদি কেহ মেয়েলোকের দুগ্ধ জলেতে কি ঔষধে কি ছাগ-দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সন্তানকে পান করান, তবে “রাজ্যারাৎ” গণ্য হইবে না ?

শি । এস্থলে দেখিতে হইবে দুগ্ধ অধিক কি জল অধিক, যদি মেয়েলোকের দুগ্ধ অধিক হয়, তবে দুগ্ধ পান গণ্য হইবে । নচেৎ কিছুই হইবে না । এই নিয়ম ঔষধে ও ছাগ দুগ্ধেও খাটিবে ।

বা। বাকেরা মেয়েলোকের কি স্ত্রী। মেয়েলোকের দুধ পান করিলে দুধ পান বলিয়া গণ্য হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে (ন, আ)

বা। যদি কোন মেয়েলোক কোন স্ত্রীমানের নালিকার মধ্যে দুধ দেন তবেও কি দুধ পান গণ্য হইবে ?

শি। হাঁ হইবে। নালিকায় ঢালিয়া দিলে কি উদরে যায় না। কিন্তু যদি কোন পুরুষের দুধ হয়, এবং উহা স্ত্রীমানকে পান করায় তবে দুধ পান গণ্য হইবে না।

বা। গতকল্য পিতা আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও কোন একজন মেয়েলোক অস্ত্র একজন মেয়েলোকে দুধ দেওয়ায় উভয়ে তাহাদের পতির অস্ত্র হারাম হয় ?

শি। (হাস্ত মুখে) তাঁহার নিকট আমার সেলাম বলিয়া, বলিও যে, আড়াই বৎসরের নূন বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীতনিকে দুধ দিলে, উভয়ে তাহাদের পতির অস্ত্র হারাম হইবে। (স)

বা। কেন হারাম হইবে ?

শি। উহাদের একজন দুধ মাতা দ্বিতীয় দুধ কস্তা হইবেন, এবং মাতা ও কস্তাকে বিবাহ করা শরীতে হারাম লিখিয়াছে। (স)

বা। " একটা ছেড়ে দিলেই হয় ?

শি। ছেড়ে দিলে কি সম্বন্ধ সুচিয়া যায় ?

বা। " দুধ পিতার ভগিনীকে বিবাহ করা যায় কি না ?

শি। না। এইরূপ যে বালক দুধ পান করে তাহার স্ত্রী ও কস্তাগণকে দুধ পিতা বিবাহ করিতে পারিবেন না। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি আড়াই বৎসরের নূন বয়ঃপ্রাপ্ত কস্তাকে বিবাহ করেন এবং ঐ কস্তাকে তাঁহার মাতা, কি ভগিনী, কি কস্তা দুধ দেন, তবে কি হইবে ?

শি। হারাম হইয়া বাইবে, অর্থাৎ বিবাহ ভঙ্গ হইবে। (কা)

(লেখক বলেন, আমি নাটোর জকলে এইরূপ অনেক দেখিয়াছি,

উহার ছয়মাসের সম্ভানকেও বিবাহ দিয়া থাকে, কেবল গর্ভস্থ সম্ভানকেই বিবাহ দেয় না ।)

বা । কেবল মেয়েলোকে হৃদয় পানের সাক্ষী দিলে শরাত্তে গ্রাহ্য হইবে কি না ?

শি । না । দুইজন পুরুষে কি একজন পুরুষ আর দুইজন মেয়েলোকে বলিলে গ্রাহ্য হইবে । (কান, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার তালাকের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । তালাক ক্যাহাকে বলে ?

শি । কোন নিরুপিত কথা দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ করাকে তালাক বলে (আ)

বা । তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বী পুরুষ উভয়েরই আছে কি না ?

শি । না । কেবল পুরুষের আছে । (স, হে, আ)

বা । কোন কোন ব্যক্তি তালাক দিলে গ্রাহ্য হইবে ?

শি । বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ বালগ, ইহাদের তালাক শরাত্তে গ্রাহ্য হইবে । অপ্রাপ্ত বয়স্ক, উন্মাদ, নির্কোষ এই কয়েকজনের তালাক শরাত্তে গ্রাহ্য হইবে না । এইরূপ নিষিদ্ধাবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হইবে না । (স, হে, আ)

বা । কোন প্রকারে নেশা খাইয়া অচেতন হইয়া তালাকদিলে তালাক হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে । এইরূপ ঋতুবর্তীকে তালাক দিলেও তালাক হইবে । (স, হে, আ)

বা । ইহার কারণ কি ? অচেতন হইলে কি নির্কোষ হয় না ?

শি । উহার কারণ এই, নেশা পান অথবা আহার করা শরাত্তে হারাম লিখিয়াছে, অতএব এই ভয়ে যেন কেহ নেশা পান না করে এক্ষণ তালাক হইবে । হে বালক ! যদি কেহ হাসিতে হাসিতে কি কোঁতুক করিতে করিতে তালাক দেয় তবেও তালাক হইবে ।

- বা। আপনি বলিলেন কথা দ্বারা তালাক দিতে হয়, তবে বোবা কিরূপে তালাক দিবে?
- শি। যেক্রমে বিবাহ করিয়াছিল সেইক্রমে তালাক দিবে। মনে করিয়া দেখ উঃ। বিবাহের স্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে। (স, হে, আ)
- বা। তালাক কয় প্রকার?
- শি। দুইপ্রকার যথা—তালাকে ছরিহ ও তালাকে কেনায়া, উহা প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার যথা—রাজাই, বায়েন, ছালাহ। (আ, হে)
- বা। ছরিহ ও কেনায়া কাহাকে বলে বুঝিলাম না?
- শি। স্পষ্টরূপ তালাকের শব্দ বলিয়া বিবাহভঙ্গ করাকে তালাকে ছরিহ বলে। কেনায়া পরে বলিতেছি। (স, হে, আ)
- শি। যেক্রম তালাক দিলে তালাকের নিয়মিত কাল মধ্যে পুনর্ব্যায় বিনা বিবাহে ঐ রমণীকে আনা যায়, তাহাকে তালাকে “রাজাই” বলে। যেক্রম তালাক দিলে ঐ ক্ষমতা রহিত হয়, কিন্তু নিয়মিত কাল মধ্যে কি পূরে বিবাহ করা যায়, তাহাকে তালাকে “বায়েন” বলে। যেক্রম তালাক দিলে উহাও পারে না তাহাকে তালাকে “ছালাহ” বলে, অর্থাৎ তিন তালাক, উহার বিবরণ বিস্তার করিয়া পরে বলিতেছি। (স, হে)
- বা। যদি কেহ জ্বীকে বলেন, তোমাকে তালাক দিলাম, তবে ইচ্ছাতে কোন তালাক হইবে?
- শি। রাজাই তালাক হইবে। এইরূপ যদি বলেন, এক তালাক দিলাম কি দুই তালাক দিলাম তবেও রাজাই তালাক হইবে। (স, হে)
- বা। যদি কেবল তালাকের কথা মুখে বলে, কিন্তু কিছুই মনন না করে কি এক কি দুই তালাকের মনন করে, তবে কোন তালাক হইবে?
- শি। এক তালাক রাজাই হইবে, তাহার মনন শরতে প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু তিন তালাকের মনন করিয়া থাকিলে তিন তালাক হইবে। এইরূপ যদি তিন তালাক দিলাম স্পষ্ট বলেন, কিন্তু

মনে মনে এক তালাক কি দুই তালাকের মনন করেন, তবেও তিন তালাক হইবে । মনন করা সিদ্ধ হইবে না । (দো, আ)

বা । যদি কেহ ভার্য্যাকে বলে, তোমার সমুদয় শরীর কি মস্তক কি গলা কি প্রাণ কি মুখ কি ভগ্ন স্থানকে তালাক দিলাম, তবে কয় তালাক হইবে ?

শি । এক তালাক রাজাই হইবে । এইরূপ স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধেক কি তৃতীয়াংশ তালাক দিলেও এক তালাক রাজাই হইবে । (স, হে)

বা । যদি কেহ এক তালাকের অর্দ্ধেক কি তৃতীয়াংশ তালাক দেন, তবে কি হইবে ?

শি । এক তালাক হইবে । এইরূপ যদি কেহ স্বীয় ভার্য্যাকে এক তালাক হইতে দুই তালাক পর্য্যন্ত কি এক তালাকের মধ্যে দুই তালাকাবধি তালাক দেয়, তবেও এক তালাক হইবে । (স, হে)

বা । যদি কেহ স্বীয় কেবল হাত পা খানি তালাক দেন, তবে তালাক হইবে কি না ?

শি । না । এইরূপ পৃষ্ঠ, উদর, চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা তালাক দিলেও তালাক হইবে না । (স, হে)

বা । যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন কল্য তোমার প্রতি তালাক, তবে তালাক হইবে কি না ?

শি । হাঁ, কল্যাণাতঃকালে হওয়াযাত্র তালাক হইবে, কিন্তু কোন সময় নিরুপণ করিয়া তালাক দিলে সেই নিরুপিত সময়ে তালাক হইবে (স)

বা । যদি কোনও ব্যক্তি কোনও মেয়েলোককে বলেন "তোমাকে বিবাহ করার অগ্রে তোমার প্রতি তালাক" পরে ঐ রমণীকে বিবাহ করিলে তালাক হইবে কি না ?

শি । না । কারণ স্ত্রী না হইলে তালাক হইতে পারে না । (স, দো)

বা । যদি কেহ ভিন্ন মেয়েলোককে বলেন যে, যে দিন তোমাকে বিবাহ করি সেই দিন তোমার প্রতি তালাক, পরে ঐ রমণীকে বিবাহ করিলে তালাক হইবে কি না ?

শি। হাঁ, তালাক হইবে। (আ)

বা। পূর্বে বলিলেন জী না হইলে তালাক হইতে পারে না, আবার এখানে বলেন তালাক হইবে, এখানে তালাক দেওয়া কালে কি উহার জী ছিল ?

শি। জী ছিলনা বটে, কিন্তু জী হওয়ার পরে তালাক হইবে, এমত বলিয়াছে এই জন্ত তালাক হইবে। কিন্তু যদি কেহ জীকে বলেন তোমার প্রতি তালাক কি না ? কিম্বা তোমার আমার মরণের সহিত তালাক। কি তোমা হইতে আমি তালাক। এই সকল কথায় তালাক হইবে না। (আ)

বা। যদি কেহ “তোমার প্রতি তালাক” ইহা শ্রী ভাষ্যাকে বলিয়া অঙ্গুলি দেখায় তবে উহাতে তালাক হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে, কিন্তু উহার মধ্যে বিভিন্ন আছে। (স)

বা। কি বিভিন্ন ?

শি। যদি অঙ্গুলির উদরের দিক দেখাইয়া থাকেন, তবে যতগুলি অঙ্গুলি ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে তত তালাক হইবে, আর যদি অঙ্গুলির পৃষ্ঠ দেখাইয়া থাকেন, তবে যতগুলি অঙ্গুলি মিলিত থাকিবে তত তালাক হইবে। (স)

বা। চারি পাঁচ অঙ্গুলি দেখাইলে কয় তালাক হইবে ?

শি। তাহাতেও তিন তালাক হইবে। (স)

বা। আপনি এই মাত্র বলিলেন, যত অঙ্গুলি তত তালাক আবার বলেন চারি পাঁচ অঙ্গুলিতে তিন তালাক, ইহার কারণ কি ?

শি। তিন তালাকের অধিক তালাক হয় না, একারণ লক্ষ তালাক দিলেও তিন তালাক হইবে। (স, আ)

বা। যদি কেহ জীকে বলেন তোমার প্রতি “তালাকে বায়েন” কি শক্ত তালাক, কি মন্দ তালাক, কি শয়তানের তালাক, কি ঘর ভরা তালাক, কি দীর্ঘ তালাক, কি প্রস্থ তালাক, তবে তালাক হইবে কি না ?

- শি । হাঁ, এক তালাক বায়েন হইবে, কিন্তু তিন তালাকের মনন করিয়া থাকিলে তিন তালাক হইবে । (স)
- বা । এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল কিন্তু কাহারই সঙ্গে সহবাস করেন নাই, এস্থলে যদি ঐ ব্যক্তি বলে “আমার স্ত্রী তালাক, আমার স্ত্রী তালাক,” তবে কি হইবে ?
- শি । উভয় স্ত্রীর প্রতি তালাকে বায়েন হইবে । (আ)
- বা । এক জনের দুই স্ত্রী ছিল একজনের নাম ‘ক’, দ্বিতীয়র নাম ‘খ’, ঐ ব্যক্তি ‘ক’ বলিয়া ডাক দিলেন, কিন্তু ‘খ’ নামী স্ত্রী উত্তর করিল, তাহাতে তিনি বলিলেন, তোমাকে তিন তালাক দিলাম । এস্থলে কোন স্ত্রীর প্রতি তালাক হইবে ?
- শি । যিনি উত্তর দিয়াছেন তাহার প্রতি তালাক হইবে । (আ)
- বা । কিন্তু তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ‘ক’এর প্রতি ছিল ?
- শি । পরে যদি বলেন যে আমি যাহাকে, ডাক দিয়াছি তাহার প্রতি তালাকের ইচ্ছা ছিল, তবে অবশ্য গ্রাহ্য হইবে । (আ)
- বা । যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন যে শরতানের গায়ে বত লোম তোর প্রতি তত্ত তালাক, তবে কয় তালাক হইবে ?
- শি । এক তালাক হইবে । (আ)
- বা । যদি কেহ রাগান্বিত হইয়া স্ত্রীকে বলে তোমাকে তালাক দেওয়া হইয়াছে তুমি বাড়ী হইতে বাহির হও, এস্থলে কয় তালাক হইবে ?
- শি । তিন তালাক হইবে । এইরূপ যদি বলেন, তোমাকে তিন তালাক দেওয়া হইয়াছে, তবে ইহাতেও তিন তালাক হইবে । এইরূপ যে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা গিয়াছে যদি তাহাকে তিনবার বলেন “তোমাকে তালাক দিলাম” তবে উহাতেও তিন তালাক হইবে, কিন্তু সঙ্গম করিয়া না থাকিলে এক তালাক বায়েন হইবে । (আ)
- বা । যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হয় নাই যদি তাহাকে বলেন “তোমাকে তিন তালাক দিলাম” তবে কয় তালাক হইবে ?

- শি । তিন তালাক হইবে । এইরূপ যে জ্বীর সঙ্গে সঙ্গম করা গিয়াছে তাহাকে বলিলেও তিন তালাক হইবে । (আ)
- বা । যদি জ্বী পুরুষে বিবাদ হয় কিবা জ্বী ঘর হইতে বাহিরে বাইতে চায়, তাহাতে তাহার পতি বলেন, “বাও তিন তালাক নাথে নিয়ে যাও” তবে কয় তালাক হইবে ?
- শি । তিন তালাক হইবে । (আ)
- বা । ঋতুকাল মধ্যে তালাক দিলে তালাক হইবে কি না ?
- শি । হাঁ হইবে । এইরূপ বলপূর্বক তালাক দেওয়াইলেও তালাক হইবে । (আ)
- বা । যদি কেহ আরবী ভাষায় বলে “আন্তে তালেকোন” আর উহার অর্থ না বোঝে, তবে তালাক হইবে কি না ?
- শি । হাঁ হইবে । (আ)
- বা । গাঁজা, ভান্স কি ঘোড়ার হুঙ্ক খাইয়া অচেতন হইয়া তালাক দিলে তালাক হইবে কি না ?
- শি । উহার উত্তর পূর্বে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, হইবে । (আ)
- বা । যদি কেহ বলেন, “আমি যে জ্বীকে বিবাহ করি সে আর আমার জ্বীর প্রতি তালাক” এম্বলে উহার যে জ্বী বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার প্রতি তালাক হইবে কি না ?
- শি । হাঁ হইবে । (আ)
- বা । তালাক দেওয়ার কোন নিয়ম আছে কি না ?
- শি । হাঁ আছে । উহা তিন প্রকার যথা—আহসান, হানান, বেদরী ।
- বা । উহার কিছুই বুঝিলাম না ?
- শি । ১ । যে তোহরে জ্বীর সঙ্গে সহবাস করা হয় নাই সেই তোহরে এক তালাক দেওয়া এবং ঐ অবস্থায় ইন্দ্রত অতীত হওয়া, ইহাকে “আহসান” বলে । ২ । যে জ্বীর সঙ্গে সহবাস করা হয় নাই সেই রমণীকে ঋতুর মধ্যে কি তোহরের মধ্যে এক তালাক দেওয়া কিবা যে রমণীর সঙ্গে সহবাস করা হইয়াছে তাহাকে পৃথক

তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়া, (যদি ঋতুবত্তী হইয়া থাকেন) ইহাকে “হাসান” বলে। ৩। তিন তালাক কি হই তালাক একেবারে কি হই বারে দেওয়া এবং রাত্নাত না করা ইহাকে তালাক “বেদয়ী” বলে। অর্থাৎ তালাক হইবে কিন্তু তালাকদাতা পাশী। (স, হে, দো, কান, আ)

বা। যদি ঋণাই হইল তবে তালাক কিরূপে হইবে ? যে কাজে ঋণা হয় সে কাজ কিরূপে হয় ?

শি। (হাস্ত মুখে বলিলেন) তোমার এরূপ বুদ্ধির প্রতি আক্ষেপ অর্থাৎ আক্সোস বোধ হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, যদি অকারণে কেহ তোমার ঘাড়ে কয়েকটা কিল দেয়, তবে তাহার ঋণা হইবে কি না ? তুমি তাহার নামে নালিশ করিবে কি না ?

বা। হাঁ অবশ্য তাহার ঋণা হইবে। আমিও নালিশ করিব।

শি। কিল দিয়া ঋণা করিয়াছে সে করিয়াছে, কিল ত হয় নাই ? কেমন নালিশ কর ? কেননা এখনই বলিলে যে রূপ তালাকে ঋণা হয় সে তালাক হয় না। আমিও বলি যদি উহাই সত্য হয়, তবে বে কিলে ঋণা হয় সে কিল হয় না। এ সকল তর্ক মুখের মুখেই পোড়া পায়।

বা। যদি এখন কেহ এই ফতওয়া দেন যে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হইবে না। উহাদের প্রতি শরায় ফতওয়া কি ?

শি। যদি ভ্রমে বলিয়া থাকেন তবে ভৌবা লকুন, লোক মাত্রেয়ই ভ্রম আছে আর এমন কথা মুখে না আনেন। বেহেতু ঐরূপ তালাক দিলে শত শত কেতাবের মতে তালাক হয় এবং :সেই জী হারাম হয়, অন্তএব যিনি হারামকে হালাল করিবেন তিনি শরায় ফতওয়া মতে কাফের হইবেন। (আ)

বা। কোরণ কেতাব পড়িয়া কিরূপে কাফের হইবে ? একথা বিশ্বাস হয় না, এমন নমাজী, এমন মুস্তফি ব্যক্তি কাফের হইতে পারে না।

শি। বাপু হে ! তুমি আমাকে বকাইওনা; আরবের ইতিহাস পড় নাই

পরগণার সাহেবকে কতজন দেখিয়া শুনিয়া কাকের হইয়া গিয়াছে ভূমি ত তের শত বৎসরের দুরে । দেখ দেখি এজিলা মুসলমান ছিল, তবে কেন এমামের প্রাণ মারিল ? মনে করিয়া দেখ কার-বালার মাঠে এজিলায় সৈন্তেরা কি কি ঘটনা করিয়া ছিল ? শুনিলে পাষণ্ড বিদীর্ণ হয় । তাহারাত মুসলমান বৈশখারি নমাজি ছিল, অত কাকেরের সঙ্গে পারা যায়, কিন্তু নমাজি ও মুস্তকি বৈশখারী কাকেরের সঙ্গে পারা ভার ।

বা । এক সঙ্গে তিন তালুক দিলে 'যে তিন তালুক হয় না, তাহা স্পষ্টরূপ আব্দাউদের হৃদয়ে লেখা আছে, আপনারা বলেন "ফেকা" দিয়া ।

শি । বাপু হে ! তোমার এ সকল কথা শুনিয়া হাঁসি আসে, দেখ দেখি এমাম আবু দাউদ ঐ হৃদয়কে কি বলিয়া লিখিয়াছেন, এবং উহাতে আরও কিছু লেখা আছে কি না ? তাহা বুঝি দেখিয়াও দেখ না "মওয়াত্তা" শরীফে এমাম মালেক সাহেব যে হৃদয় বর্ণনা করিয়াছেন ও "দারকুন্নিতে" যে হৃদয় লিখিত আছে, তাহা বুঝি চক্ষে পড়ে না । আরও দেখ ছাহাবা তাবেইন, এমাম নখই, এমাম ছুয়ী, এমাম আবুহানিকা, এমাম মালেক, এমাম সাকাই, এমাম আহম্মদে হাশ্বল, এমাম এছহাক, এমাম আবুছুর প্রভৃতি এমামের এই কথায় প্রতি কতওয়া দিয়া গিয়াছেন । আইনৌ দেখিতে বুঝি অনিচ্ছা হয় ? উহা কি একেবারে তুচ্ছ হইল ? কতহাল কদিয় কি চক্ষে পড়ে না ? কাকেরীর কুপে কি এমনি বুঝিয়া পড়িতে হয় যে কেহ হাত ধরিয়া টানিলেও আগিতে চাপে না ? তোমাদের এ অবস্থা ও বুদ্ধি দেখিয়া আক্ষেপ বোধ হয় । মদিনা, রোম, স্ত্রাম, মেহের, এমেন, কাবুল, কান্দাহার, বোখারা, হিন্দুস্থান, বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল দেশের লোকের এক কথা এক চলন, তোমাদেরই এক কথা এক চলন, এদেশীয় আলেমের কথা ত মানই না, হিন্দুস্থানের আলেমেরাও

বুঝেই না, মক্কা মদিনাতে ত বেদাতে ভরা, এমামেরাত খালাতো ভাইর বেটা অর্থাৎ তাহাদের হইতে তোমারই বেশী বুঝ, তবেইন তাবে তাবেইনের কথাতো দলিলই না, হজরত ওমরতো বেদাতী ছিলেন, বাকী ছিলেন পরগম্বর সাহেব তাঁহাকেও ধরিয়ান্ন। সেরপুর অঞ্চলে তিন তালাকী মেয়েলোককে দ্বিতীয় পতির দিনা সহবাসে পূর্ব স্বামীর জন্ত হালাল করিতেছে, এখন সহি বোখারী ও সহি মৌসলেমের হদিস কোথায় রহিল ? এবং হদিস কোথায় মানিলে ? কাজ কর শরতানের নাম লও হদিসের আর কি কাকেরী গাছে ধরে। কাকেরী কর নিজেই কর আহা ! যে সকল মুসলমানেয়া কিছুই জানেনা অকারণে সেই বেচারী দিগকে কেন কাকের বানাও, তাহারা তোমাদের কি ক্ষতি করিয়াছে ? আর বাকি নাই, মোকাম মঞ্জিল সব তামাম করিয়াছ, ইমানের দফাত কাপাস। যদি এই সময় হজরত ওমর থাকিতেন তবে দোস্তরার পটাগটির পরিসীমা থাকিত না। কোন জঙ্গলে কোন গর্তে লুকাইতে কেহ খুজিয়াও পাইত না। আত্মা তোমাদিগকে হেদায়েত করুন।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমাকে কেনারা তালাকের বিবরণ জানা আবশ্যক।

- বা। কেনারা তালাক কাহাকে বলে ?
- শি। তালাকের শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ বলিয়া তালাক দেওয়া ইহারই নাম “তালাকে কেনারা” উহা দুই প্রকার ?
- বা। কি কি দুই প্রকার ?
- শি। প্রথম। একত্রে বস, রেহেম শুদ্ধ কর, তুমি এক। এই সকল শব্দের কোন শব্দ দ্বীকে বলিলে এক তালাক রাজাই হইবে। (স)

দ্বিতীয়। তুই পৃথক, তুই হারাম, তুই পতি হইতে খালি, তুই নারাজ আছিস, তুই আতাপ, তুই চাদর পরিধান কর, তোর দৃষ্টি

তোর ঘাড়ে, তুই তোয় মালিকের সাথে মিলিয়া যা, তোয় কর্তার
জন্ত তাকে হেবা দিয়াছি, তাকে বিদায় দিলাম, তুই হইতে আমি
পৃথক, তাকে আমি ছেড়ে দিয়াছি, তোয় কাম তোয় হাতে, তোয়
পতিকে তুই স্বাধীন কর, তুই দূরহ, তুই তোয় পতির চেষ্টা কর,
এই সকল শব্দের কোন শব্দ বলিলে যদি এক তালকের মনন
করিয়া থাকে তবে এক তালক বায়েন হইবে। তুই তালক মনন
করিয়া থাকিলে তুই তালক বায়েন হইবে এবং তিন তালকের
মনন করিলে তিন তালক হইবে। (স)

বা। যদি কিছুই মনন না করে তবে কি হইবে?

শি। কিছুই হইবে না বুধা যাইবে। (স)

বা। তালকের কথা আন্দোলন হইতে ছিল ইহার মধ্যে ঐ দ্বিতীয়
প্রকারের শব্দ গুলার কোন একশব্দ বলিলে তালক হইবে কিনা?

শি। হাঁ তালক হইবে। এখানে মনন অর্থাৎ নিয়ন্তের আবশ্যক রাখে
না উহাকে আরবী ভাষায় “মোজ্জাকেরাৎ তালক” বলে। (স)

**ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ
তোমাকে ভার্যাপিত তালকের বিবরণ
জানা আবশ্যক।**

বা। ভার্যাপিত তালক কাহাকে বলে?

শি। তালকের ভার্য কাহাকে দেওয়াকেই ভার্যাপিত তালক বলে, আরবী
ভাষায় উহা “তক্বিজ” তালক বলিয়া বর্ণনা আছে। (স, আ)

বা। স্ত্রীকে ঐ ভার অর্পণ করা যায় কিনা?

শি। হাঁ করা যায়। (স, আ)

বা। তবে তালকের হাতে খস্তা দেওয়া হয়।

শি। ইহাতে সন্দেহ কি, কিন্তু সকল মেয়েলোক একরূপ হয় না। আদৌ
তোমাকে সতর্ক করিতেছি সকল কথাই ভাবিয়া করিও, করিয়া
ভাবিও না।

বা। যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন তোমাকে তুমি তালক দাও এই কথা

বলিবা মাত্র সে বলিল “তালাক দিলাম” তবে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু সভা ভাঙের পর বলিলে হইবে না। (স)

বা। কিরূপে সভা ভাঙ হয়?

শি। মনে করিয়া দেখ পূর্বের উহার বর্ণনা করিয়াছি।

বা। যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে বলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তালাক দিলাম, স্ত্রী বলিলেন যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আমারও ইচ্ছা, পতি বলিলেন হাঁ আমার ইচ্ছা আছে, এমতাবস্থায় তালাক হইবে কি না?

শি। না। কেননা ইচ্ছা ইচ্ছাতেই কথা সমাপন হইল। কিন্তু যদি পতি পরে বলিতেন হাঁ তোমাকে তালাক দেওয়া আমার ইচ্ছা তবে তালাক হইত। (স, হে)

বা। যদি তালাকের মনন করিয়া থাকেন, তবে তালাক হইবে কি না?

শি। না। (স, হে)

বা। বাহা হউক। কথায় আভাবে তালাক দেওয়া প্রকাশ পায় কি না?

শি। হাঁ প্রকাশ পায় বটে। কিন্তু শরতে যে খানের যে নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে তাহাতে কথা চলে না।

বা। এক জন মেয়েলোকের পিতা ও কুটুম্বগণ একত্র হইয়া তাহার পতিকে বলিলেন তুমি তালাক দাও, তাহাতে পতি বলিলেন দিব না, এই কথায় ঘোরতর বিবাদ হয়। পরিশেষে পতি অপারগ হইয়া স্বশরকে বলিলেন “আগনি বাহা ইচ্ছা করিয়াছেন করুন” ইহা বলিবামাত্র তিনি বলিলেন, “তালাক দিলাম” এমতাবস্থায় তালাক হইবে কি না?

শি। না। (স, হে)

বা। যদি তালাক দেওয়ার অশ্রু উকীল নিযুক্ত করা যায়, এবং ঐ উকীলে তালাক দেয় তবে তালাক হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা । যদি রাজাই এক তালাক দেওয়ার অন্ত উকীলকে বলিয়া দেওয়া যায়, এং ঐ উকীলে এক তালাক বায়েন দেয়, তবে কোন তালাক হইবে ?

শি । বাহা বলিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহাই হইবে উকীলের অন্তথা করা খাটিবে না । এইরূপ এক তালাক বায়েন দেওয়ার কথা বলিয়া দিলে উকীল যদি রাজাই এক তালাক দেন তবেও এক তালাক বায়েন হইবে, উকীলের অন্তথা করার কোন দোষ ঘটবে না । (আ)

বা । যদি কেহ জ্বীকে বলেন, তোমার তালাকের কর্ম তোমার হাতে আর তিন তালাকের মনন করেন, ইহা বলিবামাত্র জ্বী বলিলেন, “আমি আমাকে এক তালাক দিলাম” তবে কয় তালাক হইবে ?

শি । তিন তালাক হইবে । (স)

বা । যদি কেহ আপন ভাৰ্য্যাকে বলে তুমি তোমাকে এক তালাক দাও তাহাতে তাহার জ্বী তিন তালাক দিলেন, এস্থলে কয় তালাক হইবে ?

শি । এমাম আবু হানিফা বলেন, এক তালাকও হইবে না, কিন্তু তাহার প্রধান দুই জন শিষ্য বলেন, এক তালাক হইবে । (স)

বা । সে দুইজন কে কে ?

শি । এমাম আবু ইউসফ ও এমাম মহম্মদ ।

বা । যদি কেহ স্বীয় রমণীকে বলে, তুমি আমাকে তিন তালাক দাও তাহাতে এক তালাক দিলে তিন তালাক হইবে কি না ?

শি । না । এক তালাক হইবে । (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমাকে আবদ্ধ তালাকের বিবরণ

জানা আবশ্যক ।

বা । আবদ্ধ তালাক কাহাকে বলে ?

শি। কোন বস্তুর সহিত আবদ্ধ করিয়া ভালাক দেওয়াকে আবদ্ধ ভালাক বলে, আরবী ভাষায় উহাকে ভালাকে মুয়াল্লাক বলে ।

বা। সে কেমন ?

শি। যেমন কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে বলিলেন, যদি তুমি অযুগ কর্ণ কর, তবে তোমার প্রতি ভালাক, এস্থলে ঐ রমণী সেই কর্ণ করিলে ভালাক হইবে। (স)

বা। যদি কেহ ভিন্ন মেয়েলোককে বলেন, যদি তোমার সঙ্গে কথা বলি তবে তোমার প্রতি ভালাক, এস্থলে সেই রমণীকে বিবাহ করিয়া কথা বলিলে ভালাক হইবে কি না ?

শি। না। কেননা বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন নাই একারণ হইবে না। (আ)

বা। যদি কেহ কোন মেয়েলোককে বলেন, যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে তোমার প্রতি ভালাক, এস্থলে বিবাহ করিলে ভালাক হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। এইরূপ যদি কেহ বিবাহ সময় এই শর্ত করেন যে তুমি বর্তমান থাকিতে আর বিবাহ করিতে পারিব না, যদি বিবাহ করি তবে সেই স্ত্রীর প্রতি তিন ভালাক হইবে, এস্থলে পরে বিবাহ করিলে তিন ভালাক হইবে। (আ)

বা। যদি কেহ ভাৰ্য্যাকে বলেন, যদি তুমি ঘরে যাও তবে তোমার প্রতি তিন ভালাক, পরে ঐ ঘরে গেলে তিন ভালাক হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। ঐরূপ শর্ত করিয়া তিন ভালাক দিলে উহাকে দ্বিতীয় অন বিবাহ করার অগ্রে পুনর্বার বিবাহ করা যায় কি না ?

শি। না। কিন্তু একটা হল অবলম্বন করিলে বিবাহ করিতে পারা যায়। (আ)

বা। শরাত্তেও কি হল আছে ?

শি। না। হল নয় একটা হেতু অবলম্বন করিতে হইবে ।

বা । কি হেতু ?

শি । ঘরে বাওয়ার অগ্রে ঐ ভাৰ্ঘ্যাকে এক তালাক দেন এবং উহাকে “রাজায়াৎ” না করেন । পরে তালাকের নিয়মিত কাল অতীত হইলে ঐ রমণী ঘরে যান, তৎপর ঐ রমণীকে পুনৰ্জায় বিবাহ করেন, এইরূপ করিলে তিন তালাক হইবে না । (আ)

বা । রাজায়াৎ কি বুঝিলাম না ?

শি । কয়েকটা কথার পরে উহার বর্ণনা করিতেছি ।

বা । যদি কেহ স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি রোজা রাখ তবে তোমার প্রতি তালাক, এস্থলে ঐ রমণী রোজা রাখিলে তালাক হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে । (আ, স)

বা । যদি দুই চারি দণ্ড রোজা রাখিয়া ভাদিয়া ফেলে তবে কি হইবে ?

শি । তবেও তালাক হইবে । কিন্তু যদি বলিত তুমি এক দিবস রোজা রাখিলে তোমার প্রতি তালাক, তবে স্বৰ্ঘ্যাস্ত না হইলে তালাক হইত না । (আ, স)

বা । যদি কেহ গৰ্ভবতী ভাৰ্ঘ্যাকে বলেন, যদি এবার তোমার পুত্র হয় তবে তোমার প্রতি এক তালাক, এবং কন্তা হইলে দুই তালাক হইবে । দৈব ঘটনা ক্রমে একটা পুত্র ও একটা কন্তা যময প্রসব করিলেন, এস্থলে কয় তালাক হইবে ?

শি । যদি পুত্র অগ্রে জন্মিয়া থাকে, তবে এক তালাক হইবে । এবং কন্তা অগ্রে প্রসব করিয়া থাকিলে দুই তালাক হইবে । (স)

বা । যদি অগ্ন পক্ষাৎ নির্ণয় করিতে না পারা যায়, তবে কি হইবে ?

শি । এক তালাক হইবে কিন্তু “তন্জিহান” অর্থাৎ নির্মল হওয়ার জন্য দুই তালাক হইবে । আর একটা কথা তোমাকে এই বলি অসম্ভব কথার সহিত আবদ্ধ করিয়া তালাক দিলে তালাক হইবে না । (আ)

বা । সে কেমন ?

শি । যেমন কেহ আপন ভাৰ্ঘ্যাকে বলিলেন, যদি সূচিকার মার্গ দিয়া

হাতী যায় তবে তোমার প্রতি তালাক, এই কথাতে তালাক হইবে না । (আ)

বা । যদি কেহ জ্বীকে বলেন, যদি তুমি বাপের ঘরে যাও তবে তোমার প্রতি তালাক, এস্থলে বাপের ঘরে গেলে তালাক হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে । কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত গেলে তালাক হইবে না । (আ)

বা । যদি কেহ জ্বীকে বলেন যদি তোমাকে “বৈতাল” অর্থাৎ কুলটা বলি তবে তোমার প্রতি তালাক, পরে উহাকে বৈতাল না বলিয়া উহার পুত্রকে বৈতালির পুত্র বলিলে তালাক হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে । (আই)

বা । যদি কোন পুরুষ মরণাপন্ন সময় রাজাই কি বায়েন তালাক দিয়া তালাকের নিয়মিত কাল মধ্যে পরলোক প্রাপ্ত হন তবে ঐ তালাকি জ্বী তাঁহার ভ্রাতৃ সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে । নিয়মিত কালান্তে মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকিবে না । (স, হে)

বা । যদি কোন রমনীর লগ্নাগত পীড়িতাবস্থার তাঁহার স্বামী তাঁহাকে রাজাই তালাক দেন এবং নিয়মিত কাল মধ্যে ঐ রমনীর মরণ হয় তবে পতি জ্বীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারি হইবেন কি না ?

শি । হাঁ হইবেন । (স, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক । এইক্ষণ তোমাকে রাজাতের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । রাজা কাকে বলে ?

শি । এক তালাক অথবা দুই তালাক রাজাই প্রদান করিলে তালাকের নিয়মিত কাল মধ্যে পুনর্বার বিবাহ স্ত্রে আবদ্ধ করাকে “রাজা” বলে । (স, হে, আ)

বা । তালাকের নিয়মিত কাল কত দিনের হয় ?

শি । কিছু পরে উহা বর্ণনা করা যাইবে ।

- বা। কোন প্রকারেই তালুক দিলে তাকে আনিতে পারা যায় না ?
- শি। তিন তালুক কি তালকের বারেন দিলে তালকের নিয়-
মিত কাল মধ্যে কি পরে আবার বিবাহ করিয়া আনিতে
পারে। (স, হে, আ)
- বা। স্বপুত্র সাহেব আমার স্বাভাবিক তালুক দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে
কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি ?
- শি। যার কথা তাঁর মুখে না শুনিলে কিছু বলা যায় না তুমি বাইরা
তোমার স্বপুত্রকে পাঠাইয়া দাও।

বালকের গমন ও তস্য স্বপুত্র মুছার আগমন।

- মু। আব্দুল্লাহ আলার কোম্।
- শি। ও আলারকোম আব্দুল্লাহ রহম তোলাহে। মিক্রা আপনে কে ?
নাম কি ? বাড়ী কোথায় ? কি ভ্রম্বে এখানে আসা হইয়াছে ?
- মু। সাহেব। আমাকে চেনেন না ? আমার নাম মুছা বাড়ী এই
গ্রামেই, আপনার নিকট কোন বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি,
আমারই জামতা সাহেবের নিকট পড়েন সে সম্বন্ধে সাহেব আমার
বেহাই হন।
- শি। (হাস্ত করিয়া বলিলেন) বেহাই। কি বিপদে ঠেকিয়াছেন ?
- মু। সাহেব ! শুনিয়া থাকিবেন আমি সেই অভাগিনীকে তিন তালুক
দিয়াছি, এখন কি করি লোকেও মন্দ বলে, ছেলেরাও লজ্জা পায়,
মনেও মানে না, দেখিলে সেও কাঁদে আমিও কাঁদি, দেখুন দেখি
কোন রূপে তাহাকে পুনরায় আনা যায় কি ?
- শি। না, কিন্তু যদি কেহ ঐ রমণীকে বিবাহ করিয়া সন্তান করতঃ
তালুক দেন কি মুত্য়া হন, তবে তাঁহার তালকের কি মুত্য়ার
নিয়মিত কাল অতীত হইলে আপনি পুনর্বার বিবাহ করিতে
পারেন। (স, হে, আ)
- মু। যদি কোন ব্যক্তি আমার কাঁদা কাটা দেখিয়া দয়্য করতঃ বিবাহ

করিয়া তালুক দেন, তবে আমি বিবাহ করিতে পারি কি না ? এবং আমার জন্ত হালাল হইবে কি না ।

শি। হাঁ যদি সহবাস হয় তবে পারেন নচেৎ না । আঁদৌ একুশ দরবান হইয়া ঐ মানসটী মনে রাখিয়া বিবাহ করিয়া সঙ্গম করতঃ তালুক দেওয়া অধিক পুণ্যের বিষয় ।

মু। তবে বিবাহ করিয়া ছেড়ে দেওয়া চূকাইয়া লইতে পারি কি না ?

শি। হাঁ পারেন কিন্তু মক্কহ হইবে । (স)

মু। মক্কহ ত হইবে কিন্তু কাজতো সিদ্ধ হইল আমার ইহাতেও একটু দোষ দেখি, মেয়েলোকটার চিকনা চাকনা রঙ চঙ দেখিয়া যদি পরে তালুক না দেয়, তখন উপায় ?

শি। একটা হেতু আছে সে মত করিলে কাহারই চাকুরী পাটিবে না ।

মু। নাহেব তবে আপনার পায়ে পড়ি সেই হেতুটার কথা আমাকে বলিয়া দিন, তা হলে আমি রক্ষা পাই ।

শি। বলিতেছি শুধুন, বাহার সঙ্গে বিবাহ দিবেন, ইচ্ছা করা কালে এইরূপ ঘেন শর্ত করেন যে, “বিবাহের পর সঙ্গম করা মাত্র ৫০০০ টাকার মোহর দিব । যদি দিতে না পারি তবে তোমার প্রতি তিন তালুক” । তবে সহবাস হওয়া মাত্রই তালুক হইবে । কেননা কখনই এত টাকার মোহর দিতে পারিবে না । (দাঁ)

মু। যদি দেয় ।

শি। যে পরিমাণ দিতে না পাবে সেই পরিমাণ বাঁধা করিয়া শর্ত করিবেন তবেই আশা পূর্ণ হইবে ।

মু। নাহেব ! বাহা বলিলেন ইহাতেও মনটা ভাল লাগেনা দেখুনতো সুবার নিকট বিবাহ না দিয়া বুড়া খুড়া কি ছেলে পেলের নিকট বিবাহ দিলে হইতে পারে কি না ?

শি। হাঁ পারে যদি সঙ্গম করার শক্তি থাকে, এবং রস বোধ হয় অনুভব হউক বা না হউক । (স, হে, আ)

মু। নাহেব ! সকলই শুনিলাম আদি এখন বিচার হই, বা পারি

একটা করিতে হইবেই হইবে। জামতাকে বাইরা পাঠাইয়া দেই।

মুছার গমন ও বালকের আগমন ।

- বা । স্বীকে "রাজ্যৎ" করা সময় কি কি কর্তব্য করিতে হইবে ?
- শি । স্বীকে জানাইতে হইবে এবং তুই ব্যক্তিকে সাক্ষী করিতে হইবে । শরতে উহাকে মন্তহাব বলিয়াছে । (স)
- বা । স্বীর অজ্ঞাতে কি বিনা সাক্ষীতে রাজ্যৎ করিতে অর্থাৎ বিবাহ মধ্যে আনিতে পারে কি না ?
- শি । হাঁ পারে । (আ)
- বা । রাজ্যৎ করা সময় কিছু বলিতে হইবে কি না ?
- শি । হাঁ "স্বীকে রাজ্যৎ করিলাম" ইহাই বলিতে হইবে । এতদ্ব্যতীত সঙ্গ করিলে, কি কামভাবে চুম্ব দিলে, অথবা স্পর্শ করিলে, কি ভগ্ন স্থান দৃষ্টি করিলেও রাজ্যৎ হইবে । মুখে বলার আবশ্যক নাই, কিন্তু কামভাব ব্যতীত চুম্ব দিলে কি স্পর্শ করিলে, কি যোনী স্থান দৃষ্টি করিলে রাজ্যৎ হইবে না । (স, হে)
- বা । যদি পতি বলেন তোমাকে নিয়মিত কাল মধ্যে রাজ্যত করিয়াছি, এখানে রাজ্যৎ হইবে কি না ?
- শি । না, কিন্তু ঐ রমণী স্বীকার পাইলে রাজ্যৎ হইবে । (স, হে)
- বা । তিন তালাক বায়েন দিলে বিবাহ করিতে পারে কি না ?
- শি । না, কেবল এক তালাক কি তুই তালাক বায়েন দিলে বিবাহ করিতে পারিবে । (স, আ)
- বা । নিয়মিত কাল লইয়া সম্পতি অর্থাৎ স্বী পুরুষ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে স্বীকে শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় কি না ?
- শি । না, কেননা এ বিষয় শপথ দেওয়া নিবেদ্য লিখিয়াছে । (স, আ)
- বা । যে স্বীকে রাজ্যাই তালাক হেওয়া যায় সে রমণী বেশ ভূশা করিতে পারে কি না ?

শি। হা পায়ে । কেননা পতি বেশ ভূষা দেখিলে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন । (স, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ তোমার ইলার বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা। ইলা কাহাকে বলে ?

শি। 'ভাৰ্ঘ্যা-সঙ্গে কোন কাল পর্যন্ত সঙ্গম না করা, এই শর্তে শপথ করাকে পর্যাতে "ইলা" বলে । ঐ কাল চারি মাস কি চারি মাসের অধিক হয় । কিন্তু চারি মাসের এক দিবস নূন হইলে ইলা হইবে না । (স, হে)

বা। কেমন করিয়া শপথ করিলে ইলা হইবে ?

শি। যেমন—পতি তন্তু স্বীকে বলিলেন, আমি আমার সঙ্গম অর্থাৎ শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার নিকট বাইব না, কি তোমার সঙ্গে চারি মাস সঙ্গম করিব না । (স)

বা। যদি কেহ চারি মাসের নূন কালের শপথ করিয়া ঐ রমণীর সঙ্গে শপথের কাল মধ্যে সঙ্গম করেন, তবে কি হইবে এবং না করিলে কি হইবে ?

শি। সঙ্গম করিলে শপথ ভঙ্গ হইবে এবং কাকারা অর্থাৎ দণ্ড দিতে হইবে । সঙ্গম না করিলে কিছুই দিতে হইবে না । কিন্তু এক তালাক বায়েন হইবে । (স, হে, কান, দো)

বা। পর্যাতে ইলা ভঙ্গের কি দণ্ড নিরূপণ আছে ।

শি। শপথ ভঙ্গের বে দণ্ড তাহা দিতে হইবে । ইহার বিবরণ কিছু পরে বলিব । (স, আ)

বা। যদি কেহ রাগান্বিত হইয়া স্বীকে বলেন "তুমি আমার প্রতি হারাব" তবে কি হইবে ?

শি। তাহাকে ভিজ্ঞা করিতে হইবে তুমি কি মানসে ইহা বলিলে ? যদি বলে তালাকের মানসে তবে এক তালাক বায়েন হইবে, যদি বলে

জ্যোৎস্নাতলে অভিপ্রায়ে তবে জেহার হইবে, যদি বলে মিথ্যা। বলিয়াছি তবে কিছুই হইবে না। যদি হারাম করার মানসে বলে কি কিছুই মানস না করে, এই ছুই অবস্থায় ইলা হইবে। (স, হে, কাম, দো,)

বা। জেহার কাহাকে বলে ?

শি। কিছু পরে উহার বিবরণ বলিচ্ছি।

বা। আপনি বলিলেন সজম করিলে উহা ভঙ্গ হয়। যদি স্ত্রীপুরুষ মধ্যে কেহ পীড়িত থাকে বশতঃ কি স্ত্রী নাবালগা বিধায় কি স্ত্রী সজম করিতে অস্বীকার হওয়ার, কি প্রবাসে থাকে কারণে ইলার নিরুপিত কাল মধ্যে সজম করিতে না পারেন, তবে কিরূপে ইলা ভঙ্গ করিবেন।

শি। কেবল মুখেমুখে কড়ু করিলে অর্থাৎ বিবাহ পক্ষে আনিলে ইলা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু যদি ঐ সকল দোষ ইলার নিরুপিত কাল মধ্যে ছত্রিকৃত হয়, তবে সজম করিয়া ইলা ভঙ্গ করিতে হইবে। মুখে মুখে যে বলিয়াছিল তাহাতে কাম চলিবে না। (স, হে, কাম, দা।)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার খোলার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। খোলা কাহাকে বলে।

শি। দম্পতির মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে যদি পৃথক হওয়া ব্যতীত বিবাদ নিবারণের অন্ত কোন উপায় না থাকে তবে পতিতে কিছুদিয়া ভালোক লওয়াকে “খোলা” বলে। যদি কলহ মেয়েলোক হইতে হইয়া থাকে তবে যে পরিমাণ মূত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা লওয়া বাধ্য নাই, বরী লওয়া মকরুহ, কিন্তু পুরুষ হইতে, কলহ হইয়া থাকিলে খোলার পরিবর্তে স্ত্রী হইতে কিছু লওয়া মকরুহ। (স, দো।)

বা। খোলাতে কম ভালোক হইবে ?

শি। এক ভালোক বাধেন হইবে এবং যাহা দেওয়া অস্বীকার পাইয়াছে তাহা পতিতে দিতে হইবে। কিন্তু শূকর কি শরাব দেওয়া পরি-

বর্ডে খোলা করিলে, কি তালুক লইলে, কিছুই দিতে হইবে না এবং খোলাতে তালুক বায়েন হইবে ও তালুকে রাজাই তালুক হইবে। (স. কান্)

বা। যদি কোন মেয়েলোক পতিকে বলেন, আমার হাতে বাহা আছে তাকা সমুদয় আপনাকে দিব, আপনি আমাকে তালুক দেন, ফলিতার্থে তন্ত্রদ্বার হাতে কিছুই ছিলনা, ইচ্ছাতে যদি পতি স্বীকার পাইয়া তালুক দেন, তবে তালুক হইবে কি না? এবং পতি কিছু পাইবেন কি না?

শি। এক তালুক বায়েন হইবে। এবং পতি কিছুই পাইবেন না। (দো, তাতা)

হে বালক! যদি কোন মেয়েলোকে তন্ত্র পতিকে বলেন, আমাকে তিন তালুক দেন আমি এক শত টাকা দিব। যদি পতি স্বীকার পাইয়া তালুক দেন, তবে তিন তালুক হইবে। এবং ঐ টাকাও দিতে হইবে। যদি চাফুয়ী করিয়া এক তালুক দেন, তবে ঐ টাকার তৃতীয়াংশ দিতে হইবে। (স. হে)

বা। যদি অশ্রাগু বরফা কস্তার সম্পত্তি দেওয়া পরিবর্ডে তাঁহার পিতা তালুক লন তবে তালুক হইবে কি না?

শি। হাঁ তালুক হইবে এবং মহরও দিতে হইবে কিন্তু বামী কিছুই পাইবেন না। আদৌ পিতা যদি উহা দেওয়ার আমিন হইয়া থাকেন, তবে নিজ সম্পত্তি দ্বারা পরিশোধ করিবেন মহরর কোন অংশ ধ্বংস হইতে পারিবে না। (স. হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার জেহারের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। জেহার কাহাকে বলে?

শি। মাতৃ ও পিতৃ বংশজাতা ও হুদু বাভা পিতার বংশজাতা যে সকল মেয়েলোকে বিবাহ করা শরতে হারাম নিষিদ্ধ,

তাহাদের শরীরের সহিত স্বীয় রমণীর শরীরের তুলনাদিলে উহাকে “জেহার” বলে । (স, হে)

বা । একরূপ তুলনা দিলে কি হইবে ?

শি । কাক ফারা অর্থাৎ রোজা ভাঙের যে দণ্ড তাহাই দিতে হইবে । যে পর্য্যন্ত উহা পরিশোধ না করিবেন সে পর্য্যন্ত সজম করা, চুম্ব দেওয়া, স্পর্শ করা হারাম, কিন্তু যদি দৈবাৎ ঘটে তবে আল্লাগফার পড়িবে । তজ্জন্ত কোনও দণ্ড দিতে হইবে না । সাবধান ! কখনও ধেন ও রূপ না ঘটে । (স)

বা । সমুদয় শরীরের সহিত তুলনা না দিলে জেহার হইবে কি না ?

শি । না । কিন্তু মেয়েলোকের যে সকল স্থান দেখা হারাম অর্থাৎ নিষেধ সেইসেই স্থানের সহিত তুলনা দিলে অবশ্য জেহার হইবে । যথা মস্তক, পৃষ্ঠ, উরু ভগস্থান ইত্যাদি । (স, আ)

বা । উহার একটা উদাহরণ দিন ?

শি । যেমন তোমার শ্বশুর তাঁহার ভার্য্যাকে বলিলেন যে, হে প্রিয়ে ! “তোমার মাথা ঠিক আমার ভগ্নির মাথার মত” এইরূপ বলিলে জেহার হইবে । (স, আ)

বা । যদি আপনার শ্বশুর তাঁহার ভার্য্যাকে বলেন, হে বিধুমুখি তোমার অর্ধেক কি তৃতীয়াংশ শরীর আমার ভগ্নির মত, তবে জেহার হইবে কি না ?

শি । (হাস্তমুখে বলিলেন) হাঁ হইবে । (স, আ)

বা । যদি কেহ স্বীকে বলেন তুমি আমার মাতার মত, তবে জেহার হইবে কি না ?

শি । যদি মাতার মত স্তম্ভপায়ী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে জেহার হইবে না, আর তুলনার মানসে বলিয়া থাকিলে তালুক বাগেন হইবে, আর কিছুই মানস করিয়া না থাকিলে যুখা বাইবে । হে বালক ! যদি কেহ তুলনা না দিয়া স্বীকে কেবল যা বলে কি ভগিনী বলে তবে কিছুই হইবে না কিন্তু যদি কেহ স্বীকে বলেন তুমি আমার

মাতার মত হারাম, তবে তালাকেই ইচ্ছায় বলিয়া থাকিলে তালাক হইবে, জেহারের ইচ্ছায় বলিলে জেহার হইবে । (অ, চ)

বা । যদি স্ত্রী পতিকে বলে তুই আমার বাপ কি ভাইয়ের মত, তবে জেহার হইবে কি না ?

শি । না তবেত হুই মেয়েলোক গুলার সঙ্গে পারা কঠিন হইত । (ন)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার সঙ্গমাশক্তের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । সঙ্গমাশক্ত কাহাকে বলে ?

শি । কামভাব না থাকিলে কি অণ্ডকোষ শুষ্ক হইলে কি নপুংসক কি মস্ত্র দ্বারা কামভাব রহিত হইলে, কি নির্বোধ হইলে কি বৃদ্ধ হইলে, এই সকল কারণে যদি পতি সঙ্গমে অপারগ হন তবে তাতাকে সঙ্গমাশক্ত বলিতে হইবে । (অ)

বা । পতি ঐ সকল কারণ বশতঃ অপারগ হইলে কি হইবে ?

শি । যদি মেয়েলোকটা পৃথক হইতে চায় তবে বিচারকর্তা একবৎসরের সময় করিয়া দিবেন । যদি ঐ কাল মধ্যে পতি সঙ্গম করিতে না পারেন তবে তাঁহার স্ত্রীকে উহা হইতে পৃথক করিয়া দিবেন, ঐ পৃথকে এক তালাক হইবে । (স)

বা । যদি স্ত্রী বলে পতির সঙ্গমের শক্তি নাই পতি বলেন আছে এবং স্ত্রী পতি হইতে পৃথক হইতে চায় তবে বিচারপতি কিরূপে মীমাংসা করিবেন ?

শি । তিনজন কি ইহার অধিক মেয়েলোক দ্বারা পরীক্ষা করিবেন ঐ মেয়েলোকটা বাকেরা কি ছাইবা, যদি ঐ মেয়েলোকেরা উহাকে ছাইবা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তবে পতিকে হলফ দেওয়া বাইবে, যদি হলফ করেন মেয়েলোকের দাবি যুথা বাইবে । যদি হলফ না করেন কিংবা মেয়েলোকেরা বাকেরা বলিয়া উহাকে ব্যাখ্যা করেন

তবে বিচারপতি এক বৎসরের সময় দিবেন। যদি পতি ঐ কাল মধ্যে সজ্ঞান করিতে শক্তিবান হন তবে বাধা নাই নতুবা পৃথক করিয়া দিবেন। (স, আ)

হে বালক! যদি পতি উন্মাদ হন, কি খেত কুঠ, কি গলিত কুঠ রোগে পীড়িত হন, তবে স্ত্রী পৃথক হইতে পারিবে না। (দো, স)

ইহা বলিয়াশিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার নিয়মিত কালের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। নিয়মিত কাল কাহাকে বলে?

শি। যেহেতুক বিধবাহইলে কি তালাক পাইলে কোন একসময় পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহাদি কন্ম অগিত থাকে, উহাকে নিয়মিত কাল বলে, উহা আরবী ভাষায় 'এফ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স, হে)

বা। ঐ নিয়মিত কাল কোন দিবস অবধি ধরা যায়?

শি। যে দিবস বিধবা কি তালাক হয়, সেই দিবস হইতে যত্নবান করা যায়, কিন্তু ঘটনা বিশেষে ন্যূনাধিক হয়। (স, হে, দো)

বা। সে কিরূপ?

শি। বিধবা যেহেতুক নিয়মিত কাল পতির মৃত্যু দিবস হইতে চারি মাস পূর্ণ দিবস পর্য্যন্ত। আর তালাকের নিয়মিত কাল ঋতুবত্তী হইলে তালাকের দিবস হইতে তিন ঋতু পর্য্যন্ত নতুবা তিন মাস। (স, হে, আ)

বা। গর্ভবত্তী বিধবা হইলে কি তালাক পাঠিলে তাহারও কি ঐ নিয়ম?

শি। না, গর্ভ প্রসব পর্য্যন্ত উহার নিয়মিত কাল হইয়া থাকে। গর্ভবত্তী পতি নাবাগ হইলেও ঐ নিয়ম। (স, হে, হে)

বা। গর্ভবত্তী পতি নাবাগ হইলে ঐ গর্ভবত্তী সন্তানের পিতাকে হইবেন?

শি। যিনি হইবার চিন্তাই হইবেন, নাবাগ হইবেন না। (স)

বা । যদি ঋতু মধ্যে তালুক দেয়, তবে ঐ ঋতু নিয়মিত কালের মধ্যে গণ্য হইবে কি না ?

শি । না । (স, আ)

বা । ৫৫ বৎসর বয়সপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তালুক দিলে তাহার নিয়মিত কাল কত দিন হইবে ?

শি । তিন মাস হইবে, কিন্তু ঐ কাল অতীত না হইলেই যদি ঋতুবর্তী হন, তবে তিন ঋতু নিয়মিত কাল হইবে । এবং গর্ভিণী হইলে গর্ভ প্রসব পর্য্যন্ত নিয়মিত কাল হইবে । (স, আ, হে)

এইরূপ যে অবস্থায় তালুক মেয়েলোকের নিয়মিত কাল মাসের প্রতি হয়, যদি ঐ কাল অতীত না হইতে ঋতুবর্তী হন তবে তাহারও নিয়মিত কাল তিন ঋতু পর্য্যন্ত হইবে । (স, হে, ছে, আ)

বা । কোন্ কোন্ মেয়েলোকের নিয়মিত কাল হয় না ?

শি । এ দেশে তিন জনের, প্রথম খেলওয়াতে সহিষ্ণু কি সঙ্গম করার পূর্বে তালুক দিলে, দ্বিতীয় দুই ভগিনীকে একত্র বিবাহ করিলে, তৃতীয় চারি জনের অধিক ভাৰ্য্যা করিলে নিয়মিত কাল হয় না । (অ, ক)

বা । পুরুষের নিয়মিত কাল আছে কি না ?

শি । না । (আ)

বা । যদি কোন ব্যক্তি বায়েন তালুক দিয়া মৃত্যু হন, তবে তাহার স্ত্রী নিয়মিত কাল, তালকের কি মৃত্যুর হইবে ?

শি । যে নিয়ম দীর্ঘ হয় তাহাই হইবে । (স)

বা । যদি কোন সধবা হিন্দু মেয়েলোক মুগলমান হন, তবে তাহার নিয়মিত কাল আছে কি না ?

শি । না । কিন্তু গর্ভিণী হইলে গর্ভ প্রসব পর্য্যন্ত নিয়মিত কাল হইবে । (হে, আ)

হে বালক ! স্ত্রী বিবেচনা করিয়া অপর রমণীর সঙ্গে সহবাস করিলে, তাহার নিয়মিত কাল তিন ঋতু হইবে, যদি ঋতুবর্তী হন

নচেৎ তিন মাস। এই নিয়ম “মোতা, মোয়াক্কাতের” জানিও ।

বা । নিয়মিত কাল মধ্যে কি কি কাজ নিষেধ ?

শি । বেশ ভূষা করা, হরিজা বর্ণের বস্ত্র পরিধান করা, স্মৃগন্ধি তৈলাদি আচরণ করা, হস্ত পদাদিতে মেন্দ্রিয় রঙ করা, অন্নমা দেওয়া এই সকল কর্ত্ত নিষেধ । কিন্তু কোন আপত্তি থাকিলে নিষেধ নাই । (স, হে, আ)

বা । কোন্ কোন্ মেয়েলোক বিনাপণ্ডে নিয়মিত কাল মধ্যে ঐ সকল কর্ত্ত করিতে পারেন ?

শি । অপ্রাপ্ত বয়স্কা, উম্মাদিনী, রাজাই তালাক প্রাপ্তা এই সকল মেয়েলোক পারেন । (হে, আ)

বা । নিয়মিত কাল অর্থাৎ এন্দৎ মধ্যে বিবাহ করা যায় কি না ?

শি । যে রমণীর নিয়মিত কাল অতীত হয় নাই তাহাকে বিবাহ করা দূরে থাকুক, স্পষ্টরূপ বিবাহের কথা বলাও নিষেধ । কিন্তু কোন ইঙ্গিতে বিবাহের কথা জানাইলে দোষ হইবেক না । (স, হে) ;

বা । সে ইঙ্গিত কি রূপ ?

শি । যে কামিনীকে বিবাহ করার ইচ্ছা হয়, তাহাকে বলে “তোমারই মত একটা রূপলাবণ্যাবতী রমণী পাইলে বিবাহ করার ইচ্ছা [আছে” । (স, হে)

বা । নিয়মিত কালের মধ্যে মেয়েলোক ঘরের বাহিরে যাইতে পারে কি না ?

শি । না । কিন্তু বিধবা মেয়েলোক ঘরের বাহির হইলেও রাজবাস স্বীয় গৃহে করিতে হইবে । (স)

বা । বিধবা মেয়েলোক ঘরের বাহির হইতে পারে ইহার কারণ কি ?

শি । উহার নিয়মিত কালের প্রাসাচ্ছাদনের অর্থাৎ নান্ন নাকাকার ব্যয় পতির নিকট পাইবেক না । এই ইহার কারণ । আদৌ রাজাই তালাক, কি বায়েন তালাক দিলে ঐ মেয়েলোক ঘরের বাহিরে যাইতে পারে না, কেননা নিয়মিত কালের প্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়

পতির নিকটে পাইবে । (স, আ)

বা । যদি কেহ বল পূর্বক বাহির করিয়া দেয়, কি গৃহ পড়িয়া যায়, কি গৃহে থাকিলে সম্পত্তির হানি হয়, তবে অত্ন স্থানে যাইয়া নিয়মিত কাল কাটাইতে পারে কি না ?

শি । হ্যাঁ পারে । (স, হে, আ)

বা । যদি কেহ তালাকে বায়েন দেন, তবে তাঁহার সেই তালাকি দ্বী নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে থাকিতে পারেন কি না ?

শি । হ্যাঁ থাকিতে পারেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটী বাধা জনক বেড়া দিতে হইবে । আদৌ যদি স্থান অগ্ন হয় কিম্বা কুশ্মের সংশয় হয়, তবে স্থানান্তরে বাস করাই উত্তম । (স, হে, ফ)

বা । যদি কোন মেয়েলোক পতি সহ দূর দেশে গমন করেন, আর দৈবাৎ পথ মধ্যে পতির মরণ হয়, তবে নিয়মিত কাল কোথায় কাটাইবেন ?

শি । মৃত্যুর স্থান ও তাঁহার বাড়ী তিন দিবারাত্রের ব্যবধানে না হইলে এবং থাকারও স্থান না থাকিলে গৃহে নিয়মিত কাল কাটাইবেন । কিন্তু তিন দিবারাত্রের দূরবর্তী স্থান হইলে যথা ইচ্ছা তথা বাস করিবেন । (স)

বা । কোন মেয়েলোক পতি সহ প্রবাসে কোন নগরে বাস করিতে ছিলেন, দৈবাধীন তাঁহার পতি পরলোক যাত্রা করেন, এইক্ষণ ঐ মেয়েলোক নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত কোথায় কাৰ্ণ যাপন করিবেন ?

শি । যদি বাড়ী হইতে ঐ স্থান তিন দিবারাত্রের নূন না হয়, তবে সেই স্থানেই কাল ক্ষেপণ করিবেন । (স, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক । এইক্ষণ তোমার ঔরষ সম্বন্ধের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । ঔরষ সম্বন্ধ কাহাকে বলে ?

- শি। আরবী ভাষায় যাহাকে “নছব” বলিয়া থাকে । (স, হে)
- বা। বিবাহিতা স্ত্রী কত দিন পরে সন্তান প্রসব করিলে উহার ঔরষজাত ধরা যাইবে ?
- শি। বিবাহের দিবসাবধি ছয় মাস পূর্ণ হইলে, কি ছয় মাসের অধিক কালে সন্তান জন্মিলে, বিবাহ কর্তার ঔরষজাত বলিয়া ধরা যাইবে । (স, হে, আ)
- বা। যাহাকে রাজাই তালুক দেওয়া গিয়াছে সেই রমণী সন্তান প্রসব করিলে ঐ সন্তানের পিতা কে হইবে ?
- শি। যদি ঐ রমণী নিয়মিত কাল অতীত হওয়া অস্বীকার পান, তবে জ্ঞপৎসরের মধ্যে সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তানের পিতা তালুক দায়ক হইবেন । কিন্তু “রাজ্যৎ” হইবেক না । আর্দে নিয়মিত কাল অতীত হওয়া বশতঃ “তালাকে বায়েন” হইয়া যাইবে । ক্লেয় যদি দুই বৎসরের অধিক কালে সন্তান উৎপত্তি হয়, তবে ঐ সন্তানের পিতা হইতে হইবে । এবং রাজ্যৎ হইয়াও যাইবে । (স, আ)
- বা। বায়েন তালুক দিলে ঐ রমণীর কত দিবসের মধ্যে সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তানের পিতা তালুক দায়ক হইবেন ?
- শি। দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তানের পিতা তালুক দায়ক হইবেন, নচেৎ না ?
- বা। বিধবা কত দিনের মধ্যে সন্তান প্রসব করিলে মৃত পতির সন্তান বলিয়া ধরা যাইবে ?
- শি। মৃত্যুর দিবসাবধি দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান জন্মিলে মৃত্যুর সন্তান বলিয়া ধরা যাইবে । (স, হে, দো, আ)
- বা। যাহার দ্বারা যংব গর্ভ হয় সেই ব্যক্তি যদি জার গর্ভনীকে বিবাহ করেন তবে ঐ গর্ভজাত সন্তানের পিতা কে হইবেন ?
- শি। ছয় মাস কি ছয় মাসের অধিক কালে সন্তান জন্মিলে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পিতা হইবেন, কিন্তু ছয় মাসের ন্যূনকালে সন্তান প্রসব করিলে যদি বলেন, এই সন্তান আমার ঔরষজাত

তবে হইবে, আদৌ ইহার মধ্যে একটা কথা আছে । (আ)

বা । সে কি কথা ?

শি । যদি বলেন যে আমার ঔষধজাত বটে কিন্তু বিবাহ করার পূর্বে যে কুকর্ম করিয়াছিলাম তাহাতেই উহার জন্ম তবে হইবেক না এবং জ্বরজ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে । (আ)

বা । যদি সন্তান জন্মিলে বিবাহ উপস্থিত হয় অর্থাৎ পতি বলেন যে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি চারি মাস হইল, স্ত্রী বলেন ছয় মাস হইল, তবে কাহার কথা গ্রাহ্য হইবে ?

শি । স্ত্রীর কথা, শরিতে গ্রাহ্য হইবে । এবং ঐ সন্তানের পিতা হইতে হইবে । (স, হে)

বা । যদি উন্মাদ ব্যক্তির মরণ হয়, এবং তদুপা স্ত্রী গর্ভবতী থাকেন তবে ঐ গর্ভজাত সন্তানের পিতা উন্মাদ হইবেন কি না ?

শি । হাঁ হইবেন । (আ)

বা । গর্ভের উর্দ্ধ সংখ্যা কি ? অধঃ সংখ্যা কি ?

শি । দুবৎসর উর্দ্ধ সংখ্যা, ছয় মাস নিম্ন সংখ্যা ।

বা । তিন তালুকি স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী বিবাহ করিবার পূর্বে প্রথম স্বামী বিবাহ করিয়া সঙ্গম করিলে তৎগর্ভজাত সন্তানের পিতা ঐ ব্যক্তি হইবে কি না ?

শি । হাঁ হইবে ?

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ

তোমার প্রতিপোষের বিবরণ

জানা আবশ্যক ।

বা । সন্তানের প্রতিপোষ করার স্বত্বাধিকারী কে হইবেন ?

শি । মাতা হইবেন । (স, হে, কে, আ)

বা । যদি মাতাকে পিতা তালুক দিয়া থাকেন তবে কে হইবেন ?

শি । তবও মাতাই হইবেন । (স, হে, আ)

বা । মাতা স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ “কাকের” হইলে প্রতিপোষ করার স্বত্বাধিকারী হইবেন কি না ?

শি । না । (আ)

বা । মাতা অভাবে কে তাহার স্বত্বাধিকারী হইবেন ?

শি । মাতার মাতা যত উর্দ্ধে হউক । (স, হে, আ)

বা । যদি উহারও কেহ বর্তমান না থাকেন তবে কে হইবেন ?

শি । প্রথম পিতার মাতা, তাহা অভাবে সহোদরা ভগিনী, তৎপর বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রতিপোষ করিবেন । (স, হে, আ)

বা । যদি উহারও না থাকেন, তবে কে হইবেন ?

শি । মাতার সহোদরা ভগিনী তৎপর বৈপিত্রেয়া ভগিনী, তৎপর বৈমাত্রেয়া ভগিনী প্রতিপোষ করিবেন । (স, হে, আ)

বা । যদি উহারও সংসারে না থাকেন তবে কে হইবেন ?

শি । পিতার সহোদরা ভগিনী তৎপর বৈপিত্রেয়া ভগিনী তৎপর বৈমাত্রেয়া ভগিনী, প্রতিপোষের স্বত্বগণ হইবেন । (স, হে, আ)

বা । যদি উহারও বর্তমান না থাকেন তবে কে হইবেন ?

শি । (ক) পিতা (খ) পিতামহ । (গ) হকিকি (সহোদর) ভ্রাতা (ঘ) আল্লাতি (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতা । (ঙ) হকিকি ভ্রাতার পুত্রগণ যত অধে হউক । (চ) বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রগণ যত অধে হউক (ছ) পিতৃব্য । (জ) পিতৃব্য সন্তানগণ যত অধে হউক । (ঝ) আথইয়াফি (বৈপিত্রেয়) ভ্রাতা । (ঞ) আথইয়াফি ভ্রাতার পুত্রগণ যত অধে হউক । (ট) হকিকি মাতুল । (ঠ) বৈমাত্রেয় মাতুল । (ড) আথইয়াফি মাতুল । ইহাঁরাই আছাবা মধ্যে পরিগণিত হইয়া স্বত্বাধিকারী হইবেন । বিশেষ এই যে ‘ক’ থাকিতে ‘খ’, স্বত্বাধিকারী হইবেক না । ‘খ’ বর্তমানে ‘গ’, মালিক হইবেক না । এই ধাবা স্মরণ রাখিও । (স, হে, ফে)

বা । যদি একটী কছার চারিটী ভ্রাতা বর্তমান থাকে তবে প্রতিপোষ করার স্বত্বাধিকারী কে হইবেন ?

শি। যিনি অধিক ধার্মিক হইবেন তিনি প্রতিপোষ করিবেন, যদি উহাতেও তুল্য হন, তবে যাহার বয়ঃক্রম অধিক তিনিই স্বত্বাধিকারী হইবেন। (জা)

বা। কত দিন পর্য্যন্ত প্রতিপোষ করিতে হইবে ?

শি। • যদি মাতা কি পিতার মাতা প্রতিপোষ করেন, তবে বালক হইলে যে পর্য্যন্ত দুগ্ধ খেতে পিঠে, বস্ত্রাদি পরিধান করিতে এবং বাহ্য • প্রস্রাব করিয়া ওলাদি দ্বারা শুদ্ধ হইতে সক্ষম না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রতিপোষ করিবেন। বালিকা হইলে শুভ্রবতী কি কাম ভাবিনী হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিপোষ করিতে হইবে। শেবোক্ত কথাটির প্রতি কতওয়া অর্থাৎ বাবস্থা। (স, হে, জা, দো, আ)

বা। অত্যন্ত ব্যক্তিগণ বালিকাকে কত দিবস পর্য্যন্ত প্রতি পালন করিবেন।

শি। কাম ভাবিনী হওয়া পর্য্যন্ত। (হে, কে, জা, দো)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের বিবরণ

জানা আবশ্যক।

বা। পতির নিকট স্ত্রী কি কি পাইবেন ?

শি। আহারের সামগ্রী, গৃহ, বস্ত্র এই সমুদয় পাইবেন। • উহাকে "নাকাকা" বলে। (স)

বা। কোন সময় অবধি স্ত্রীকে উহা দিতে হইবে ?

শি। যে সময় স্ত্রী সঙ্গমে সক্ষম হইবেন সেই সময় হইতে উহা দিতে হইবে। যদি পতি সঙ্গমে অক্ষম হন, আর স্ত্রী ক্ষমতা রাখেন তবেও স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন পতির দিতে হইবে, কেননা পতি সঙ্গমে অক্ষম হইলে সে দোষে স্ত্রীর ভরণ পোষণ পাওয়ার কোন দোষ ঘটবেক না। মনে কর একথা একবার পূর্বেও বলিয়াছি। (স, আ)

বা। স্ত্রী ঐ ব্যয় পতির নিকট, ক পরিমাণ পাইবেন ?

শি। যদি দম্পতি ধনবান হন, তবে ধনবানের যে ব্যয় তাহাই পাইবেন,

আর কাঙ্গাল হইলে কাঙ্গালের যে ব্যয় তাহাই পাইবেন কিন্তু এক জন ধনাঢ্য দ্বিতীয় জন কাঙ্গাল হইলে উভয়ের মধ্যে মধ্যমাবস্থা বিবেচনায় পাইবেন । (স, আ)

বা । যদি কোন মেয়েলোক মধ্যমাজ্জাল মহর পাওয়া মানসে পিত্রালয়ে যান তবেও কি উহা দিতে হইবে ?

শি । হাঁ হইবে । কিন্তু পতির অমুমতিভিন্ন স্ত্রী সয়তানী করিয়া পিত্রালয়ে কি অল্প কোন স্থানে বাস করিলে পতির নিকট ভরণ পোষণ পাইবেক না । (স, আ)

“এইরূপ স্ত্রী ধনী থাকা বশতঃ কারাগারে গেলে কি পিত্রালয়ে পৌড়িত থাকিলে কি বলপূর্বক কেহ ধরিয়া নিলে কি পতি ছাড়া হুজুর গেলে ভরণ পোষণ পতির নিকট পাইবেন না । কিন্তু পতির বাড়ী স্ত্রী পৌড়িত থাকিলে কি খুশয়ালয়ে হইতে স্ত্রীকে না আনিলে ভরণ পোষণ ব্যয় পতির নিকট অবশ্য পাইবেন । (স, আ)

বা । পতি ধনবান হইলে কি কেবল ভরণ পোষণ পাইবেন ?

শি । না একজন চাকরের ভরণ পোষণও দিতে হইবে ? (স)

বা । পতি কাঙ্গাল হওয়া বশতঃ যদি ভরণ পোষণ দিতে না পারেন তবে কি হইবে ?

শি । শাক্কাই মতাবলম্বী কোন বিচারকর্তা অর্থাৎ কাস্ত্রী উহাদের বিবাহ ভগ্ন করিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিবেন । বাপুহে এখনত বুকিলা কাঙ্গাল হওয়া কত বড় দোষের কথা ! এইক্ষণ তুমি উপার্জন করিতে শিখ ! (স)

বা । পতির অতি যেরূপ ভরণ পোষণ দেওয়া উচিত অর্থাৎ ওয়াজ্জেন ঘর দেওয়া ও উচিত কি না ?

শি । হাঁ প্রত্যেক স্ত্রীকে একএক খানি ঘর দিতে হইবে । ঐ গৃহে পতির বংশজাত কেহ থাকিতে পারিবেন না । ষত্বেপি সৎপুত্র হন (স, হে)

বা । স্ত্রীর মাতা পিতাকে ঐ ঘরে যাইতে নিষেধ করিতে পারেন কি না

শি । হাঁ পারেন । এবং ঐ স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর গুরুত্বজ্ঞাত দস্তানকে

যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু উহার দোষিত্তে বা কথোপকথন করিতে পতির নিষেধ করিবার অধিকার নাই। যে সময় ইচ্ছা হয় দেখিতে ও কথোপকথন করিতে পারিবেন। (স, দো, হে)

বা। পতির অনুমতি ভিন্ন স্ত্রী আপন পিতা মাতাকে দেখিতে যাইতে পারেন কি না ?

শি। হাঁ প্রতি শুক্রবারে যাইতে পারেন, কিন্তু রাত্রি বাস তথায় করিতে পারিবেন না। অথচ মাতা পিতা ব্যতীত যে সকল ব্যক্তিগণকে দেখা দেওয়া শরিতে নিষেধ নাই। তাঁহাদিগকে বৎসরে একবার দেখিতে যাইতে পারেন। (স, হে, আ)

বা। তালাকি স্ত্রীকে নিয়মিত কালের ভরণ পোষণের ব্যয় দিতে হইবে কি না ?

শি। হাঁ তালাকে রাজ্যাই কি তালাকে বায়েন দিলে কিম্বা তুল্য বংশ না হওয়া বশত পৃথক হইলে, কিম্বা প্রাপ্ত বয়স্কা হইয়া বিবাহ ভগ্ন করিলে, নিয়মিত কালের ব্যয় অবশ্য দিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রীকে ভিন্ন তালাক দিলে কি বিধবা হইলে ঐ ব্যয় দিতে হইবেক না। (স, আ)

বা। বিধবা মেয়েলোক গর্ভিনী থাকিলে তাহার পতির ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে ঐ ব্যয় পাইবে কি না ?

শি। হাঁ গর্ভ প্রসবাদি পাইবেন। (স, আ)

বা। স্ত্রী যদি ধর্ম ত্রুটি অর্থাৎ “মোরতেদ হন” কিম্বা সংপূত্র কামড়াবের সঙ্গে চূড় দেওয়া বশতঃ পৃথক হন, তবে পতির নিকট ভরণপোষণের ব্যয় পাইবে কি না ?

শি। না। (স, আ)

বা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার ভরণ পোষণের ব্যয় কাহার দিতে হইবে।

শি। যদি বালক ধনবান না হন, তবে উহার পিতার দিতে হইবে।

এইক্ষণ বয়ঃপ্রাপ্তা কন্তা ধনী না হইলে তাঁহার ভরণপোষণের ব্যয় ওস্তা পিতা দিবেন। (স, আ)

বা। সন্তানের দুগ্ধ দেওয়া মাতার উচিত অর্থাৎ ওয়াজেব কি না?

শি। না, পিতার দিতে হইবে। কিন্তু যদি দুগ্ধ দাই না পাওয়া যায়, কিংবা সন্তান মাতার দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কাহারও দুগ্ধ পান না করে, কিংবা পিতা দুগ্ধ দাইয়ের বেতন দিতে অশক্ত হন, তবে মাতার দুগ্ধ দেওয়া ওয়াজেব। (স, আ)

বা। কন্তা প্রাপ্ত বয়স্কা কান্নাল হইলে কিংবা পুত্রের হস্ত পদাদি অবশ্য হইলে তাহাদের ভরণ পোষণের ব্যয় কে দিবেন?

শি। যদি উহাদের কিছুই না থাকে তবে পিতা দিবেন।

বা। পিতা মাতার ভরণপোষণাদি দেওয়া সন্তানের প্রতি উচিত কিনা?

শি। হাঁ উচিত বটে যদি উহারা কান্নাল হন। (আ)

হাদিস শরীফে লিখিত আছে যিনি পিতা মাতাকে অসন্তোষ রাখিবেন পরকালে তাঁহার নমাজ রোজা ঐচ্ছিত এবাদত কোন কাযেই আসিবেনা।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার শপথের বিবরণজানা আবশ্যক।

বা। শপথ কাহাকে বলে?

শি। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া কোন কর্মের তথ্য দেওয়াকে শপথ বলে। আরবী ভাষায় “আয়মান” বলিয়া বর্ণনা হইয়াছে। (স)

বা। শপথ কয় প্রকার ও তাহার নাম কি কি?

শি। তিন প্রকার যথা গামুছ, লগো, মনাকের। (স, হে)

বা। উহার বাস্তব নাম কি কি?

শি। পাপীয়, অকর্মণ্য দণ্ডনীয় এই তিন নাম হইবে।

বা। উহার তিনটা দৃষ্টান্ত বলুন।

শি। অভীত কালীয় মিথ্যা শপথ করাকে “গামুছ” বলে। যেমন আল্লাহ শপথ করিয়া বলিতেছি আমি অমুক কর্ম করিয়াছি, ফলার্থে ঐ কর্ম করা হয় নাই, ইহাতে কেবল মিথ্যা বলায় পাপ হইবে। একারণ উহাকে পাপীয় শপথ বলি।

দ্বিতীয় কোন কর্ম সত্যামৃতব করিয়া শপথ করাকে “লাগো” বলে যেমন আল্লাহ শপথ করিয়া বলিতেছি ঐ যে যাইতোছে এট! মেষ, বাস্তবিক মহিষ ছিল। ইহাতে যদিচ পাপ হয় কিন্তু ঐ পাপ মার্জনা হওয়ার সম্ভব আছে, একারণ উহাকে অকর্মণ্য শপথ বলে। তৃতীয় ভবিষ্যত কালীক কর্ম উল্লেখ করিয়া শপথ করাকে “মানাকুদ” বলে যেমন আল্লাহ শপথ করিয়া বলিতেছি অমুক কর্ম করিব, এইরূপ শপথ করিয়া ঐ কর্ম না করিলে কাফ্ফারা অব্যাহত দণ্ড দিতে হইবে। একারণ উহাকে দণ্ডীয় শপথ বলি। (স, হে, আ)

বা। যদি কেহ ভ্রম ক্রমে শপথ করে কি কেহ বল পূর্বক শপথ করবে তবে তাহার মত আচরণ না করিলে দণ্ড দিতে হইবে কি না।

শি। হাঁ হইবে। (স)

বা। রহমান রহিম ইত্যাদি খোদাতালাহ ছেফাতি নাম সকল উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে শপথ হইবে কি না?

শি। হাঁ হইবে। (আ)

বা। কোরান শরীফকি কাবা শরীফেকি আল্লাহ গজবের শপথ করিলে শপথ হইবে কি না?

শি। না! (আ)

বা। যদি কেহ পাপ কর্ম করার মানসে শপথ করে যেমন নামায না পড়া ছুরি করা, কি পিতা মাতার সহিত কথা না বলা ইত্যাদি তবে কি করিবে?

শি। এ ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করিয় দণ্ড দিবে।

- বা । অমুক ভাত কি অমুক কাপড় আমার প্রতি হারাম এই কথা বলিলে হারাম হইবে কি না ?
- শি । না, কিন্তু যদি ঐ ভাত আহার করে কি ঐ বস্ত্র পরিধান করে তবে দণ্ড দিতে হইবে । (আ)
- বা । যদি কেহ ঘরে না যাওয়া বিষয়ে শপথ করে, তবে তাহার বারন্যতে গেলেও দণ্ড দিতে হইবে কি না ?
- শি । হাঁ দিতে হইবে । (আ)
- বা । যেঘরে নাযাওয়াবিষয়ে শপথকরা গিয়াছে ঐঘর ভাঙ্গিয়া দ্বিতীয়ঘর ঐ স্থানে প্রস্তুত করিয়া সেই ঘরে গেলে দণ্ড দিতে হইবে কিনা ।
- শি । হাঁ দিতে হইবে । (আ)
- বা । শপথ ভঙ্গের কি কি দণ্ড, বলিয়া দিউম ।
- শি । এদেশে ১০ জন কান্দাল অর্থাৎ মিস্কিনকে, তুই সন্ধ্যা তৃপ্তি জনক ভোজন করাইবে । ইহাতে অপারক হইলে ১০ জন কান্দালকে বস্ত্র দান করিবে, যেন তাহাদের অধিকাংশ শরীর ঢাকিতে পারে ইহাতেও অপারক হইলে লাগালাগি তিনটা রোজা রাখিবে (হে, আ)

**শিক্ষক বলিলেন হে বালক ! শপথের বিবরণ
অনেক বিস্তৃত অবকাশ মত আসিও শিখাইয়া
দিব । এইক্ষণ তোমার পড়া বস্তুর
বিবরণ জানা আবশ্যক ।**

- বা । কোন বস্ত্র কোন খানে পড়িয়া থাকিলে লওয়া যায় কিনা ?
- শি । হাঁ রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত লওয়া যায়, যদি উহার স্বত্বাধিকারী জান না যায়, কিন্তু ঐ বস্ত্র নষ্ট হওয়ার সংশয় হইলে লওয়া ওয়াযেব নচেৎ মস্তাহাব । (স, আ)
- বা । ঐ বস্ত্র লইয়া কি করিবে ?
- শি । ঐ স্থানে যতদিন ঘোষণা করিলে বস্ত্র স্বামী আসিবেন বলিয়া বিবেচনা হয় ততদিন পর্য্যন্ত ঘোষণা করিবে । (স, আ)

- বা। ঐ কাল পর্য্যন্ত যদি ঐ বস্তু না থাকে, যেমন আম কাটাল বদরিকা ইত্যাদি তবে কি করিবে ?
- শি। কোন কালকে দান করিবে। নিজে কাজে লাগাইলে ও বাধা নাই নিজে যদি কাল হইবে। (স, আ)
- বা। দান করার পরে রত্ন স্বামী আসিলে কি হইবে ?
- শি। যদি তিনি দান বাহাল রাখেন তবে ঐ পুণ্যের অধিকারী হইবেন, নচেৎ তাঁহাকে ভর্ষব্য দিতে হইবে। (আ)
- বা। এক পাই মূল্যের কোন বস্তু পাইলেও কি ঐ রূপ আচরণ করিতে হইবে ?
- শি। না পাওয়া কালে ডানি বামে দেখিলে যদি বস্তু স্বামী দৃষ্টি পথে পতিত না হন, তবে কোন কালকে দিয়া ফেলিবে। (আ)
- বা। বৃক্ষতলে কোন ফলাদি পড়িয়া থাকিলে বৃক্ষ স্বামীর অনুমতি ভিন্ন উহা লওয়া যায় কি না ?
- শি। না, কিন্তু পচা হইলে বাধা নাই। (আ, জা)
- বা। যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট কোন বস্তু রাখিয়া নিরুদ্ধ হন, তবে তাহাকে দেশে দেশে অন্বেষণ করা আবশ্যক কি না ?
- শি। না। (আ)
- বা। যদি গো, অশ্ব, মেঘ মহিব ইত্যাদি জন্তু আশ্রয় থাকে এবং তাহার স্বামীকে জানা না যায় তবে তাহা ধরা যায় কি না ?
- শি। হাঁ ধরা যায়। কিন্তু যখন কেহ ঐ জন্তু তাহার বলিয়া লইতে চায় তখন বিলক্ষণ প্রমাণ কি লক্ষণাদি দেখাইতে পারিলে নিতে পারিবেন। (স, আ)
- বা। যিনি ধনবান অর্থাৎ ধনী হইবেন, তাঁহাকে পর-বস্তু আচরণ করা শরতে নিষেধ কি না ?
- শি। হাঁ নিষেধ, কিন্তু তাহার মাতা কি পিতা কি পিতামহ কি পিতামহী কি পুত্র কি কন্যা কাঙ্ক্ষা হইলে তাহাদিগকে দেওয়া নিষেধ

নাই। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। এইক্ষণ
তোমার নিরুদ্ধেশের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। নিরুদ্ধেশ কাহাকে বলে ?

শি। যাহার মরণ বাঁচনের কোন-তত্ত্ব না পাওয়া যায় তাহাকে নিরুদ্ধেশ বলে। আরবী ভাষার “মরুদ” বলিয়া বর্ণনা হইয়াছে। (আ)

বা। নিরুদ্ধেশের সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণ বণ্টক করিয়া নিতে পারেন কি না ?

শি। নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত লইতে পারিবেন না, অর্থাৎ তাহাকে জীবিত জানিতে হইবে। (ন)

বা। যদি এ দীর্ঘকাল মধ্যে নিরুদ্ধেশের কোন শ্রগণ মুক্ত্য হন, তবে শরায় ব্যবস্থা মত তাহার ধনে উত্তরাধিকারী হইবে কি না ?

শি। না। কিন্তু উহার অংশ আমানত থাকিবে। অথচ অল্পের ধন পাওয়া পক্ষে মৃত জানিতে হইবে। যদি ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকার কোন তত্ত্ব না পাওয়া যায়, তবে পরে ঐ অংশ উত্তরাধিকারীগণ বণ্টন করিয়া নিবেন। (স, আ)

বা। নিরুদ্ধেশের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবেন ?

শি। সেই দেশের কাজী করিবেন। (আ)

বা। তাহার জী কত বৎসর পরে অল্পের সঙ্গে বিবাহ করিতে পারে ?

শি। যদি আবশ্যক হয় তবে যে দিবস নিরুদ্ধেশ হয় সেই অবধি চারি বৎসর অতীত হইলে বিবাহ করিতে পারে। (আ, সা)

বা। পিতা বলিয়াছেন, ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিবেন না, উহা সত্য কি না ?

শি। হাঁ সত্য বটে। কিন্তু সকলেরই রক্ত মাংসের শরীর, এ দীর্ঘকাল ক্রিপে, বাপন করিবে ? আসাচ্ছানেরই কি উপায় এ

কারণ আবশ্যক বশতঃ পণ্ডিতেরা চারি বৎসরের ব্যবস্থা দিয়াছেন

তৎপর ইক্ষৎ চারি মাস দশ দিন । (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার ভাগী হওয়ার বিবরণ
জানা আবশ্যক ।

বা । ভাগী কাহাকে বলে ?

শি । অনির্দিষ্ট রূপ ভাগ থাকাকে ভাগী বলে, বাহাকে আরবীতে
শেরকৎ বলে । (আ)

বা । ভাগী কয় প্রকার ?

শি । দুই প্রকার । যথা—মূল ভাগী ও লাভ ভাগী ।

বা । উহার দুটা দৃষ্টান্ত বলুন ?

শি । যেমন দুটি ভাই পিতা মৃত্যু হইলে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে বে
উভয়ে ভাগী হওয়া উহাকে মূল ভাগী বলে । আর ভাগা ভাগী
হইয়া বানিজ্যাদি করতঃ লাভের অংশী হওয়াকে লাভ ভাগী বলে ।
শরাতে মূলভাগীকে শেরকতে আয়েন বলে, লাভ ভাগীকে, শের-
কতে আকদ বলে । (স, হে)

বা । মূলভাগীরা একে অন্তের অনুমতিভিন্ন সেই মূলধনদিয়া বানিজ্যাদি
করিতে পারে কি না ?

শি । না । (স, হে, আ)

বা । লাভ ভাগী হওয়াতে কি কি বিষয়ের আবশ্যক ?

শি । উক্তি স্বীকার হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ একে দ্বিতীয়কে বলেন যে,
“আমি অন্ত বস্তুকে তোমাকে শরিক কি ভাগী করিলাম” দ্বিতীয়
জন্ম বলেন যে, “আমি শরিক কি ভাগী হইলাম” এই উক্তি
স্বীকারকে শরাতে এ বিষয়ের “রোকন” বলিয়া বর্ণনা
হইরাছে । (আ)

বা । লাভ ভাগী হওয়া কয় প্রকার ?

- শি। চারি প্রকার যথা—মফাওজা, এনান, ছানায়ে, ওজুহ। (স)
- বা। মফাওজা কাহাকে বলে?
- শি। ধনেতে, ধর্ম্মেতে, ব্যয়েতে, তুল্য হইলে উহাকে শেরকতে মফাওজা বলে' যথা, 'ক' 'খ' হুইজন মুসলমান জাতীয়, প্রতিজন দশ টাকা পুঁজি লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে এবং প্রতিজন হুই টাকা করিয়া মাসিক ব্যয় করে। (আ)
- বা। হিন্দু মুসলমানে একত্র হইয়া এই বাণিজ্য করিতে পারে কি না?
- শি। না, কেননা উহারা এক ধর্ম্মীয় নহেন। (স, আ)
- বা। ধনবানে ও কান্দালে এরূপ বাণিজ্যাদি একত্র করিতে পারে কিনা?
- শি। না, শরতে নিষেধ লিখিয়াছে। কেননা কান্দালে টাকা ভান্দিয়া খাইলে উহা লইয়া পরে গোলযোগ উপস্থিত হইবে। (স, আ)
- বা। 'ক' নামক কোন ব্যক্তি দশ টাকা এবং 'খ' নামক কোন ব্যক্তি ফুড়ি টাকা একত্র করিয়া বাণিজ্য করিতে পারে কি না?
- শি। হাঁ পারে। কিন্তু উহার বৃদ্ধি দশ টাকার লাভে 'ক' নামক ব্যক্তি ভাগী হইতে পারিবেক না। (আ)
- বা। উভয় মধ্যে একের অনুমতি ভিন্ন দ্বিতীয়ে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে কি না?
- শি। হাঁ পারে। (আ)
- বা। 'ক' 'খ' নামক হুইজন একত্র বাণিজ্য আরম্ভ করিল তন্মধ্যে 'ক' নামক ব্যক্তি 'গ' নামক কোন ব্যক্তির স্থান হইতে ১০ টাকার ধাত্য ক্রয় করিল, এস্থলে 'গ' নামক ব্যক্তি আপন ধাত্তের মূল্য 'খ' নামক ব্যক্তির স্থানে পাইতে পারে কি না?
- শি। হাঁ পারে। (আ)
- বা। 'ক' 'খ' হুইজন মধ্যে একজন লোকদান দিলে দ্বিতীয় জন উহার ভর্ত্তব্য দিবেন কি না?
- শি। হাঁ দিবেন। (আ)

- বা । শেরকতে এনান কাহাকে বলে ?
- শি । দুইজন কম বেশী পূঁজি লইয়া ভাগে বাণিজ্য করাকে শেরকতে এনান বলে । আগো বাহার যত টাকা খাটিবে তিনি সেই হারে লভ্য পাইবেন, কিম্বা তুল্য টাকা হইলে যদি কম বেশীর চুক্তি করেন তাহাও শরাতে সিদ্ধ আছে । (স, আ)
- বা । শেরকতে ছানায় কাহাকে বলে ?
- শি । দুই ব্যক্তি দুই কর্ম করিয়া তাহার লাভ একত্র করতঃ ভাগ করিয়া লওয়াকে "শেরকতে ছানায়" বলে ইহাও ঐমত কম বেশি করিয়া লইলে শরার অন্তর্গত হইবেন । (স, হে, আ)
- বা । ভাগা ভাগী রূপে কি কি কর্ম করা যায় না ?
- শি । খড়ি কাটা, ঘাস কাটা, শিকার করা এই সকল কর্ম করা নিষেধ । ইহা যিনি করিবেন তিনি তাহার ভল ভোগী হইবেন । (স, আ)
- বা । শেরকতে ওজুহ কাহাকে বলে ?
- শি । দুইজন কাহার নিকট হইতে বাকী জিনিষাদি লইয়া একত্র বিক্রয় করতঃ তাহার মূল্য পরিশোধান্তে যাহা শেষ থাকিবে তাহাতেই ভাগী হওয়াকে "শেরকতে ওজুহ" বলে । এইরূপ ব্যবসাদি করা শরাতে নিষেধ নাই । (স, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণে তোমার ওক্‌ফের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

- বা । ওক্‌ফ কাহাকে বলে ?
- শি । কোন বস্তুতে দৃঢ়রূপে স্বত্ব বানাইয়া ঐ বস্তুর লাভ দান করাকে ওক্‌ফ বলে । এই ব্যবস্থা এমাম আবু হানিফা দেন এবং এমাম আবু ইউসুফ ও এমাম মহাম্মদ বলেন যে, স্মার স্বত্ব ধ্বংস করিয়া ঐ বস্তুতে আল্লাহর স্বত্ব বানাইয়া তাহার লাভ দান করার নাম ওক্‌ফ । আমরা উহাকে চিরস্থায়ী দাতব্য বলি । (হে, আ)

- বা। এমাম আবু হানিফার নিকট কি ওক্ফ কারকের স্বত্ব কখনই ধ্বংস হয় না ?
- শি। না, তবে যদি ওক্ফ করিলে সে দেশের বিচার কর্তা ওক্ফের অনুমতি দেন, তবে ওক্ফ কারকের স্বত্ব থাকিবে না। (স, হে, আ)
- এইরূপ যদি কেহ মসজিদ নির্মাণ করিয়া এই অনুমতি দেন যে, “যাহার ইচ্ছা হয় নামাজ পড়” এস্থলে একজন মাত্র নামাজ পড়িলেই উহার স্বত্ব থাকিবে না। (স, হে, আ)
- বা। যদি মৃত্যুর পরে ওক্ফ করার শর্ত করেন অর্থাৎ এই বলেন, আমি জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উপস্থিত ভোগ করিব, মরণান্তে ওক্ফ হইবে, একপ দাতব্য শরতে সিদ্ধ কি না ?
- বা। হাঁ সিদ্ধ। (স, হে, আ)
- শি। ওক্ফের বস্তু পরিবর্তন করিয়া দেওয়া যায় কি না ?
- শি। হাঁ দেওয়া যায় কিন্তু বিক্রয় করা যায় না। (আ)
- বা। অস্থাবর সম্পত্তি যেমন পুস্তক, ডেগ, পাতিলা ইত্যাদি ওক্ফ করা যায় কি না ?
- শি। হাঁ করা যায়, স্থাবরের তো কথাই নাই। (স, হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ
তোমার মসজিদ ওক্ফের বিবরণ
জানা আবশ্যিক।

- বা। মসজিদ কাহাকে বলে ?
- শি। নামাজ পড়ার জন্য কোন ঘর প্রস্তুত করিয়া এবং নামাজীগণের গমনাগমনের পথ বানাইয়া নামাজ পড়ার অনুমতি দিলে এবং মসজিদ বলিয়া নাম রাখিলে, মসজিদ বলা যায়। (হে, জা)
- বা। যিনি মসজিদ দিয়াছেন উহাতে তাঁহার কোন স্বত্ব আছে কিনা ?
- শি। না কিন্তু এমাম আবু হানিফা বলেন যে পর্য্যন্ত কেহ নামাজ না পড়েন সে পর্য্যন্ত স্বত্ব থাকিতে পারে এবং এমাম আবু ইউসুফ

বলেন, নমাজ পড়ুক বা না পড়ুক মস্জিদে বলা মাত্র স্বত্ব ধ্বংস
হইয়া যায় । (হে)

বা । মস্জিদ ভাঙ্গিয়া নিষ্কর্য্য হইলেও কি মস্জিদেদের নিয়ম খাটিবে ?

শি । হাঁ পৃথিবী থাকা পর্য্যন্ত ঐ স্থানকে মস্জিদ বলিতে হইবে অর্থাৎ
ঐ ভূমিতে কাহার অধিকার থাকিবে না । (হে)

বা । মস্জিদ বানাইয়া বিক্রয় করা যায় কি না ?

শি । না । (আ)

বা । এক মস্জিদে বন, বাশ, কাঠ, বিছানা ইত্যাদি নিষ্কর্য্য হইলে
অন্য মস্জিদে লাগাইতে পারে কি না ?

শি । হাঁ পারে । কিন্তু নিম্ন কর্মে লাগাইতে পারিবে না । (আ)

বা । মস্জিদেদের কাজ কর্মের ভার কাহারও প্রতি অর্পণ করা যায় কিনা ?

শি । হাঁ করা যায় । ঐ ব্যক্তিকে “মতওল্লি” বলে । (হে, আ)

বা । মতওল্লি মস্জিদেদের প্রদীপ ঘরে নিতে পারেন কি না ?

শি । না কিন্তু ঘরের প্রদীপ মস্জিদে নিতে পারেন এবং এদেশে মগরের
অবধি এশা পর্য্যন্ত মস্জিদে প্রদীপ থাকিতে পারে । (ন)

বা । মস্জিদেদের প্রদীপে ছাত্র পড়ান যায় কি না ?

শি । হাঁ রাত্রির তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত, তৎপর নিবেদন । (আ, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার কবর ওক্ফের বিবরণ
জানা আবশ্যক ।

বা । কবর স্থান ওক্ফ করা যায় কি না ?

শি । হাঁ কবা যায় কিন্তু ঐ স্থানে কোন বৃক্ষ থাকিলে ঐ বৃক্ষ ওক্ফ মধ্যে
গণ্য হইবে না । (হে, আ)

বা । ভূস্বামীর অনুমতি না লইয়া মাটি দিলে তাহাতে ভূস্বামীর কোন
অধিকার আছে কি না ?

শি। হাঁ ইচ্ছা হইলে মৃতকে উঠাইতে পারেন কিম্বা কবরের উপর কৃষিকার্য্য করিতে পারেন । (হে, জা)

বা। ওক্ফের বস্তু ইজারা দেওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ দেওয়া যায় কিন্তু তিন বৎসরের অধিক কালের জন্য দেওয়া যায় না, দিলেও অসিদ্ধ হইবে । (জা. ছে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক। অদ্য
বেলা অবসান হইয়াছে বাড়ী যাও আগামী
কল্য সকালে আসিও তোমাকে বিক্রয়ের
বিবরণ শিক্ষা দেওয়া যাইবে ।

তৃতীয় ভাগ ।

বিক্রয়ের বিবরণ ।

বা। বিক্রয় কাহাকে বলে ?

শি। কোন দ্রব্যের সহিত কোন দ্রব্য পরিবর্তন করাকে শরীতে বিক্রয় বলে, যিনি বিক্রয় করেন তাঁহাকে বিক্রেতা যিনি ক্রয় করেন তাঁহাকে ক্রেতা, যে বস্তু দ্বারায় ক্রয় করা যায় তাহাকে ক্রয়ের দ্রব্য বলা যায়, আমরা যাহাকে মূল্য বলিয়া থাকি । (হে, জা)

বা। বিক্রয় কয় প্রকার ?

শি। দুই প্রকার । যথা—উক্তি স্বীকার দ্বারা বিক্রয় ও উক্তি স্বীকার ব্যতীত বিক্রয় ।

বা। উক্তি স্বীকার দ্বারা বিক্রয় কিরূপ ?

শি। যেমন বিক্রেতা বলিলেম, “আমি” এক টাকান্তে অমুক দ্রব্য আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম” ক্রেতা উত্তরে বলিলেন “আমি

ক্রয় করিলাম” ইহাকেই উক্তি স্বীকার দ্বারা বিক্রয় করা বলে । (ক, আ)

বা । উক্তি স্বীকার ব্যতীত বিক্রয় কিরূপ ?

শি । যেমন দোকানিরা কোন বস্তু ভাগা দিয়া রাখে, বাহ্যিক ইচ্ছা হয়
• পরসী দিয়া নিয়া যায়, উক্তি স্বীকারের কোনও আবশ্যক রাখে না ।

• হে বালক ! মনে রাখিও বিক্রয়ের দ্রব্য কি মূল্য কি উভয়ের পরিমাণ অনির্দিষ্ট থাকিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না । উহাকে আরবী ভাষায় “মজহুল” বলে । (হে, আ)

বা । উহার একটা উদাহরণ বলুন ।

শি । যেমন পুস্তকবিক্রয় মৎস্য বিক্রয় করা অর্থাৎ পুস্তকবিক্রীতে মৎস্য আছে কি না, থাকিলেও কি পরিমাণ আছে, কিছুই জানা যায় না,
• একারণ উহার ক্রয় বিক্রয় শরতে অসিদ্ধ । বুদ্ধের ফলের প্রতিও এই নিয়ম । (আ)

বা । কিরূপ করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে হয় ?

শি । বিক্রেতা বলিবেন “আমি অমুক দ্রব্য এত মূল্যে আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম । ক্রেতা বলিবেন “আমি ক্রয় করিলাম” তবেই বিক্রয় সিদ্ধ হইবে । (হে, আ)

বা । বিক্রেতা উক্তি করিয়া ক্রেতার স্বীকারের পূর্বে বিক্রয় করিব না, বলিলে কি হইবে ?

শি । বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে । এইরূপ যদি বিক্রেতা উক্তি করিলে ক্রেতা স্বীকারের পূর্বে উঠিয়া যান এবং পুনর্ব্যায় আসিয়া স্বীকার পান তত্বেও অসিদ্ধ হইবে । (আ)

বা । উক্তি স্বীকারের পর বিক্রয় অসিদ্ধ হয় কি না ?

শি । না । কিন্তু জিনিসে কোন দোষ বাহির হইলে, কিম্বা খরিদার পূর্বে না দেখিয়া থাকিলে অসিদ্ধ হয় । (স, হে)

বা । বিক্রয়ের রস্তু সাক্ষাতে রাখিয়া ইশারায় দেখাইলে হয় কি না ?

- শি । হাঁ হয় এবং কি বস্তু কত খানি বলিবার কোন আবশ্যক নাই, কেন না সাক্ষাতেই দেখিতেছে : (আ)
- বা । যাহা দিয়া ক্রয় করা যায় তাহা কি বস্তু এবং কি পরিমাণ, বর্ণন করিতে হইবে কি না ? (আ)
- শি । হাঁ অবশ্য করিতে হইবে ।
- বা । ‘ক, নামক বিক্রেতা :’ নামক ক্রেতাকে বলিলেন, এই কাপড় এক মুদ্রাতে আপনার নি. ট বিক্রয় করিলাম এবং ‘খ, উত্তর করিলেন আমি ক্রয় করিলাম ।’ এই ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কিনা ?
- শি । হাঁ হইবে । (আ)
- বা । যদি ‘ক, নামক ব্যক্তি ‘খ, নামক ব্যক্তিকে বলেন যে, আমি একটি স্বর্ণ মুদ্রা অর্থাৎ মোহর পাইব বলিয়া বিক্রয় করিয়াছি । ‘খ, নামক ক্রেতা বলিলেন আমি একটি রৌপ্যমুদ্রা দিব বলিয়া ক্রয় করিয়াছি এই বিবাদ শরিতে কিরূপে নিষ্পত্তি হইবে ?
- শি । দেখিতে হইবে ঐ স্থানে কোন মুদ্রা অধিক প্রচলিত, যাহা অধিক প্রচলিত হইবে তাহাই দিতে হইবে । (জা)
- বা । মূল্য নগদ দিতে না পারিলে ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । না কিন্তু ঐ মূল্য কত দিবস পরে দিবে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিলে অবশ্য সিদ্ধ হইবে । (হে, আ)
- বা । নির্ণয় না করিলে কি হইবে ?
- শি । উহা লইয়া পরে বিবাদের সম্ভাবনা আছে, কেন না বিক্রেতার অল্প দিন পরেই মূল্য চাওয়া সম্ভব এবং ক্রেতার উহার বিপরীত হইবারই অধিক সম্ভব । (হে, আ)
- বা । কলাই দিয়া ধাতু কি ধাতু দিয়া গম পরিবর্তন করা যায় কি না ?
- শি । হাঁ করা যায় কিন্তু এরূপ বিনিময় অর্থাৎ বদল করা কালে বস্তুর ওজন করিতে হইবে । (ল, দো)
- বা । আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি ফলাদি বৃক্ষে রাখিয়া ক্রয় করা যায় কি না ?

- শি। হাঁ করা যায় কিন্তু উহা খাইবার যোগ্য হউক বা না হউক ফ্রয় করা মাত্র পাড়িয়া লইতে হইবে। (হে, আ)
- বা। যদি কেহ ঐ ফল পাকা পর্য্যন্ত বৃক্ষে রাখিবার শর্ত করে তবে উহা শরতে সিদ্ধ হইবে কি না?
- শি। না কিন্তু শর্ত না করিয়া বৃক্ষে রাখিয়া পরে উভয়ে স্বীকার পাইলে অসিদ্ধ হইবে না। (হে, আ)
- বা। যদি কেহ বৃক্ষে ফল রাখিয়া বিক্রয় করে এবং বিক্রয়কালে ক্রেতাকে বলে যে "আমি কয়েকটি ফল রাখিব" তবে বিক্রয়সিদ্ধ হইবে কিনা?
- শি। না। কেন না উহা লইয়া পরে বিবাদ হওয়া সম্ভব। (আ)
- বা। যদি কেহ বাটী বিক্রয় করা কালে ঘর বিক্রয় করিল কি না কিছুই না বলে তবে ঐ বাটীর ঘর কাহার হইবে?
- শি। ক্রেতার হইবে। এইরূপ যে ভূমি বিক্রয় করা যায় ঐ ভূমির বৃক্ষের কথা থাকুক বা না থাকুক উহা ক্রেতার হয়। (স, হে)
- বা। বিক্রয়ের ভূমিতে শস্ত থাকিলে তাহাও কি ঐ মত হইবে?
- শি। না, শস্ত থাকিলে যদি তাহার কথা না থাকে তবে শস্তের স্বত্বাধিকারী বিক্রেতা হইবে, ক্রেতার কোন আপত্তি থাকিবে না। এহ-রূপ বৃক্ষ ফ্রয় করিলে যদি ফলের কথা উল্লেখ না থাকে তবে ঐ ফল বিক্রেতা পাইবেন। (স, হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ

তোমার জাকড়ের বিবরণ জানা আবশ্যক।

- বা। জাকড় কাহাকে বলে?
- শি। তিন দিবস মধ্যে ক্রবের বস্ত্র ফেরত দেওয়া কি নেওয়া শর্ত করিলে ইহাকেই শরতে জাকড় বলে। এইরূপ শর্ত করিলে শরার অন্তথা হইবে না শরা বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই ঐ ক্ষমতা পিয়াছে। (স, হে)

- বা । তিন দিবসের অধিক কালের শর্ত করিলে ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । না, এই কতওয়া এমাম আবু হানিফা দিয়াছেন কিন্তু এমাম আবু ইউসুফ ও এমাম মুহম্মদ উহাদের ব্যবস্থা মত তিন দিবসের অধিক কালের শর্তও সিদ্ধ । (স, হে)
- বা । যদি কেহ তিন দিবসের কি তাহার অধিক কি মূল্য কালের এইরূপ শর্ত করে যে, যদি এই কাল মধ্যে মূল্য দিতে না পারি তবে বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে । এইরূপ শর্ত করা শরীতে আছে কি না ?
- শি । হাঁ আছে এবং করিতেও পারে । উহাকে আরবী ভাষায় “নকদ খেবাব” বলে । (আ)
- বা । ফেরত দেওয়া ও লওয়ার ক্ষমতা বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের আছে কি না ?
- শি । হাঁ আছে । (স, হে, আ)
- বা । বিক্রেতা শর্ত করিলে কি হইবে এবং ক্রেতা শর্ত করিলে কি হইবে ?
- শি । বিক্রেতা শর্ত করিলে যদি ক্রেতা ক্রয়ের বস্তু লইয়া যায় তবে তাহাতে বিক্রেতার সম্বন্ধ ধ্বংস হইবে না অর্থাৎ ক্রেতার হস্তে ঐ বস্তু নাশ পাইলে বাজার দরে উহার মূল্য বিক্রেতাকে দিতে হইবে, যে মূল্য বলিয়া নিয়া ছিল উহা দিতে হইবে না কিন্তু যদি ঐ শর্ত ক্রেতা করেন তবে তাহাতে বিক্রেতার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না অর্থাৎ ঐ বস্তু ক্রেতার হস্তে নাশ পাইলে যে মূল্য বলিয়া আনিয়াছিল তাহাই দিতে হইবে । বাজার দরে দিলে চলিবে না । (স, আ)
- বা । যদি শর্ত করিয়া শর্তের নিয়মিত কাল মধ্যে ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করায় ইচ্ছা হয় তবে কিরূপে ভঙ্গ করিবে ?
- শি । উভয়ে উপস্থিত হইয়া ভঙ্গ করিবে, একারণ একের অসাক্ষাতে অস্ত্রে ভঙ্গ করিলে সিদ্ধ হইবে না । (আ)
- বা । ঐ শর্তের ক্ষমতা কত দিন পর্যন্ত থাকে ?

শি। যে কবেক দিবসের কথা থাকে সেই কয়েক দিবস থাকিবে কিন্তু ঐ কয়দিবস অতীত হইলে কি উভয়ের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে কি ক্রয়ের বস্তুতে কোন দোষ ঘটিলে কি আচরণ করিলে কি হেবা করিলে ঐক্ষমতা রহিত হইবে অর্থাৎ অসিদ্ধ করিবার কোন ক্ষমতা থাকিবে না। (স, হে, আ)

বা। ধিনি শর্ত করিয়াছেন তাঁহার শর্তের নিয়মিত কাল মধ্যে মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ঐশর্তে অধিকারী হইবেন কিনা?

শি। না। (হে, আ)

বা। যদি কেহ এক বস্তুর পরিবর্তে দুই খানি কি তিন খানি কাপড় এই শর্তে লয় যে, আমার যেটী ইচ্ছা হয় সেইখানি রাখিব, এরূপ শর্ত করা শরতে দিক হইবে কি না?

শি। ইহা হইবে, কিন্তু চারিখানি লইলে অসিদ্ধ হইবে। (হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ
তোমার দৃষ্টি ক্ষমতার বিবরণ
জানা আবশ্যক।

বা। দৃষ্টি ক্ষমতা কাহাকে বলে?

শি। না দেখিয়া কোন বস্তু ক্রয় করিলে ক্রেতার ঐক্ষমতা আছে যে, ঐ বস্তু দেখিলে পরে মনোনীত হইলে রাখিবে নতুবা বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। ইহাকে আরবী ভাষায় “কয়েতেংখেরার” বলে। (স, হে, আ)

বা। ঐ ক্ষমতা ক্রেতার কত দিন পর্য্যন্ত থাকিবে?

শি। তাহার কোন নির্ণয় নাই। ক্রেতার দেখা পর্য্যন্ত তাহার নিরূপিত কাল। (স, হে)

বা। না দেখিয়া বিক্রয় করিলে পরে দেখিলে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার বিক্রেতার ক্ষমতা আছে কি না?

শি। বিক্রেতার কোন সময়েই ঐ ক্ষমতা নাই। (স, হে)

- বা । কি কি ঘটনায় ক্রেতার ঐ ক্ষমতা রহিত হয় ?
- শি । ক্রেতা, নিকট ঘিনিলে কোনও দোষ দৃষ্ট হইলে কি ব্যবহার করিলে কি কাহার নিকট বিক্রয় করিলে কি কাহাকে হেবা দিলে, ঐ ক্ষমতা রহিত হয় । হে বালক ! মনে রাখিও ঐ সকল ঘটনায় আকড় শর্তও রহিত হয় । (হে)
- বা । যদি কোন দ্রব্য বস্তুর মধ্যে বাঁধা থাকে তবে ঐ বস্তুর মুখ খুলিয়া দৃষ্টি করতঃ ক্রয় করিলে পরে উহা ফেরত দিতে পারে কি না ?
- শি । না, এইরূপ গো, অথ. মেঘ, মহিব প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুর মুখ কি পৃষ্ঠ দৃষ্টি করিয়া ক্রয় করিলে, উহা ফেরত দিতে পারিবে না । এইরূপ মারকিন, মলমল, নয়নম্বক প্রভৃতি কাপড় যাহাতে কোনও প্রকারের নকশা নাই উহার উপরিভাগে দেখিয়া ক্রয় করিলে পরে খুলিয়া দৃষ্টি করতঃ ফেরত দিতে পারিবে না কিন্তু কাটা ফাটা বাহির হইলে অবশ্য পারিবে । (হে, আ)
- বা । ক্রয়ের জন্ত উকীল নিযুক্ত করিলে ঐ উকীল দেখিয়া ক্রয় করিলে দিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । হাঁ হইবে, পরে অদিক্র ক্রিবার কোনও ক্ষমতা থাকিবে না (দ, কা)
- বা । ছাগ মাংস দেখিয়া ক্রয় করিলে পরে ফেরত দিতে পারে কি না ?
- শি । হাঁ পারে কিন্তু জ্ঞান লইয়া ক্রয় করিলে ফেরত দিবার অধিকার নাই । (তাতা, কা)
- বা । অন্ধের ক্রয় দিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । হাঁ হইবে কিন্তু যে পধ্যস্ত বস্তুর গুণাগুণ অন্ধের বোধ গম্য না হয় সে পধ্যস্ত ফেরত দিতে পারে । (স)
- বা । অন্ধের বোধগম্য কিরূপে হইবে ?
- শি । স্পর্শ করা, জ্ঞান লওয়া ও জিজ্ঞাসা দ্বারা এই তিনটী অন্ধের বোধগম্য হইবার উপায় । (স)
- বা । অন্ধ ভূমি ক্রয় করিলে উহা বোধগম্য হইবার উপায় কি ?

শি । ঐ ভূমির গুণাগুণ শ্রবণ করিলেই বোধগম্য হইবে অর্থাৎ ভূমির গুণাগুণ শ্রবণ করিয়া ক্রয় করিলে পবে ফেরত দিতে পারিবে না । (স, হে)

বা । কোন ব্যক্তি বহুদিন হইল কোন বস্তু দেখিয়াছিল, সেই দেখায়
• প্রতি নির্ভর করিয়া ক্রয় করিলে পরে ফেরত দিতে পারবে কি না ?

শি । না কিন্তু যেক্রপ দেখিয়াছিল সেক্রপ না থাকিলে অবশ্য ফেরত দিতে
• পায়ে । হে বালক ! ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী গণের দৃষ্টি-ক্ষমতা রহিত হয় । (হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার ক্ষতি ক্ষমতার বিবরণ
জানা আবশ্যক ।

বাঃ ক্ষতি ক্ষমতা কাকে বলে ?

শি । কোন বস্তু ক্রয় করিলে যদি ঐ বস্তুতে কোন দোষ দেখা যায় এবং
ক্রয়কালে ক্রেতাজ্ঞাত নাপাকে তবে ক্রেতার ঐ বস্তু ফেরত দেওয়ার
ক্ষমতা আছে এবং উহাকেই ক্ষতি ক্ষমতা বলা যায়, আরবী ভাষায়
“আযনে খেযার” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । (স, হে, আ)

বা । যদি ক্রেতা দূষিত বস্তু লইতে চায় কিন্তু সে মূল্য বুলিয়া লইয়া
ছিল, তাহা হইতে কম দিতে স্বীকার পায়, তবে উহা দিতে পারে
কি না ?

শি । না, লওয়া হইলে যাচা বলিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহাই দিতে হইবে
• নচেৎ ফেরত দিবে । (স)

বা । কোন বস্তু ক্রয় করিয়া আনিলে যদি দুইটী দোষ দেখা যায়, উহার
একটী দোষ বিক্রেতার নিকট হইয়াছিল, দ্বিতীয়টী ক্রেতার, ঐ দ্রব্য
ক্রেতা হইতে কি অল্প ক্রয় হইতে কি দৈব ঘটনাক্রমে হউক ঐ বস্তু
ফেরত দিতে পারে কি না ?

শি । না কিন্তু বিক্রেতার ক্ষতি পরিমাণ যথা কম দিতে পারিবে । (হে)

- বা। যদি বিক্রেতা কম লইতে অস্বীকার হইয়া আপন বস্তু ফিরাইয়া লইতে চায় তবে লইতে পারে কি না ?
- শি। হাঁ পারে। (হে)
- বা। একজন খলিফা কোন কাপড়িয়ার নিকটহইতে কাপড় ক্রয়করিয়া কর্তন করে, পরে ঐ কাপড়ে কোন দোষ বাহির হয়, ফলিতার্থে ঐ দোষ কাপড় বিক্রেতার নিকট হইয়াছিল। এইক্ষণ ঐ কাপড় ফেরত দিতে পারে কি না ?
- শি। না কিন্তু ক্ষতি পরিমাণ মূল্য ফেরত লইতে পারিবে। (আ)
- বা। গিরা, বাঙ্গি, তরমুজ, নেবু, ডিম এইরূপ কোন বস্তু ক্রয় করিলে যদি কোন দোষ বাহির হয় তবে বিক্রেতা হইতে সমুদয় মূল্য ফেরত লইতে পারে কি না ?
- শি। হাঁ যদি ঐ দোষে নষ্ট হইয়া থাকে তবে পারে কিন্তু নষ্ট না হইলে ফেরত দিবার কোনও ক্ষমতা নাই। তবে লোকসান পরিমাণ মূল্য ফেরত লইতে পারিবে। (ম)
- বা। খান, চাউল, যব, শরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বস্তু যাহা ওজনে ক্রয় বিক্রয় হয় উহাতে কোন দোষ বাহির হইলে কি হইবে ?
- শি। ক্রেতার এই ক্ষমতা আছে যে উহা ফেরত দিয়া সমুদয় মূল্য ফেরত লইতে পারেন কিন্তু লোকসানি বলিয়া মূল্য কম করিতে পারিবেন না। (আ)
- বা। যদি বিক্রেতা বিক্রয় কালে ক্রেতাকে বলেন যে, বিক্রয়ের বস্তু যাহা হয় এখনি দেখুন, পরে কোন দোষ বাহির হইলে ফেরত দিতে পারিবেন না, এরূপ বলা শর্যতে সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি। হাঁ সিদ্ধ বটে কিন্তু ক্রেতা উহা স্বীকার পাইয়া লইলে পরে ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। (আ)
- বা। যে বস্তু বিক্রয় করা যায় ও যে বস্তুর মূল্য হয় উভয়ের দোষাদোষ প্রকাশ করিতে হইবে কি না ?

শি । হাঁ যাহার যে দোষ ব্যক্ত করিতে হইবে এবং দোষ ছাপাইয়া
বিক্রয় করা শরতে নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে । (দো)

ইহা বলিয়াশিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ
• তোমার অসিদ্ধ বিক্রয়ের বিবরণ

জানা আবশ্যক ।

বা । অসিদ্ধ বিক্রয় কাহাকে বলে ?

শি । আরবী ভাষায় যাহাকে “বায়কাছেদ” বলে । (স, হে, আ)

বা । কি কি বিষয়ে বিক্রয় অসিদ্ধ হয় ?

শি । জিনিস কি মূল্যের বস্তু কি উভয় মাল না হইলে কি হারাম হইলে
বিক্রয় অসিদ্ধ হয় । (হে, আ)

বা । উহার একটা উদাহরণ বলুন ।

শি । যেমন মৃত্যু, রক্ত, স্বাধীন-ব্যক্তি ইহা মাল হইতে পারে না, ও
শরাব, শূকর হারাম, অতএব উহা দিয়া কোন বস্তু ক্রয় কি পরি-
বর্তন অসিদ্ধ হইবে । এইরূপ যে বস্তুতে কোন সত্ত্ব নাই তাহা
দিয়া ক্রয় করিলেও অসিদ্ধ হইবে বস্তুপি ক্রয় করিয়া স্বাধীন করিয়া
ধাকে । (স)

বা । কোন জন্তুর গর্ভ বিক্রয় করা যায় কি না ?

শি । না, কেননা বুকাইয়া দিতে পারিবে না । এইরূপ মনুষ্যের বীৰ্য্য
এবং যে পাখী আকাশে উড়িতেছে ও যে মতি ছিন্ধকের উদরে
আছে উহা বিক্রয় করিলে অসিদ্ধ হইবে । (হে, দো)

বা । কোন জন্তুর লোম কি পালক ঐ জন্তুর শরীরে রাখিয়া বিক্রয়
করিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি । না, এইরূপ পুত্রে কি মদীতে মৎস্য রাখিয়া বিক্রয় করাও অসিদ্ধ
লিখিয়াছে । (হে, দো)

বা । যে শিকল ঘড়িতে লগ্ন আছে উহা বিক্রয় করা যায় কি না ?

শি । না । (ঘা)

- বা । অরণোর কাষ্ঠ অরণো রাখিয়া বিক্রয় করা যায় কি না ?
- শি । না অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া আপন আয়ত্তে না আনা যায় সে পর্য্যন্ত বিক্রয় করা সিদ্ধ হইবে না । (আ)
- বা । জল বিক্রয় করা যায় কি না ?
- শি । হাঁ করা যায় কিন্তু নদীতে কি পুকুরনীতে কি কূর্ণেতে রাখিয়া বিক্রয় করা যায় না । (আ)
- বা । কোন ধীবর আল ফেলাইলে যদি কেহ বলে এটার 'যে মৎস্য পাওয়া যাইবে তাহা আমার নিকট বিক্রয় কর, এস্থলে ঐ মৎস্য ধরিবার অগ্রে বিক্রয় করা যায় কি না ?
- শি । না, কেননা পূর্বেই বলিয়াছি "সায়েমজহল" অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না । (হে, আ)
- বা । যদি কোনব্যক্তি কাহার পুকুরনীতে বর্শীদ্বারা মৎস্য ধরিবে বলিয়া মানিক কিছু দেওয়া স্বীকার করে তবে উহা সিদ্ধ হইবে কি না এবং ঐ মৎস্য পাওয়া হালাল হইবে কি না ?
- শি । ধরাও সিদ্ধ নয় খাওয়াও হালাল নয় । (হে, আ)
- বা । ঘাস বিক্রয় করা যায় কি না ?
- শি । না কিন্তু উহা কর্ত্তন করিয়া বিক্রয় করিলে দোষ ঘটিবে না (কে)
- বা । কর্ত্তনের পূর্বে বিক্রয় করা যায় না, ইহার কারণ কি ?
- শি । তেলারানামক গ্রন্থে উহার কারণ বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে । যখন উহা পাঠ করিবে তখন অনায়াসে জানিতে পারিবে । আরও একটী কথা স্মরণ রাখিবে যে, জল, ঘাস, অগ্নি এই তিন বস্তুতে সকলেই স্বত্বাধিকারী । (হে, আ)
- বা । মধুমক্ষিকা বিক্রয় করা যায় কি না ?
- শি । না এই ব্যবস্থা এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউসুফ দেন কিন্তু এমাম মহাম্মদ বলেন, মধুমক্ষিকারও ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে । (ন, আ)

এইরূপ এমাম আবু হানিফা বলেন যে, বেশমের কাঁট ক্রয়

বিক্রয় করা অসিদ্ধ কিন্তু এমাম আবু ইউসুফ বলেন যে, ঐ কীটের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রেশম হইলে বিক্রয় করা অবশ্য সিদ্ধ হইবে এবং এমাম মহম্মদ বলেন, রেশম হউক বা না হউক উহার ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ। (হে)

বা। তিনত্রয়ের তিন মত হইল এইক্ষণ কোন মতের প্রতি কতওয়া দেওয়া যাইবে?

শি। এমাম মহম্মদ সাহেব যাহা বলেন, উহার প্রতি কতওয়া দেওয়া যাইবে। (হো)

বা। রেশমের কীটের ডিম্ব বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। বড় এমাহ সাহেব বলেন উহার বিক্রয় অসিদ্ধ কিন্তু তাঁহার দুইজন শিষ্য বলেন সিদ্ধ। (হে)

বা। মল্লযোয় ছুঙ্ক বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। না, এইরূপ মল্লযোয় লোম, কেশ, কিম্বা অন্ত কোন অংশ বিক্রয় করা অসিদ্ধ কিন্তু ছুঙ্ক দাই বেতন লইয়া সম্মানকে ছুঙ্ক দিতে পারে। (হে, আঃ)

বা। গো, মেঘ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুর চর্ম বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু মৃত জন্তুর চর্ম দাবাগৎ করিবার পূর্বে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না। অবহ করা জন্তুর চর্ম দাবাগৎ করিবার পূর্বে বিক্রয় করিলে শরায় অন্তথা হইবে না। (হে, আঃ)

বা। মৃত জন্তুর অস্থি, শিরা, লোম, শৃঙ্গ, কি পালক বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায়। (আঃ)

বা। তৈল কি দ্রব ভাও সত্তি বিক্রয় করিয়া ভাণ্ডের ওজন অনুমান করিয়া বাদ দিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কি না।

শি। না, কারণ ইহা লইয়া পরে বিবাদের সম্ভাবনা আছে কিন্তু ভাও ওজন করিয়া বাদ দিলে সিদ্ধ হইবে। (স)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার বিক্রয়ে মকরুহের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। বিক্রয়ে কি কি কর্ম মকরুহ?

শি। ক্রয়ের মানন ব্যতীত মূল্য অধিক করা। এইরূপ কেহ কোন বস্তু মূল্য করিতেছে অমত সময় মূল্য করা। (কে, আ)

বা। দুইজন এক কন্ডার বিবাহের কথা। এক সঙ্গে উল্লেখ করিতে পারে কি না?

শি। না, যে পঞ্চাঙ্গ একজনের কথা নিষ্পত্তি না হয়, সে পঞ্চাঙ্গ অন্তজন জানিয়া উপস্থিত করিলে মকরুহহইবে। এইরূপ যে দ্রব্য বিক্রয়জন্ত সহরে আসিতেছে, উহা অগ্রসর হইয়া ক্রয় করাও মকরুহ। (কে)

বা। নিলামে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় করা যায় কি না?

শি। হাঁ করা যায়। (হে, জা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার ক্রয়ের বস্তু ফেরত দেওয়ার বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। ক্রয় বিক্রয় দিক্ অর্থাৎ সহি হইলে ঐ বস্তু ফেরত দেওয়া যায় কি না?

শি। স্বীকার পাইলে আপন আপন বস্তু ফেরত লইতে পারেন আরবী ভাষায় উহাকে “একাল” বলে। (সে, হে)

বা। বিক্রেতা বস্তু সমুদয় বিনাশ পাইলে মূল্য ফেরত হইতে পারে কি না?

শি। না কিন্তু মূল্য না পাইলে বিক্রয়ের বস্তু ফেরত হইতে পারে (সে, হে)

বা। যদি বিক্রিত বস্তুর কিয়দংশ আছে এবং কিয়দংশ নাশ পাইয়াছে এহলে ফেরত হইতে পারে কি না?

শি। হাঁ যে পরিমাণ বস্তু নাশ পায় মাই সেই পরিমাণ ফেরত হইতে পারে। (না, হে)

- বা । কোন বস্তু ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিলে দিষ্ট হইবে কি না ?
- শি । হাঁ হইবে । ক্রয়ের মূল্য বিক্রয় করিলে তুলিয়া বলে, কিছু লাভ লইয়া বিক্রয় করিলে “মোরাবাহাত” বলে, ক্রয়ের মূল্য হইতে ন্যূন মূল্যে বিক্রয় করিলে “ওজুহ” বলে । (স, আ)
- বা । ‘যদি কেহ দশ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া পনের টাকার কথা বলে তবে কি হইবে ?
- শি । ‘ক্রেতার ইচ্ছা হইলে লইবেন, না হইলে লইবেন না কিছু বিক্রোতা মিথ্যা বলার পাপে লিপ্ত হইবেন । (কে)

‘ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার শুদের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

- বা । ‘শুদ কাকাকে বলে ?
- শি । প্রদত্ত বস্তু ফেরত লইবার সময় পূর্বাশ্রয় বুদ্ধি লইলে উচ্চাশ্রয় শুদ বলে, আরম্ভ ভাষায় উহা যেরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । ‘শুদ লওয়া শরতে নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে । (স, হে, আ)
- বা । উহার একটি উদাহরণ বলুন ?
- শি । উদাহরণ কি বলিব তথ্য চারিটী নিয়ম বলিতেছি তদ্বারা সমুদয় বুদ্ধিতে পারিবে যথা—

১ । যদি লওয়া ও দেওয়ার উভয় দ্রব্য এক প্রকারের হয় এবং উভয়ের মাপও এক প্রকারের হয়, তবে কমবেশি করিয়া নগদবিক্রয় করা হারাম । যেমন এক মণ ধাতু দিয়া দেড় মণ ধাতু লওয়া ।

এইরূপ তুল্য দেওয়া শর্তে বিক্রয় করিলেও হারাম হইবে । যেমন এক মণ ধাতু দিয়া কিছু দিন পরে এক মণ ধাতু লওয়া বুদ্ধি লইলেতো বুদ্ধিতেই পায় ।

হে বালক ! এই নিয়ম শ্রবণে শ্রবণে, রৌপ্যে রৌপ্যে, ধাতুে ধাতুে প্রভৃতিতেও বাটবে ।

২। যদি উভয় জিনিস পৃথক হয়, মাপও পৃথক হয়, তবে কম বেশী করিয়া পরিবর্তন অর্থাৎ বদল করিলে স্থল মধ্যে পরিগণিত হইবে না উক্ত নগদই হউক কি বাকীই হউক, যেমন এক মণ চাউল দিয়া এক মণ মার্কিন কাপড় লওয়া ।

৩। যদি উভয় জিনিস পৃথক হয়, মাপ এক হয় এবং যদি নগদ হয়, তবে কম বেশী করিয়া বিনিময় অর্থাৎ বদল করিলে বেশীটী স্থল মধ্যে ধরা যাইবে না, বাকী হইলে অবশ্য স্থল-মধ্যে গণ্য হইবে, যেমন এক মণ ধাতু দিয়া দুই মণ চিনা লওয়া ।

৪। যদি উভয় জিনিস এক হয়, মাপ কম বেশী হয় তবে তৃতীয় নিয়মে মত নগদ বিক্রয় সিদ্ধ, বাকী শত্রে অসিদ্ধ, যেমন ১০ হাত মার্কিন দিয়া ১০ হাত মার্কিন লওয়া । (আ)

হে বালক ! মনে রাখিও পরগণ্য সাহেব যে সকল বস্তু পাপর দ্বারা পরিমাণ করিয়াছেন, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি এবং যে সকল বস্তু কাঠার দ্বারা পরিমাণ করিয়াছেন, যেমন গম, যব, খোয়মা, লবণ প্রভৃতি উহা পৃথিবী থাকা পর্যন্ত ঐ মাপ ধরিতে হইবে যত্নপি লোকে উহার বিপরীত আচরণ করেন । তিনি যাহার পরিমাণ নিরূপণ করেন নাই তাহাতে লোক যেরূপ আচরণ করেন তাহাই ধরা যাইবে । (স, হে, আ)

বা । ইহার মধ্যে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে ।

শি । বল কি প্রশ্ন ?

বা । আমরা কাহার নিকট হইতে টাকা কড়ি কি ধাতু চাউল প্রভৃতি আনিয়া থাকি, কিছুদিন পরে আমাদের হাতে টাকা হইলে পরিশোধ করি আপনার প্রথম নিয়মানুসারে উহাও হইতে পারে না ?

শি । উহাকে কর্জ বলে । তুলা হইলে কর্জ দেওয়া লওয়া শরতে সিদ্ধ কিন্তু বুদ্ধি দিলে অশুভ সিদ্ধ হইবে । (দে,)

- বা । কোন কোন দ্রব্যের কর্কষ দেওয়া লওয়া সিদ্ধ ?
- শি । মোহর, টাকা, পয়সা, ধাতু, চাল, মটর, তৈল, ঘৃত, লবণ, মরিচ প্রভৃতি বাহার তুল্য হইতে পারে, দেওয়া ও লওয়া সিদ্ধ কিন্তু গো, মেঘ, কুকুট ইত্যাদি কোন অস্ত্র কর্কষ দেওয়া ও লওয়া সিদ্ধ নয় । (দো)
- বা । তবে যে দেখিয়াছি আপনার শ্বশুর প্রতিবাসীর নিকট হইতে মৌবগ কর্কষ আনিয়া অপনাদিগকে খাওয়াইতেছেন, সে সবর ত কিছু বলেন নাই ? আপনারা কেবল দুর্গলের সম ।
- শি । (লজ্জিত হইয়া বলিলেন,) বাপু যাঃ বলিলে যথার্থ শুকাইয়া জন্তাই হইয়াছে, আর হইবে না । (দো)
- বা । মাংস দিয়া কোন জীবিত ও মৃত কয় করা যায় কি না ?
- শি । হাঁ যদি সেই জন্তুর মাংস হয় এবং উহা হইতে মাংস অধিক হয় তবে করা যায়, কম হইলে সিদ্ধ হইবে না কিন্তু তুল্য হইলেও সিদ্ধ হইবে । (আ, কা)
- বা । তৈলের পরিবর্তে তিল লওয়া যায় কি না ?
- শি । হাঁ লওয়া যায় যদি তিল অধিক হয় ।
- বা । মাংসে মাংসে কম বেশি করিয়া পরিবর্তন করা যায় কি না ?
- শি । যদি পৃথক জন্তুর মাংস হয় তবে করা যায়, যেমন এক সের গো-মাংস দিয়া দুই সের উষ্ট্রের মাংস লওয়া । এইরূপ পৃথক জন্তুর দুগ্ধও কম বেশি করিয়া পরিবর্তন করা শরীতে সিদ্ধ লিখিয়াছে । যেমন এক সের ছাগ দুগ্ধের পরিবর্তে দুই সের গো দুগ্ধ লওয়া কিন্তু সগদ হওয়া দরকার । বাকী হইলে সুদ মধ্যে পরিগণিত হইবে । (আ, কা)

এইরূপ একটা ডিম্বের পরিবর্তে দুইটা ডিম্ব হইলে কি ভাল এক থান কাপড় দিয়া মল দুই থান কি দুই পুষ্ঠ একটা ছাগী দিয়া দুইটা ছাগী কি এক খণ্ড পুস্ত্র দিয়া দুই খণ্ড পুস্ত্র লইলে শরীর অশুভ হইবে না । (দ, আ, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার সালামের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । সালাম কি বুঝিলামনা ?

শি । কোন বস্তু কিছু কালের পরে দিবে বলিয়া ক্রয় করাকে আরবী ভাষায় "সালাম" বলে, আমরা ভবিষ্যৎ বিক্রয় বলি । (আ)

বা । উহার একটা উদাহরণ বলুন ?

শি । যেমন 'ক, নামক কোন ব্যক্তি দশ টাকা দিয়া 'গ, নামক ব্যক্তিকে নিকট হইতে কুড়ি মণ ধাতু এই শর্তে ক্রয় করিল যে, টাকা একই আশ্বিন মাসে দিলাম, ধাতু পৌষ মাসে দিবে । এইরূপ ক্রয় করাকে সালাম বলে । হে বালক ! এইরূপ ক্রয় বিক্রয় কালে ১৬টা বিষয় জানা আবশ্যক, যাচা এই বিক্রয়ের শর্ত বলিয়া শরতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে । উহার ৬টা মূল্যে, ১০টা জিনিষে । (আ)

বা । সেট ১৬টা কি কি ?

- শি ।
- ১ । মূল্য কি বস্তু, টাকা কি পয়সা কি মোহর ।
 - ২ । মূল্যের বস্তু কোথাকান, কলিকাতাই কি মুরশিদাবাদি ।
 - ৩ । মূল্যের বস্তু ভাল কি মন্দ কি মধ্যম রকম ।
 - ৪ । মূল্যের বস্তু কাঠা কি পাথরের গুজন, কি গুণ্ডা হিসাব ?
 - ৫ । মূল্য নগদ দেওয়া ।
 - ৬ । বিক্রেতা বিক্রয়ের সভায় মূল্য স্বাধীন (দস্ত কবজ) করা ।
 - ৭ । জিনিসের নির্ণয় জানিতে হইবে । ধাতু, কি চাউল, কি শবিনা, কি গম, কি দাব, কি কোঠা ইত্যাদি ।
 - ৮ । সেই জিনিস জলে কি বিনে জলে, কি নরক ভূমিতে, কি পক্ষিতে তথ্য ।
 - ৯ । ভাল জিনিস কি মন্দ জিনিস ।
 - ১০ । পরিমাণের নির্ণয় কাঠার মাপ, কি হাতের মাপ, কি গজের মাপ, কি গণনা মত ।

১১। এই জিনীস কতদিন পরে দিবে তাহার নির্ণয় কিন্তু এক মাসের ন্যূন না হয় ।

১২। বিক্রয়ের সময়াবধি পরিশোধের সময় পর্য্যন্ত বাজারে জিনীস বর্তমান থাকিবে ।

১৩। জিনীস টাকা কি মোহর কি পরসী না হওয়া ।

১৪। চারি প্রকার পরিমাণের কোন এক পরিমাণ হওয়া, যেমন

কাঠের মাপ, কি পাথরের মাপ, কি গণনা মত যদি ভুল্য হয়, কি হাত গজের মাপ ।

১৫। যে জিনীস ক্রয় করা যায় তাহা কোন শর্তে কোন বাজারে কোন স্থানে বুঝাইয়া দিবে ।

১৬। মূল্য ও জিনীস এক বস্তু না হওয়া ।

এই ১৬টির কোন একটিতে ত্রুটি থাকিলে ক্রয় বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে । (আ)

বা । ইহার মধ্যে আমাব কয়েকটি প্রশ্ন আছে ।

শি । কি প্রশ্ন বল ?

বা । যে সভায় একরূপ ক্রয় বিক্রয় হয় এই সভায় মূল্য না দিয়া পরে দিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি । না, কাবণ পঞ্চম শর্তের নিয়ম ভঙ্গ হইবে । (আ) .

বা । কতক টাকা তখন আর কতক পরে দিলে হইবে কি না ?

শি । না, যে পরিমাণ টাকা তখন দিবে সেই পরিমাণ বিক্রয় সিদ্ধ হইবে । (আ, কা)

বা । যে সময় বিক্রয় করা যায় সেই সময় বিক্রয়ের বস্তু বাজারে না থাকিলে নিরূপিত সময়ে এই বস্তু দিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি । না, বস্তুপি ঘরে থাকিয়া থাকে, কেননা দ্বাদশ শর্তের নিয়ম ভঙ্গ হইল । এইরূপ বিক্রয়েব তারিখ হইতে পরিশোধের তারিখ পর্য্যন্ত কোন এক সময় এই জিনীস বাজারে বর্তমান থাকিলে ক্রয় বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে, যতপি হাটের দিন পাওয়া যায় । (আ)

বা । তবে আমরা যেভাবে কয় নিকর কয়ি উহাতো হইতেই পারে না ।

শি । বল কিরূপে ?

বা । যখন কেহ কোন আবশ্যক বস্তুতঃ আমাদের নিকট কর্জের বস্তু আসে তখন আমরা সুদকে হারাম জানিয়া এটাকে টাকা দেই যে অমুক মাসে প্রতি টাকায় এত মণ ধাতু কি কোঠা দিবে, 'ইচ্ছা হয় লও; না হয় না লও, তাহারা উহাই স্বীকার পাইয়া টাকা লইয়া যায়, আপনায় কথামত উহাওতো হইতে পারে না ?

শি । ইহাতে সন্দেহ কি ? দ্বাদশ শর্তে দৃষ্টি কর । (আ)

বা । আমরা আর একটা যে উপায় করি তাহা হয় কি না ?

শি । কি উপায় ।

বা । ঐরূপ তিন মণ দ্বারে অমুক মাসে দিবে বলিয়া চুকাইয়া দেই পরে ধাতু দিতে পারে না, ঐ সময়ে যে দর হয় সেই দর মত টাকা লই, উহা সিদ্ধ হয় কি না ?

শি । না, টাকা লওয়া হইলে বাহা দিয়াছিলে তাহাই লইতে হইবে বেশী লওয়া হারাম । (আ)

বা । যদি কতক টাকা লইও কতক স্নানীস লই, তবে হইতে পারে কি না ?

শি । তাহাও পারে না । স্নানীস বাতীত টাকা বাহা লইবে তাহা আসল লইতে হইবে । (আ)

বা । যদি কেহ বলে যে আমি অনুকের হাত দিয়া মাপদিয়া লইব কিবা অমুকের কাঠা দিয়া ওজন করিবা লইব, এরূপ শর্ত করা শরীতে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি । না । কেননা ঐ ব্যক্তির মুত্য়া হইলে কি ঐ কাঠা না থাকিলে উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবে । (আ)

বা । যে বস্তু কয় করা গিয়াছিল ঐ বস্তু পরিশোধের দিবস না পাওয়া গেলে কি হইবে ?

শি । ক্রেতা আপন টাকা ফেরত লইবেন কিহা অংশের ঐ বস্তু চণ্ডয়া পর্যন্ত গৌণ করিলেন । (আ)

বা । এইরূপ ক্রয়ের বস্তকে দস্ত কবজ করিবার পক্ষে উহা বিক্রয় করা যায় কি না ?

শি । না, হস্তে না আসা পর্য্যন্ত বিক্রয় করা যায় না । (আ)

বা । যে বস্তুর গুণাগুণ ও পরিমাণ বর্ণনা করা অসাধ্য তাহার এইরূপ বিক্রয় হইতে পারে কি না ?

শি । না, এইরূপ চম ও চতুষ্পদ বস্তুর এইরূপ বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না । (আ)

বা । 'ক, নামক কোন ব্যক্তি 'খ, নামক কোন ব্যক্তিকে বলিলেন যে একটা টাকা লও দুমাস পরে আমাকে আঠার আনার পরস্য দিও 'খ, নামক ব্যক্তি তাহাই স্বীকার পাইলেন । এরূপ পরস্যর ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি । না কিন্তু অচল পরস্য আঠার আনা দিলে সিদ্ধ হইতে পারে (বেদায়া দেখ)

হে বালক ! এই পর্য্যন্ত সালামের বর্ণনা করা গেল

অত্র কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকিলে বল ।

বা । স্বর্ণ দিয়া স্বর্ণ কি রৌপ্য দিয়া রৌপ্য ক্রয় করা যায় কি না ?

শি । হাঁ, যদি তুলা পরিমাণ হয়, উহাকে "বায়ছারফ" বলে কিন্তু ভাল স্বর্ণ দিয়া খারাপ স্বর্ণ, ভাল রৌপ্য দিয়া খারাপ রৌপ্য বেশী লওয়া হারাম । এইরূপ মোহর দিয়া ভাস্মা সোনা ও টাকা দিয়া ভাস্মা রূপা বেশী হইলে সূদের মধ্যে ধরা যাইবে । (আ, হে)

বা । তবে যে পুরাতন গহনা কম দরে খরিদ করি উহা কি হইবে ?

শি । পরিমাণের বেশী মত সকলই সূদ হইবে । (আ)

বা । বিড়াল, কুকুর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি পশু বিক্রয় করা যায় কি না ?

শি । হাঁ বিক্রয় করা যায় । (আ)

বা । খপ, বৃক্ষিক বিক্রয় করা যায় কি না ?

শি । ন কিন্তু ঔষধার্থে বিক্রয় করা যায় । (আ)

- বা। যদি কোন ব্যক্তির ভূমিতে পক্ষী ডিঙি কিংবা ছানা দেয়, তবে ঐ ডিঙি ও ছানার স্বত্বাধিকারী ভূস্বামী হইবেন কি না ?
- শি। হাঁ যদি ঐ ভূমি ডিঙি দেওয়ার মানসে প্রস্তুত করিয়া থাকেন তবে হইবেন, নতুবা যিনি পাইবেন তিনি উহার স্বত্বাধিকারী হইবেন। মুগেরও এই নিয়ম। (আ)
- বা। যদি কোন ধীরব অর্থাৎ জেলুয়া জাল শুক করিবার মানসে জাল বিস্তার করিয়া দেয় এবং দৈবাৎ ঐ জালে কোন পক্ষী আবদ্ধ হয় তবে উহার স্বত্বাধিকারী কে হইবেন ?
- শি। যিনি বৃত করিবেন তিনি হইবেন। (আ)
- বা। যদি কাহার ভূমিতে মধুমক্ষিকা থাকে, তবে তাহার স্বত্বাধিকারী ভূস্বামী হইবেন কি না ?
- শি। হাঁ তিনিই উহার স্বত্বাধিকারী হইবেন। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার অংশী স্বত্বের বিবরণ
জানা আবশ্যিক।

- বা। অংশী স্বত্ব কাহাকে বলে ?
- শি। কোন ব্যক্তি কাহার সঙ্গে কোন বস্তুতে অংশী থাকিলে পরস্পর অংশী স্বত্ব আছে। আরবী ভাষায় অংশী স্বত্ব “হক্কেশকা” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স. আ)
- বা। অংশী স্বত্ব কি লাভ ?
- শি। যদি কোন অংশ অংশীর নিকট বিক্রয় না করিয়া অপরের নিকট বিক্রয় করেন, তবে যে মূল্যে বিক্রয় করিবেন ঐ মূল্যে অংশীকে দিয়া বল পূর্বক ঐ বস্তুতে স্বত্বাধিকারী হইতে পারিবেন, যতদূর বিক্রয় অস্বীকার হন। (হে, আ)
- বা। অংশী স্বত্ব শরতে কয় প্রকার হয় ?
- শি। অনির্দিষ্টাংশী, নির্দিষ্টাংশী, সমনাংশী এই তিন প্রকার। যথা

১। কোন ভূমিতে দুই কি অধিক জনের স্বত্ব মিশ্রিত থাকিলে অনির্ণীতাংশী বলা যায়, আরবী ভাষায় উহাকে “খালিৎফিন্‌ফ্‌ছেল মুবি” বলে ।

২। কোন স্থানে কি গৃহে দুই জন স্বত্বাধিকারী হওয়ার মধ্যে প্রাচীর দিয়া দুই ভাগ করিয়া লইয়াছে বটে কিন্তু গমনাগমনের পথ ভিন্ন নয়, উহাকে নির্ণীতাংশী বলা যায়, আরবী ভাষায় “শকিফিহ্‌কেল মুবি” বলে ।

৩। প্রতিবাদী থাকা কারণে বাড়ী পৃথক বটে কিন্তু উভয়ের গমনাগমনের পথ একটী মাত্র এবং সর্বদা ঐ পথ দিয়া আশা বাওয়া করা যায় উহাকে গমনাংশী বলা যায়, আরবী ভাষায় “জওয়ারে মোনাছেক” বলে । (হে, আ)

বা । তিন প্রকার অংশী স্বত্বের কথা যে বর্ণনা করিলেন, উহার মধ্যে কোন প্রকার অংশী স্বত্বের ক্ষমতা অধিক ?

শি । প্রথম অনির্ণীতাংশী তৎপর নির্ণীতাংশী তৎপর গমনাংশীর ক্ষমতা অধিক । (হে, আ)

বা । যদি কোন বস্তুতে তিন কি অধিক ব্যক্তি অংশী থাকেন, তন্মধ্যে একজন নিজ স্বত্ব বিক্রয় করিলে অপরাংশীগণ গণনামুসারে স্বত্বাধিকারী হইবেন কি অংশের রীতামুসারে ?

শি । অংশ তুল্য মত হউক বা না হউক অংশীর গণনামুসারে অংশী স্বত্ব স্বত্বাধিকারী হইবেন । (হে, দে)

বা । অংশী স্বত্বের দাবি কিরূপে করিবে ?

শি । তিন প্রকার দাবি করিতে পারিবে, যথা—মওয়ারাছেবা, এসবাদ ও খছুমৎ । (হে, আ)

বা । উহার প্রত্যেকের উদাহরণ বলুন ।

শি । ১। যে সভায় কেহ নিজাংশ বিক্রয় করে তাহার অংশী সেই সভায় বলেন যে, ইনি যে ভূমি বিক্রয় করিতেছেন ঐ ভূমিতে আমার অংশ আছে, আমি হাকুমফার দাবি করি এইরূপ দাবি

করাকে “মওয়াছেবা” বলে কিন্তু বিক্রয়ের কথা যে সভায় শুনা যায় ঐরূপ সভায়দাবি নাকরিলে অংশী স্বত্বের দাবি অগ্রাহ্য হইবে ২ । ঐ রূপ দাবি করিলেও যদি বিক্রেতা কি ক্রেতার অধীনে ঐ বস্তু থাকে, তবে সকলকে ডাকিয়া বলিবে যে তোমরা সাক্ষী থাক আমি হক্কেশফার দাবি করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি । ঐরূপ করাকে এসুহাদ বলে । ৩ । ঐরূপ দাবি করিলেও যদি ছাড়িয়া না দেয় তবে হাকিমের নিকট এ বিষয় আপত্তি উপস্থিত করিতে হইবে যে, আমি অমুক ভূমিতে হক্কেশফার দাবি করিতেছি, আমার দাবির ভূমি দেওয়াইতে অনুমতি প্রদান করুন । ঐরূপ দাবি করাকে “খছুমত” বলে । (হে, আ)

বা । কতদিন পরে বিচারকর্তার নিকট আপত্তি উপস্থিত করিতে পারে ?

শি । যত দিবস হউক তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না । (হে)

বা । হক্কেশফার দাবি কোন বস্তুতে করিতে পারে ?

শি । কেবল স্থাবর বস্তুতে, অস্থাবর বস্তুতে দাবি খাটিবে না । (হ, আ)

বা । কাহাকে নিম্নাংশ হেবা করিয়া দিলে উহার অংশী হক্কেশফার দাবি করিতে পারে কি না ?

শি । না কিন্তু কোন বস্তুর পরিবর্তে হেবা করিয়া দিলে অবশ্য দাবি করিতে পারে, যাহাকে “হেবাবেল এওজ” বলে । (হে, আ)

বা । বিচারকর্তা অনুমতি দেওয়ার পূর্বে দাবিদারের মৃত্যু হইলে কি হইবে ?

শি । ঐ দাবি বুখা যাইবে । (স, হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার হেবার বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । হেবা কাহাকে বলে ?

শি । কোন বস্তু কাহাকে বিনাপরিবর্তে দান করা, উহাকেই হেবা বলে ; ঐরূপ দান করা অধিক পুণ্যের বিষয় । (স)

- বা । হেবাতে কি কি বিষয়ের আবশ্যক ?
- শি । উক্তি স্বীকার অর্থাৎ ইচ্ছাব কবুল আবশ্যক । (স, হে)
- বা । যে সভায় হেবা করা যায় ঐ সভায় হেবার বস্তু গ্রহণ না করিলে কি হইবে ?
- শি । হেবা অসিদ্ধ হইবে কিন্তু পরে গ্রহণ করিলে দাতার অসুখতি লইতে হইবে । (ছে)
- বা । গৃহীতা নাবালক কি পাগল হইলে দস্ত কবজ কে করিবেন ?
- শি । উহার অসী দস্ত কবজ করিবেন । (হে)
- বা । কি কি শব্দে হেবা সিদ্ধ হয় ?
- শি । হেবা করা, দস্ত করা, দেওয়া এই সকল শব্দে হেবা সিদ্ধ হয় ।
- বা । যদি দাতা গৃহীতার অীবদ্দশা পর্য্যন্ত হেবার শর্ত করেন তবে হেবা সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । হাঁ হইবে কিন্তু ঐ শর্ত অগ্রাহ্য হইবে অর্থাৎ গৃহীতার মরণান্তে তাহার উত্তরাধিকারীগণ সেই স্বত্ত্ব স্বত্বান হইবেন, দাতার উত্তরাধিকারীগণের কোন অধিকারী থাকিবেক না এক্ষণ হেবা করাকে হেবায়ৈ গুণ্য বলি । (স, হে, আ)
- বা । যদি কেহ কাহাকে বলেন যে আমার অগ্রে মৃত্যু হইলে আমার অমুক বস্তু তুমি পাইবে । তোমার অগ্রে মৃত্যু হইলে আমার বস্তু আমারই থাকিবে । এক্ষণ হেবা করিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । না, ইহাকে আরবী ভাষায় হেবার বোঝা বলে । এইরূপ যে বস্তুর অংশ নির্ণয় নাই এবং যে বস্তু অংশ করিলে তাহার লাভ রহিত হয় তাহারও হেবা অসিদ্ধ । (স, হে, আ)
- বা । উভয়ের উদাহরণ বলুন ?
- শি । এক বিঘা ভূমি হইতে এক কাঠা ভূমি কাহাকে দিলে যদি ঐ ভূমি চিহ্ন করিয়া না দেওয়া যায় তবে হেবা অসিদ্ধ হইবে । এইরূপ চতুষ্পদ অন্তর কোন অংশ হেবা করিলে হেবা অসিদ্ধ হইবে কেননা উহা বস্তুক পুরিলে উপস্থিত রহিত হয় । (স, হে, আ)

- বা । গো হুঙ্ক হেবা করা যায় কি না ?
- শি । হাঁ হেবা করা যায় কিন্তু গাভীতে হুঙ্ক রাখিয়া হেবা করিলে অসিদ্ধ হইবে । এইরূপ বৃক্ষে ভল, মেঘের লোম ও গমের আটা হেবা হইতে পারে কিন্তু ফল বৃক্ষে রাখিয়া, লোম মেঘের গুঁত্রে রাখিয়া, আটা গমে রাখিয়া হেবা করিলে অসিদ্ধ হইবে । (হে; দো, আ)
- বা । যদি ঐরূপ হেবা করিয়া হুঙ্ক দোহন করিয়া দেয়, ফল পুড়িয়া দেয়, লোম কাটিয়া দেয় ও গম পিসিয়া দেয়, তবে হেবা সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । না । (হে, দো, আ)
- বা । যদি কোন বস্তুতে দুইজনের অংশ মিশ্রিত থাকে তবে একের অংশ অন্য অঙ্গীকে হেবা দিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । না, কেননা মিশ্রিত বস্তুর হেবা হইতে পারে না । (হে)
- বা । যদি কেহ আপন নাবালগ সন্তানকে কোন বস্তু হেবা করিয়া দেন তবে তাহার দন্ত কবজ কে করিবে ?
- শি । এখানে স্বাধীনতার কোন আবশ্যক রাখে না তবে পিতা ভিন্ন মাতা কি অন্য কোন ব্যক্তি হেবা করিয়া দিলে, পিতা স্বাধীন করিলে সিদ্ধ হইবে । (হে)
- এই রূপ কাহার নিকট কিছু পাওনা থাকিলে যদি মহাজন বলেন, আমি ছাড়িয়া দিলাম কি হেবা করিলাম, তবে স্বীকারের কোন আবশ্যক রাখে না । যদিচ জানিয়াও অস্বীকার হয় তবুও হেবা সিদ্ধ হইবে ।
- বা । মাতা পিতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্তাকে হেবা দিলে, তাহার স্বামী তাহাকে স্বাধীন করিতে পারে কি না ?
- শি । হাঁ পারে, যদি তাঁহার বাড়ী গিয়া থাকে, নচেৎ কন্তার পিতা স্বাধীন করিবেন । (হে)
- বা । যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে কোন বস্তু হেবা দেয় এবং ঐ বস্তু গৃহীতার হস্তেই থাকে তবে পুনর্কায় স্বাধীন করিবার আবশ্যকতা আছে কি না ?

শি। না। (হে)

বা। স্বগণ ব্যতীত অল্প কাহাকে হেবাদিলে উভয়ের স্বীকারামুসারে কি কোন হাকিমের অনুমতি মত ঐ বস্তু ফিরাইয়া লইতে পারা যায় কি না ?

শি। হাঁ লইতে পারা যায় কিন্তু একবার দিয়া পুনর্বার লওয়া-মকরুহ। (হে, দো, ছে)

বা। দাতা কি গৃহীতার মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, ঐ হেবা ফিরাইতে পারে কি না ?

শি। না, এইরূপ হেবার পরিবর্তে কিছু লইয়া থাকিলে কি গৃহীতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে ঐ হেবা ফিরাইতে পারিবে না। (হে, দো)

বা। স্বত্ব ধ্বংস হওয়া কিরূপ ?

শি। যেমন বিক্রী করা কি হেবা দেওয়া কি দান করা ইত্যাদি কারণে স্বত্ব ধ্বংস হয়, এইরূপ যদি কেহ কোন বস্তু জ্ঞীকে কি কোন ভ্রাতাকে হেবা দেন, তবেও আর ফিরাইতে পারিবেন না। (আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে দান অর্থাৎ ছদ্কা দেন তবে দানের বস্তু ঐ সভার স্বাধীন না করিলে দান সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না। (আ, ছে)

বা। দান অর্থাৎ ছদ্কা করিয়া ফিরাইয়া লইতে পারে কি না ?

শি। না। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ

তোমার ইজারার বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা। ইজারা কাহাকে বলে ?

শি। কোন বস্তুর পরিবর্তে কোন বস্তুর লাভ বিক্রী করাকে ইজারা বলে। (আ)

বা। সে কেমন ?

- শি। যেমন কেহ কোন ব্যক্তিকে এক বৎসর বাস করিবার জন্য এক টাকা লইয়া বাস করিতে দেওয়া । (হে)
- বা। ভূমি কি বাটী ইজারা দিলে প্রত্যহ ভাড়া পাঠিতে পারে কি না ?
- শি। হাঁ পারে কিন্তু যদি ঘোড়া কি গরু ইজারাদেওয়া যায় তবে তাহার কেরায়া যে খানে রাখি হইবে সেই স্থানে পাইবে । (হে)
- বা। কাপড় সেলাইর মজুরি কোন্ সময়ে পাইবে ?
- শি। যে সময়ে প্রস্তুত হইবে সেই সময়ে পাইবে । এইরূপ রজকের বেতন কাপড় খোঁত হইলে পাইবে । (স, হে)
- বা। কুটির বেতন কোন্ সময়ে পাইতে পারে ?
- শি। চুল্লি হইতে নামাইলেই পাইতে পারে ?
- বা। কোন রজক কি কোন রজকর বেতন না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ কাপড় আটক রাখিতে পারে কি না ?
- শি। ধুইয়া কি রঙ্গ দিয়া থাকিলে পারে কিন্তু কোন মুটিয়া বেতন জন্ত মোট আটক রাখিতে পারিবে না । এইরূপ নৌকার বাহক বেতনের জন্ত নৌকা আটক রাখিতে পারিবে না । (কান্ হে, দো)
- বা। যে কর্ম্মের জন্য বাহাকে নিযুক্ত করা যায় ঐ কর্ম্ম বিত্তীয় ব্যক্তি দ্বারা করাইলে সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি। না কিন্তু নিরূপণ করিয়া দিলে অবশ্য সিদ্ধ হইবে । (হে, কান্ দো)
- বা। যদি কোনব্যক্তি কলিকাতা হইতে গোষ্ঠিবর্গ টাকায় আনিবার জন্য কাহাকে চাকর রাখে আর ঐ চাকর তাহাদিগকে আনয়ন করে তবে বাহা দিবে বলিয়া নিয়াছিল তাহা পাইবে কি না ।
- শি। হাঁ পাইবে কিন্তু যতটিকে আনিবার কথা ছিল তন্মধ্যে কেহ মৃত্যু হইয়া থাকিলে মৃত্যুর বেতন বাদ পড়িবে । (হে, আ)
- বা। যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে চাকর রাখে যে এই পত্রখানা অমুককে কলিকাতা দিয়া ইহার প্রত্যুত্তর লইয়া আসিলে তোমাকে এত বেতন দিব । ঐ ব্যক্তি কলিকাতা যাইয়া দেখিল যে যাহার নিকট পত্র দিয়াছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ স্থলে ঐ ব্যক্তি বেতন পাইতে পারে কি না ?

- শি। না কিন্তু যদি পত্র থানা সেইখানে রাখিয়া আসিয়া থাকে তবে যাওয়ার বেতন পাইবে আসার বেতন পাইবে না। (হে)
- বা। ঘর কি দোকান ইজারা লইলে ঐ ঘরে কি দোকানে সমুদয় কৰ্ম করা যায় কি না?
- শি। হাঁ করা যায় কিন্তু যে কর্মে প্রাচীর মঠ হয় তাহা করা নিষেধ। (জ)
- বা। ভূমি ইজারা করিলে সেই ভূমিতে যে-য শস্ত্র বপন করিবে তাহার নির্ণয় করিতে হইবে কি না?
- শি। হাঁ হইবে, বিনা নির্ণয়ে ইজারা সিদ্ধ হইবে না। (স, হে)
- বা। ঘোড়া কি গরু যে শর্তে ইজারা লইতে হয়, তাহার অন্তথা করিতে পারিবে কি না?
- শি। না কিন্তু শর্ত না করিলে বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে। (স, আ)
- বা। কি কি ঘটনায় ইজারা অসিদ্ধ হয়?
- শি। ইজারার নিয়মিত কাল নির্দ্ধারিত না হইলে কিবা ইজারার পরিবর্তে বাহা দেওয়া যায় তাহা অনির্দ্ধারিত থাকিলে কিবা কি বস্তু ইজারা দেওয়া যায় তাহা নিরূপণ না করিলে ইজারা অসিদ্ধ হইবে। (হে)
- বা। যদি কেহ অসিদ্ধ ইজারা করে তবে তাহার পরিবর্তে কিছু দিতে হইবে কি না?
- শি। হাঁ সিদ্ধ ইজারাতে বাহা দিতে হইবে অসিদ্ধ ইজারাতেও তাহাই দিতে হইবে। (আ)
- বা। যদি তাহা হইতে বৃদ্ধি দেওয়া শর্ত করিয়া থাকে তবে দিতে হইবে কি না?
- শি। না। (আ)
- বা। নাপিতকে কোষকাৰ্য্যের অস্ত্র এবংগাইকে মুগ্ধ-দেওয়ার জন্ত চাকর রাখা শ্রুত কি না?

শি। হাঁ যার । (হে)

বা। পুণ্য কৰ্ম্মের জন্ত চাকর রাখা যায় কি না ?

শি। বল সে কেমন কৰ্ম্ম ।

বা। যেমন আশ্রান একামত কিস্তা শিক্ষা দেওয়া কিস্তা হজ্জ করা কিস্তা কোরাণ পড়িবার জন্ত চাকর রাখা যায় কি না ?

শি। হাঁ যার । (আ)

বা। পুত্রের শিক্ষকের বেতন পিতা না দিলে শিক্ষক কি করিবেন ?

শি। বিচারকর্তা অর্থাৎ হাকিমের নিকট এবিষয় নালিশ উপস্থিত করিলে বিচারকর্তা পিতাকে কারাগারে দিয়া বেতন লইয়া দিবেন । (আ)

বা। এদেশে কোরাণ আরম্ভ কালে কি সমাপন হইলে শিক্ষককে কিছু দেওয়ার রীতি আছে উহা না দিলে কি হইবে ?

শি। শিক্ষক উহা বলপূর্বক লইতে পারিবেন । (আ)

বা। গীত গাওয়া রোজন করা, ঢোল কি তবলা তাম্বুরা প্রভৃতি বাজ করা পুস্তলিকা শ্রবণ করা এবং কোন জন্তুর মুক্তি পঠন করা এই সকল পাপ কৰ্ম্মের জন্ত চাকর রাখা যায় কি না ?

শি। না। এইরূপ বিবাহের পাত্রীকে পরিপাটী করিবার জন্ত বেতন লওয়া যায় না। এইরূপ পণ্ড সঙ্গম করা ইহা অর্থাৎ নর লাগাইয়া কিছু লইতে পারিবে না। ইহা শরীতে হারাম লিখিয়াছে । (আ)

বা। ঢেঁকিতে ধাতু পিসিয়া তাহার কেয়ায়া ধাতু দিয়া দেওয়া যায় কি না ?

শি। না। এইরূপ কাহার দ্বারা নারিকেল, শুপারি, আম্র, প্রভৃতি ফল বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া তাহার বেতন উহা দ্বারা দেওয়া যায় না ? (হে, দো, আ)

বা। ইহার কারণ কি ?

শি। ইহার কারণ এই যে বস্তুতে কৰ্ম্ম করান যায় সেই বস্তুবেতন হইতে পারে না কিন্তু সেই বস্তু দেওয়া শর্ত করিয়া না থাকিলে পড়ে ইচ্ছা হইলে দিতে ও লইতে পারিবে । (হে, দো, আ)

বা । মৃত্যুকে স্মান করাইয়া বেতন লওয়া যায় কি না ?

শি । না । এইরূপ কবর প্রস্তুত করিয়াও বেতন লওয়া যায় না কিন্তু যদি কবরের দীর্ঘ প্রস্তুত বর্ণনা করে তবে লওয়া বাইতে পারে । (হে, দো, আ)

বা । চাকর কর প্রকারের হয় ?

শি । দুই প্রকার বথা—নির্ণীত ও অনির্ণীত । নাপিত, ধোপা, রন্ধ কারক ইহারা অনির্ণীত চাকর, কাহারও জন্ত নির্ণীত নয়, প্রকারণ উহার যে পর্য্যন্ত আপন কর্ম সমাধা না করিবে সে পর্য্যন্ত বেতন পাইতে পারিবে না । কোন ব্যক্তি কাহাকে নিজের জন্ত এক বৎসরের কি এক মাসের কারণ চাকর রাখিলে উহাকে নির্ণীত চাকর বলে, নির্ণীত চাকর কর্ত্তে প্রযুক্ত হইলেই বেতন পাইবার স্বত্বান হয় । (দো, আ)

বা । রজকে আপনি নির্ণীত চাকর বলেন, কি অনির্ণীত বলেন ?

শি । উহার অনির্ণীত চাকর বলিয়া পর্যাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে । (দো, আ)

বা । রজকের নিকট বস্ত্র ধৌত করিবার অপ্রোচুরি গেলে কি জলিয়া গেলে কি কোন প্রকারে নাশ পাইলে রজক ঐ বস্ত্রের ভর্ত্তব্য দিবে কি না ?

শি । না, যতপি কচি হইলে মূল্য ফেরত দেওয়ার শর্ত্ত করিয়া না থাকে । (আ)

বা । বস্ত্র ধৌত করিতে ফাড়িয়া গেলে উহার ভর্ত্তব্য দিবে কি না ?

শি । না । (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার আরিয়্যাতের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । আরিয়্যাত কাহাকে বলে ?

- শি। কোন বস্তু কাহার নিকট হইতে কিছু না দিয়া চাহিয়া লওয়াকে আরবী ভাষায় আরিয়ান বলে। (ন)
- বা। উহার একটা উদাহরণ বলুন।
- শি। যেমন আমি খণ্ডমালায় যাইব চাদর নাই তোমার চাদর খানা এই বলিয়া চাহিয়া লইলাম যে তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তোমার চাদর তোমাকে ফিরাইয়া দিব, ইহাকেই আরিয়াত বলে।
- বা। কেহ কোন বস্তু চাহিয়া লইলে বস্তু-স্বামী যখন ইচ্ছা হয় তখন লইতে পারেন কি না?
- শি। হাঁ পারেন। (হে, ল, দো, আ)
- বা। যে বস্তু চাহিয়া লওয়া যায় উহা কোন প্রকারে বিনাশ পাইলে ভর্তব্য দিতে হইবে কি না?
- শি। না কিন্তু আনিয়া শুনিয়া বিনাশ করিলে অবশ্য ভর্তব্য দিতে হইবে। (হে, আ)
- বা। ঘর উঠাইবার জন্য কি বৃক্ষ রোপণ করিবার জন্য ভূমি চাহিয়া লওয়া যায় কি না?
- শি। হাঁ লওয়া যায় কিন্তু যত দিন ঘর কি বৃক্ষ থাকিবার কথা থাকে ঐ কাল অতীত হইলে ভূমি মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। (হে, আ)
- বা। ঘর কি বৃক্ষ থাকায় ভূমির কোন ক্ষতি হইলে উহার ভর্তব্য দিতে হইবে কি না?
- শি। হাঁ দিতে হইবে কিন্তু নিয়মিত কাল অতীত না হইতে যদি ভূস্বামী ঘর ভাঙ্গিয়া কি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইবার আদেশ দেন তবে উহাতে ঘরের কি বৃক্ষের কোন হানি হইলে ঐ হানি ভূস্বামী পূরণ করিয়া দিবেন। (আ)
- বা। যদি কোন ব্যক্তি শস্ত অর্জন করিবে বলিয়া কাহার ভূমি চাহিয়া লয়, তবে কত দিন পরে ভূস্বামী ঐ ভূমি লইতে পারিবেন?
- শি। শস্ত কর্তন করিলে লইতে পারিবেন, প্রতিজ্ঞার কাল অতীত হইয়া গেলেও শস্ত থাকা পর্য্যন্ত লইতে পারিবেন না। (হে, আ)

- বা । চাহিয়া লওয়া বস্তু কাহাকেও দেওয়া যায় কি না ?
- শি । হাঁ দেওয়া যায় । (ন, হে, আ)
- বা । চাওয়া বস্তু বস্তু-স্বামীকে দেওয়া কালে যদি কিছু ব্যয় লাগে তবে উহা বস্তু-স্বামী দিবেন কি না ?
- শি । না । যিনি লইয়া ছিলেন তাঁহারই দিতে হইবে । (ন, হে)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার গচ্ছিতের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

- বা । গচ্ছিত কাহাকে বলে ?
- শি । যাহাকে তোমরা আমানত বল । যাহার নিকট আমানত রাখা যায় তাহাকে আরবী ভাষায় আমিন বলে । (ন, হে)
- বা । আমানতি দ্রব্য আমিনের নিকট বিনাশ পাইলে তিনিউহার ভর্ত্তব্য দিবেন কি না ?
- শি । না কিন্তু জ্ঞাতভাবে বিনাশ করিলে ভর্ত্তব্য দিতে হইবে । (আ)
- বা । আমিন প্রবাসে বাইবার সময় আমানতি দ্রব্য সঙ্গে লইতে পারেন কি না ?
- শি । না কিন্তু বাড়ী রাখিয়া গেলে যদি বিনাশ পাইবার সংশয় থাকে তবে লইতে পারেন, যত্বপি বস্তু-স্বামী প্রবাসে লইতে নিষেধ করিয়া থাকেন । (দো, আ)
- বা । আমিন বাতীত অস্ত্র কোন ব্যক্তি গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ করিলে যদি তাহার হস্তে বিনাশ পায় তবে ভর্ত্তব্য কে দিবেন ?
- শি । আমিন দিবেন । (হে, আ)
- বা । গচ্ছিত বস্তু দাহ হওয়া কি তদ্ব্যবহারে অপহরণ করা কি জল-মগ্ন হওয়ার সংশয় হইলে যদি কাহার বাটীতে কি নৌকায় রাখিয়া দেওয়া যায় এবং সেট স্থানেই বিনষ্ট হয় তবে আমিন ভর্ত্তব্য দিবেন কি না ?

- শি। না কিন্তু দাহ হওয়া কি শুদ্ধের লওয়া কি জল-ময় হওয়ার বিশিষ্ট
প্রমাণ দিতে না পারিলে দিতে হইবে। (হে, আ)
- বা। আমিনের নিকট প্রচ্ছিত বস্ত্র কিরাইয়া চাহিলে যদি না দেন তবে
কি হইবে?
- শি। উহার ভর্তব্য বাহা হয় তাহা তাহার দিতে হইবে। (হে, আ)
- বা। আমিন আমানতি বস্ত্র আচরণ করিতে পারেন কি না?
- শি। না, আচরণ করিলে ঐ বস্ত্রের পরিবর্তে তৎফুল্য কোন বস্ত্র দিতে
হইবে। (আ, হে)
- বা। দুইজন আপন আপন বস্ত্র একত্র করিয়া কাহার নিকট আমানত
রাখিলে পরে উহার মধ্যে একজন উপস্থিত হইয়া যদি আপন বস্ত্র
লইতে চায় তবে আমিন দিবেন কি না?
- শি। এমাম আবু হানিফা বলেন, উভয়ে উপস্থিত না হইলে দিতে পারি-
বেন না কিন্তু এমাম আবু ইউসুফ ও এমাম মহান্ধ বলেন, দিতে
পারিবেন। (হে, আ)
- বা। কোন বস্ত্র দুই জনের নিকট আনানত রাখিলে উহার কিরূপে
তত্ত্বাবধান করিবেন?
- শি। উভয়ে ভাগ করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। (আ)
- বা। যদি ঐ বস্ত্র ভাগ না করা যায় তবে কি করিতে হইবে?
- শি। একের অজমতি ক্রমে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধান করিবেন। (হে)
- বা। যদি কাহার স্বামী স্বীয় বস্ত্রের তত্ত্বাবধান করিবার অশক্তি জীকে নিবেদ
করেন তবে জী কি করিবেন?
- শি। পতির কথা অমান্য করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন কেননা দম্পতি
মধ্যে কত কথাই আছে। এইরূপ পিতা পুত্রকে নিবেদ করিলেও
উহা শুনা যাইবে না। (হে, আ)
- বা। জী পুত্রের হস্তে কোন বস্ত্র নষ্ট হইলে তাহার ভর্তব্য দিবে কি না?
- শি। না কারণ লোকে সংসারে যত কার্য্যই করে, জী পুত্রের অশক্তি
করিয়া থাকে। (আ)

বা । আমিন ব্যক্তি যদি আমানতি বস্তু দ্বিতীয় কাহার নিকট আমানত রাখেন এবং দ্বিতীয় আমিনের নিকট উহা বিনাশ পায় তবে উহার ভর্তব্য কে দিবেন ?

শি । প্রথম আমিন দিবেন । (হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ তোমার গছবের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । গছব কাহাকে বলে ?

শি । কাহার কোন বস্তু তাহার বিনা আদেশে ব্যবহার করা এবং ঐ বস্তুতে বস্তু-স্বামীর প্রভুত্ব না থাকা উহাকেই গছব বলে । (স)

বা । উহাকে চুরি বলা যায় কি না ?

শি । না, কেননা গুপ্তভাবে লইলে তাহাকে চুরি বলে কিন্তু গছব তাহা নয় । (হে, আ)

বা । গছব করিলে কি করিতে হইবে ?

শি । যিনি গছব করিয়াছেন তিনি ঐ গছবের বস্তু যে স্থান হইতে লইয়াছিলেন, সেই স্থানে ফিরাইয়া দিতে হইবে । এইরূপ দেওয়া ওয়াজিব । (হে, আ)

বা । গছবের বস্তু বিনাশ পাইলে কি হইবে ?

শি । উহার মূল্য দিতে হইবে । তাহার মূল্য না দিয়া তৎফল্য বস্তু দিলেও হইতে পারিবে কিন্তু যে বস্তুর তুল্য হইতে পারে না যেমন প্রাণী, বহু প্রভৃতি উহার মূল্য দিতে হইবে । (আ)

বা । কোনও ব্যক্তি কাহারও ছাগী আনিয়া অবহ করিয়া ঐ ছাগী ছাগী-স্বামীকে দিলে পরিশোধ হইবে কি না ?

শি । না, উহার মূল্য দিতে হইবে কিন্তু ছাগী-স্বামী স্বীকার পাইলে অবহ করা বশতঃ তাহার মূল্যের যে হ্রাস হইবে উহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে । (গো, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইরূপ
তোমার বন্ধকের বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। বন্ধক কাহাকে বলে ?

শি। কাহার নিকট কোন বস্তু রাখিয়া কিছু কর্জ লওয়ার নাম বন্ধক।
আরবী ভাষায় উহাকে রেহেন বলে। (স, হে)

বা। ঋণ পরিশোধ করিলে ঐ বস্তু বন্ধ-স্বামীর হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে। (স, হে, আ)

বা। কি হইলে বন্ধক নিদ্ধ হইবে ?

শি। উক্ত স্বীকার হইলেই বন্ধক নিদ্ধ হইবে অর্থাৎ এক জন বলিলেন,
যে, আমি এত টাকা কর্জ লইয়া অমুক দ্রব্য আপনায় নিকট
স্থাপিত রাখিলাম, দ্বিতীয় জন বলিবেন যে, আমি স্বীকার
পাইলাম। (হে, আ)

বা। যদি বন্ধক বস্তু বুঝাইবা না দিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দেওয়া যায়
তবে বন্ধক নিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না কিন্তু তথা হইতে বন্ধক গৃহীতা গ্রহণ করিবার কোন অতিবন্ধক
না থাকিলে নিদ্ধ হইবে। (দো, আ)

এইরূপ বিক্রয়ের দ্রব্য হস্তে চলিতে না দিয়া যদি অন্য কোন স্থানে
রাখিয়া দেওয়া যায় এবং তথা হইতে ক্রেতা অনায়াসে গ্রহণ
করিতে সক্ষম হন তবে বিক্রয় নিদ্ধ হইবে। (হে, আ)

হে বালক ! যনে রাখিও বন্ধক দ্রব্য যখন বন্ধক গৃহীতাকে
বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তখন ঐ দ্রব্যে দুইটা ঋণ হওয়া আবশ্যিক।
প্রথম বন্ধক দ্রব্যের অংশ নির্ণয় হওয়া, দ্বিতীয় ঐ দ্রব্যে বন্ধক
গৃহীতার কোন অংশ মিশ্রিত না থাকা। (হে)

বা। বন্ধক বস্তু বন্ধক গৃহীতার হস্তে নষ্ট হইলে উহার ভর্তব্য দিবেন
কি না ?

শি। হাঁ ভর্তব্য দিতে হইবে। (স, হে, আ)

- বা । উহার মূল্য দিতে হইবে কি তৎফল্য বস্তু দিতে হইবে ?
- শি । বস্তু কি কোন প্রাণী হইলে মূল্য দিতে হইবে । কেননা উহার ফল্য কোন রূপেই হইতে পারে না । (স, হে, আ)
- বা । যিনি বন্ধক রাখিবেন তিনি বন্ধকি বস্তু আচরণ করিতে পারিবেন কি না ?
- শি । না, আচরণ করিলে তাহার মূল্য দিতে হইবে । (হে, আ)
- বা । বন্ধকি বস্তু দ্বারা কোন লাভ করা যায় কি না ?
- শি । না কিন্তু বন্ধকদাতা অমুখতি দিলে লাভ করা যায় । (হে)
- বা । কোন ব্যক্তি কাহার নিকট দশ থান কাপড় বন্ধক রাখিয়া ত্রিশ টাকা আনিয়াছিল, কোন ঘটনায় ঐ কাপড় বন্ধক গৃহীতার নিকট বিনাশ পায় । এইক্ষণ বন্ধক দাতা বন্ধক গৃহীতা হইতে আপন কাপড়ের মূল্য ফেরত পাইতে পারেন কি না ?
- শি । হাঁ এখানে দেখা যাইবে দশ থান কাপড়ের মূল্য ত্রিশ টাকা হয় কি না, যদি ত্রিশ টাকা হয়, তবে কিছুই পাইবেন না । যদি ত্রিশ টাকা হইতে বৃদ্ধি হয় তবে বৃদ্ধিটা বন্ধক গৃহীতার নিকট হইতে পাইতে পারিবেন কিন্তু ত্রিশটাকা হইতে কম হইলে বাকীটা ফেরত দিতে হইবে । (দো, আ)
- বা । যদি বন্ধকি বস্তু ক্ষতি কি ভূমি হয় তবে ঐ ক্ষতির আহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় এবং ঐ ভূমির রাজস্ব কে দিবেন ?
- শি । বন্ধক দাতা দিবেন । (হে, আ)

ইহা বলিয়াশিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ

তোমার অসিদ্ধ বন্ধকের বিবরণ

জানা আবশ্যক ।

- বা । কোন কোন অব্য বন্ধক রাখা শরতে অসিদ্ধ লিখিয়াছে ?
- শি । যে বস্তুতে বন্ধক গৃহীতা অংশী আছেন; সে বস্তু বন্ধক রাখিলে অসিদ্ধ হইবে । এইরূপ অনিনীত বস্তু বন্ধক রাখাও অসিদ্ধ লিখিয়াছে । (হে, আ)

- বা। ভূমি বন্ধক রাখা যায় কি না ?
- শি। হ্যাঁ রাখা যায় কিন্তু যদি ঐ ভূমির শস্ত কি বৃক্ষ বন্ধক না রাখে তবে অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ ভূমি ব্যতীত তাহার শস্ত কি বৃক্ষ বন্ধক রাখিলেও তাহা অসিদ্ধ হইবে। (হো)
- বা। ভূমি বন্ধক রাখিলে উহার মধ্যে যে বৃক্ষ থাকিবে তাহা বন্ধকের অন্তর্গত হইবে কি না ?
- শি। হ্যাঁ হইবে। (হে)
- বা। আমানতি বস্তু কি চাহিয়া লওয়া প্রব্য বন্ধক দেওয়া যায় কি না ?
- শি। না। এইরূপ বাণিজ্য করিবার জন্ত কেহ কোন বস্তু দিলে তাহাও বন্ধক রাখা যাইতে পারিবে না। (হ, আ)
- বা। যে বস্তু জরুর করা গিয়াছে কিন্তু হস্তগত হয় নাই উহা বন্ধক রাখা যায় কি না ?
- শি। না। (হে, আ)
- বা। পিতৃহীন অগ্রাপ্ত বন্ধক সন্তানের ভরণ পোষণ জন্ত “অছি” ঐ সন্তানের সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে পারে কি না ?
- শি। হ্যাঁ পারে, ঐ সন্তানকে আয়বী ভাষায় “অতিম” বলে। এতিমের ভরণ পোষণ জন্ত তত্ত সম্পত্তি “অছি” বন্ধক রাখিলে শরায় অসুখ্য হইবে না। এইরূপ এতিমের অর্ধ বারাও অস্ত্রের বস্তু বন্ধক রাখিতে পারে। (হে, আ)
- বা। যদি “অছি” এতিমের কোন বস্তু কাহার নিকট বন্ধক রাখে এবং এতিমের আবশ্যক বশতঃ উহা আরিয়ৎ অর্থাৎ চেয়ে আনে এবং “অছির” হস্তে উহা বিনাশ পায় তবে কি হইবে ?
- শি। এতিমের সম্পত্তি বিনাশ পাইয়াছে বলিয়া শরাতে ধরা যাইবে কিন্তু বন্ধক রাখিয়া যত টাকা আমানত ছিল উহা দশ খান কাপড় ও ত্রিশ টাকার যে নিয়ম বলিয়াছি সেই যত “অছি” দিতে হইবে। (হো, হে, আ)
- বা। বন্ধকের নিয়মিতকাল অতীত হইলে বন্ধকদাতা বন্ধকি বস্তু বিক্রয় করিবার জন্ত কাহাকে উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন কি না ?

শি। হাঁ পারেন এবং অল্প কাহাকে উকীল নিযুক্ত না করিয়া বন্ধক গৃহীতাকে উকীল নিযুক্ত করিলে তিনিও অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারেন কিন্তু একবার নিযুক্ত করিয়া পুনরায় পলচাত করিতে পারিবেন না। উকীলের মৃত্যু হইলে ঐ পদে মৃত উকীলের
• উত্তরাধিকারীগণের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। (স, হে, আ)

বা। বন্ধকি বস্তুদাতা গৃহীতা উভয়ে একের অমুমতি ভিন্ন দ্বিতীয়ে বিক্রয়
• করিতে পারেন কি না ?

শি। না। এইরূপ বন্ধকি বস্তু মুক্ত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা থাকিতে পারিবে না। (হে, আ)

বা। বন্ধকি বস্তুতে কোন লাভ হইলে উহা কাহার স্বত্ব হইবে ?

শি। যাহার বস্তু তাহার স্বত্ব হইবে কিন্তু বন্ধক মুক্ত করা পর্যন্ত ঐ লাভ বন্ধক গৃহীতার হস্তে আটক থাকিবে। (হে, আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট এক টাকাত্তে একটা ছাগী বন্ধক রাখে এবং ছাগীর মূল্যও এক টাকার বৃদ্ধি না হয়, অথলে বন্ধক গৃহীতাকে যদি বন্ধক দাতা ঐ ছাগীর ক্ষুধ পান করিবার অমুমতি দেন তবে বন্ধক গৃহীতার অল্প ঐ ক্ষুধ হালান হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে কিন্তু বোধ হয় ছাগীর মূল্য বৃদ্ধি হইবে না। (হে, আ)

বা। যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট দশ টাকা লইয়া বিশ টাকার দ্রব্য এই শর্তে বন্ধক রাখেন যে বন্ধকের নিয়মিত কাল মধ্যে মুক্ত না করিলে ঐ মূল্যে আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম। এরূপ বন্ধক রাখা শরতে সিদ্ধ কি না ?

শি। হাঁ অবশ্য সিদ্ধ হইবে, উহাকে আরও ভাষায় “বায়েরওয়া” বলে। (হে, আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ

তোমার ভূমিবর্গার বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। ভূমি বর্গা কাহাকে বলে ?

শি। কৃষি কার্যের অল্প ভূমি দেওয়া এবং ঐ ভূমির শস্য ভাগ করিয়া

লওয়াকে ভূমি বর্গা বলে। উহা আরবী ভাষায় “মোজারেয়া” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (স, হে)

বা। একরূপ বর্গা লইয়া কৃষকের সহিত ভূমির শস্ত বন্টন করিয়া লওয়া শরীতে নিষিদ্ধ কি না?

শি। এমাম আবু হানিফা বলেন উহা শিক্ক নয় কিন্তু তাঁহার দুই শিষ্য বলেন অবশ্য শিক্ক। (স, আ)

বা। এখানে শুক্র শিষ্যের বিবাদ দেখা যায়, এইক্ষণ কোন্ দিব্ ধর্তব্য?

শি। বাপু হে! তাঁহার বিবাদী লোক ছিলেন না, তাঁহাদের জীবন-চরিত শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কেবল শুক্র শিষ্যে তর্ক বিতর্ক করিয়া শরীর নিয়ম গুলা মীমাংসা করিয়াছেন। উহাকে বিবাদ বলা যায় না। এস্থলে শিষ্যদ্বয়ের কথার প্রতি ব্যবস্থা হইবে অর্থাৎ ভূমিবর্গা দিয়া তাহার শস্ত ভাগ করিয়া লইলে শরীর অন্তথা হইবে না। (ল, আ)

বা। বর্গা শিক্ক হওয়া জ্ঞাত কি কি বিষয় জানা আবশ্যক?

শি। অষ্ট বিষয় জানা আবশ্যক যথা—

- ১। বর্গার ভূমি শস্ত হইবার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যেমন খাত, গম, মুগ, মটর ইত্যাদি।
- ২। যিনি বর্গা দিবেন ও যিনি বর্গা লইবেন উভয়েরই বুদ্ধিমান ও বয়ঃপ্রাপ্ত এই দুইটা গুণ থাকা আবশ্যক।
- ৩। বর্গার নিয়মিত কাল নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। যেমন এক বৎসর কি দুই বৎসর এইরূপ কম বেশী যতই হউক।
- ৪। বীজ কে দিবেন তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক।
- ৫। যিনি বীজ দিবেন না তিনি শস্তের কি অংশ পাইবেন তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে।
- ৬। বর্গার ভূমিতে কিছু থাকিলে ভূস্বামী মুক্ত করিয়া দিবেন।
- ৭। বর্গার ভূমিতে যে শস্ত উৎপন্ন হয় উভয়েই উহাতে অংশী হইবেন।
- ৮। কি প্রকার বীজ বপন করা যাইবে তাহাও নির্ণয় করা আবশ্যক। ইহাদিগকে শরীতে বর্গার শর্ত বলে। (হে, আ)

বা । ভূমি বর্গা কয় প্রকার ?

শি । ছয় প্রকার যথা ।—

- ১ । ভূমি ও বীজ এক জনের, গরু ও কশ্ম দ্বিতীয়ের ।
- ২ । কেবল ভূমি এক জনের, গরু, বীজ ও কশ্ম দ্বিতীয়ের ।
- ৩ । ভূমি, বীজ ও গরু এক জনের, কেবল কশ্ম দ্বিতীয়ের ।
- ৪ । ভূমি ও গরু এক জনের, বীজ কশ্ম দ্বিতীয়ের ।
- ৫ । কেবল বীজ, এক জনের, ভূমি, গরু ও কশ্ম দ্বিতীয়ের ।
- ৬ । বীজ ও গরু এক জনের, ভূমি ও কশ্ম দ্বিতীয়ের ।

• হে বালক ! এই ছয় প্রকার মধ্যে পূর্বোক্ত তিন প্রকারের বর্গা অসিদ্ধ
শেষোক্ত তিন প্রকারের বর্গা সিদ্ধ । (স, হে, আ)

বা । যদি উভয় মধ্যে কাহার অংশ নির্ণয় না করা যায় অর্থাৎ যদি কেহ
বলেন যে দশ মণ শস্ত আমাকে দিতে হইবে, বক্রী খত হয়
তোমার । এরূপ বর্গা দেওয়া ও লওয়া সিদ্ধ কি না ?

শি । না, কারণ দশ মণের অধিক শস্ত না হওয়াও সম্ভব । (হে, দো)

বা । যিনি বীজ দিবেন তিনি যদি শর্ত করেন যে, আমার বীজ পয়
শোধান্তে যে শস্ত অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই অর্দ্ধেক করিয়া উভয়ে
লইব, এইরূপ শর্ত করিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি । না, যেহেতু উহাতেও ঐ প্রকার হওয়া সম্ভব । (হে, দো)

বা । যদি কেহ বলে যে, আমি উত্তর কি দক্ষিণদিকের শস্ত লইব, এইরূপ
কোন দিকের ভূমি নির্ণয় করিয়া শর্ত করিলে সিদ্ধ হইবে, কি না ?

শি । না, কারণ ঐ স্থান ব্যতীত যদি অন্য স্থানে শস্ত না হয় তবে এক
জনের কতি হইতে পারে । (স, হে, আ)

বা । যদি শস্ত একজনে লইবে এবং খড় দ্বিতীয়ে লইবে বলিয়া শর্ত করে
তবে বর্গা সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি । না, এইরূপ যদি অর্দ্ধেক খড় এক জনে আর বক্রী অর্দ্ধেক খড় ও
সমুদয় শস্ত দ্বিতীয় জনে লওয়ার শর্ত করে তবেও সিদ্ধ হইবে
না । (স, হে)

বা। বর্গার ভূমিতে শস্য না হইলে কৃষক অল্প কোন বস্তু পাইতে পারে কি না ?

শি। না। (স. আ. দো)

বা। অসিদ্ধ বর্গার ভূমিতে শস্য হইলে কৃষক কি অংশ পাইবেন ?

শি। যদি ভূস্বামী বীজ দিয়া থাকেন তবে কিছুই পাইবেন না। কেবল কৃষি করার বেতন পাইবেন। কৃষক বীজ দিয়া থাকিলে তৎতুল্য ভূমি যে খাজনা হইবে তাহাই ভূস্বামী পাইবেন। (স. হে)

বা। কৃষক বর্গার ভূমিতে কিছু কর্ষ করিয়া যদি বাকী কর্ষ না করে তবে ভূস্বামী বল পূর্বক ঐ কর্ষ করাইতে পারে কি না ?

শি। না কিন্তু বীজ বপন করিয়া থাকিলে অবশ্য করাইতে পারেন আর একটা কথা মনে রাখিও কৃষক কি ভূস্বামীর মৃত্যু হইলে বর্গা অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। (দো. আ)

বা। উহার একটা উদাহরণ বলুন ?

শি। যদি কোন কৃষক তিন বৎসর পর্য্যন্ত কৃষি করিবে বলিয়া ভূমি বর্গা রাখে কিন্তু বীজ বপন করার পূর্বে ভূস্বামীর মৃত্যু হয় তবে প্রথম বৎসরের শস্য কর্তন করা হইলে ঐ ভূমিতে কৃষকের কোন অধিকার থাকিবে না। (হে)

বা। শস্য হইলে কর্তন করিবার ও মাড়াই করা প্রভৃতির ব্যয় কেদিবেন

শি। উভয়ে আপন আপন অংশ মত দিবেন এবং যদি কৃষক ঐ ব্যয় দেওয়া শর্ত করেন তবে বর্গা অসিদ্ধ হইবে। (হে, আ)

বা। গো, মেঘ, মহিষ, কুকুর ইত্যাদি জন্তু বর্গা দেওয়া যায় কি না ?

শি। না, ঐরূপ রেশমের কাঁট বর্গা দেওয়াও সিদ্ধ নয়। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ

তোমার ভারাপিত বাণিজ্যের

বিবরণ জানা আবশ্যিক।

বা। ভারাপিত বাণিজ্য কিরূপ ?

শি। সাচাকে ক্রয় বিক্রয় করিবার অল্প টাকা ইত্যাদি এই শর্তে দেওয়া

যায় যে, ইহাতে যত লাভ হইবে তাহার অর্ধেক কি তৃতীয়াংশ আপনি পাইবেন, বাকী আমি পাইব, ইহাকে ভার্যাপির্জ বাণিজ্য বলে। আরও ভাষায় “মোজাবেবাৎ” বলে। (কা আ)

বা। কি কি ধন দিয়া এরূপ বাণিজ্য করা যায় ?

শি। “মোহর, টাকা, পরস্য ইত্যাদি দ্বারা করা যায়, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বাৰা সিদ্ধ হইবে না।

বা। “যদি কোনবাক্তি উঠা না দিয়া কাহাকে ভূমি বিক্রয় করিয়া বাবসা করিবার অনুমতি দেন তবে তাহা সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। হাঁ হইবে, এইরূপ যদি কেহ কাহাকে বলে যে, অমূকের নিকট আমার যে টাকা পাওনা আছে উঠা লইয়া বাবসা কর, ইহাতেও ভার্যাপির্জ বাণিজ্য সিদ্ধ হইবে। (আ)

বা। যদি ধনস্বামী বলেন যে, লাভ হইতে প্রথম আমি দশ টাকা লইব, পরে বাকী দ্বারা থাকিবে তাহারই অর্ধেক ভূমি ও অর্ধেক আমি পাইব। এরূপ শর্ত করিলে সিদ্ধ হইবে কি না ?

শি। না। এইরূপ ধনস্বামীর অনুমতি ভিন্ন এই ধন কাহাকে কর্ত্ত্ব দেওয়া যায়বে না। (হে, দো, আ)

বা। ধনস্বামী যে কালের নিয়ম করিয়া দেন ঐ কাল অতীত হইলে ভার্যাপির্জ বণিকের কোন ক্ষমতা থাকিবে কি না ?

শি। না, কেননা নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইলে ভার্যাপির্জ ব্যবসা অসিদ্ধ হইয়া যায়। (আ)

বা। যিনি ব্যবসা করিবেন তাঁহার আহার, পরিধানের বস্ত্র, চাকরের বেতন, নৌকা ও ঘোটকের ভাড়া নিজ হইতে দিতে হইবে কি না ?

শি। না কিন্তু যৌর দেশে বাণিজ্য করিলে আহােরের ব্যয় নিশ্চয় লাগিবে। (হে, আ)

বা। ভার্যাপির্জ ব্যবসায়ে কতি হইলে ঐ কতি কাহার হইবে ?

শি। কেবল ধনস্বামীর হইবে। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার জবহ করার বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । জবহ কাহাকে বলে ?

শি । আরবী অভিধানে গলা কাটাতে জবহ বলে ।

বা । জবহ না করিলে কি হইবে ?

শি । শরামতে যে যে জন্তু খাওয়া যায় উহা জবহ ব্যতীত হালাল হইবে
না কিন্তু মৎস্য, টিউডি জবহ ব্যতীত হালাল হইবে ।

বা । যদি কোন জন্তুর গলা প্রাচীরের নীচে কি মৃত্তিকার নিম্নে পড়ে
এবং গলদেশ জবহ করিতে না পারা যায় তবে উহা হালাল হবার
কোন উপায় আছে কি না ?

শি । হাঁ গলদেশে জবহ করিবার উপায় না থাকিলে ঐজন্তুর কোন স্থানে
অস্ত্র দ্বারা ক্ষত অর্থাৎ জগম করিলে হালাল হইবে । এইরূপ মুগাদি
জন্তু বাহার্য্য পলায়ন কবে উহাদিগের শরীরের কোন স্থানে অস্ত্র
দ্বারা ক্ষত করিলেই হালাল হইবে । (আ)

বা । জবহ করিবার সময় কোন কোন স্থান ছেদন করিতে হইবে ?

শি । গলদেশের দুই পার্শ্বের দুটি শিরা এবং নিম্নস্থ বাহ্যিক হইবার
শিরা ও আহারাদি করিবার শিরা । এই চারিটিকে ছেদন করিতে
হইবে । (হে, আ)

বা । যদি ঐ চারিটি কর্তন না করে তবে হালাল হইবে কি না ?

শি । না কিন্তু তিনটি মাত্র কর্তন করিলেও হালাল হইবে । দুইটি কি
একটি ছেদন করিলে হালাল হইবে না । (আ)

বা । জবহ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি কে ?

শি । যিনি মুসলমান; বুদ্ধিমান ও শক্তিবান এই তিনটি গুণে পরিপূর্ণ
হইবেন তিনিই জবহ করিবার উপযুক্ত হইবেন, এতদ্ব্যতীত বেস্-
মেলা পড়া শক্তি ও রাখা আবশ্যিক অর্থাৎ জবহ কালে বেস্মেলা
না বলিলে জবহ হালাল হইবে না । (আ, হে)

বা । জবহ হালাল হউক বা না হউক মাংস খাওয়া যায় কি না ?

- শি। না, হারাম লিখিয়াছে । (আ, হে)
- বা। যদি ক্রমক্রমে বেসমেলা না বলে হালাল হইবে কি না ?
- শি। হাঁ হইবে কিন্তু ইচ্ছা বশতঃ না বলিলে হইবে না । (আ, হে)
- বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তি জবহ করিলে খাওয়া যাইবে না ?
- শি। উন্মাদ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ নাবালগ উহাদের জবহ খাওয়া যাইবে না কিন্তু যে নাবালগ জবহ করিবার বুদ্ধি ও শক্তি রাখে তাহার জবহ হালাল হইবে । (হে, আ)
- বা। যাহার লিঙ্গাগ্রচ্ছেদ অর্থাৎ খাৎনা হয় নাই সে জবহ করিলে হালাল হইবে কি না ?
- শি। হাঁ হালাল হইবে । এইরূপ বোবার জবহও হালাল হইবে । (আ)
- বা। যুগ্মক কিম্বা মুর্তেদ জবহ করিলে হালাল হইবে কি না ?
- শি। না । (হে, আ)
- বা। যদি কেহকোন জন্তু জবহ করিবার জন্ত বেসমেলা পড়িয়া ছাড়িয়া দেয় এবং দ্বিতীয়বার ঐ জন্তু আনিয়া বেসমেলা না পড়িয়া জবহ করে তবে হালাল হইবে কি না ?
- শি। না, পুনর্বার বেসমেলা পড়িতে হইবে । (আ)
- বা। শিকার করিবার জন্ত বাজ কি কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া কালে বেসমেলা বলিলে শিকার হালাল হইবে কি না ?
- শি। হাঁ হইবে । (আ)
- বা। তীর দ্বারা শিকার করিলে তীর নিক্ষেপ সময় যদি বেসমেলা বলে তবে হালাল হইবে কি না ?
- শি। হাঁ হইবে কিন্তু যে তীর হাতে লইয়া বেসমেলা পড়া গিয়াছে ঐ তীর রাখিয়া যদি অন্য তীর নিক্ষেপ করেন তবে হালাল হইবে না । (আ)
- বা। যদি কেহ বেসমেলা পড়া মনন করিয়া মুখে লোব হানান্না কি আল হামদো পড়ে তবে হালাল হইবে কি না ?
- শি। হাঁ হইবে । (আ)

- বা । কি কি বস্তু দিয়া অবহ করা যায় ?
- শি । লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল ইত্যাদি বস্তু ধারাল হইলে তাহা ধারা অবহ করিলে হালাল হইবে । এষ্টরূপ ধারাল পাথর কি ধারাল খাপড়া দিয়া অবহ করিলেও হালাল হইবে । এষ্টরূপ বাঁশের নৈল ধারাল হইলে তদ্বারাও অবহ চলিবে । (আ)
- বা । নথ কি দস্ত কি শূক দিয়া অবহ করা যায় কি না ?
- শি । উভয় অবহ হালাল হইবে না । এবং যদি খশা না কি খশা দস্ত কি খশা শূক দিয়া অবহ করে তবে মকরুহ হইবে । (আ)
- বা । অবহ কারবার অস্ত্রকে ধার দেওয়া কি ?
- শি । মসৃণ হাব । হে বালক ! আর একটী কথা মনে রাখিও যে সকল জন্তু সর্পিণী মনুষ্যের নিকটে থাকে তাহা অবহ করা হালাল, যেমন গো, মেষ ইত্যাদি । আর যে সকল জন্তু মনুষ্য দেখিলে পলায়ন করে তাহার পা কি কোন স্থান ধারাল অস্ত্র দ্বারা ক্ষত করিলে হালাল হইবে । "এষ্টরূপ যদি কোন জন্তু জলময় হওয়ার মরণের সংশয় হয় তবে কোন এক স্থানে ক্ষত অর্থাৎ অখম করিলে হালাল হইবে । এষ্টরূপ যে সকল জন্তু মনুষ্যকে মারিতে আনে তাহা-দিগকে ধারাল কোন অস্ত্র দিয়া মারিলেও হালাল হইবে । (আ)
- বা । উষ্ট্রকে কিরূপে অবহ করিবে ?
- শি । তরবারি কি অথ কোন ধারাল অস্ত্র মারিয়া অবহ করিবে, উহাকে "নহর" বলে, কিন্তু গো যেবা দি জন্তু নহর করা ককরুহ । (আ)
- বা । অবহ করিলে যদি তাহার উদর হইতে স্তন ছানা নির্গত হয় তবে তাহা খাওয়া যায় কি না ।
- শি । না কিন্তু অবহ করিতে যদি মস্তক পৃথক হইয়া যায় তবে ঐ মস্তক ও জন্তু খাওয়া হালাল । (আ)
- বা । হালাল জন্তুর কোন কোন বস্তু খাওয়া নিষেধ ।
- শি । প্রথম তরল রক্ত বাহ্যকে "দমেমছু" বলে । দ্বিতীয় লিঙ্গ, তৃতীয় অণ্ডকোষ, চতুর্থ বাহুস্থান পঞ্চম মাংসের উপরে যে পুটলিকা

অর্থাৎ গেরা থাকে, যষ্ঠ মুত্র খলিয়া সপ্তম পিত্ত এই সাত বস্তু
নিবেধ । (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার হালাল ও হারাম জন্তুর
বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । কোন্ কোন্ জন্তু খাওয়া হালাল নয় ?

শি । যে সকল পণ্ড দন্ত দিয়া শিকার করে, যেমন বাজ্র, ভল্লুক, কুকুর
শৃগাল, বিড়াল, বানর প্রভৃতি হারাম এবং যে সকল পাখী পা দিয়া
শিকার করে যেমন বাজ্র, বাসা, চিল প্রভৃতি হারাম । আর যে
সকল প্রাণী ভূমির কীট বলিয়া শরতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও
হারাম । যেমন মূষিক, লর্প, বেঙ, যুগুড়া, কেচুয়া প্রভৃতি । (আ)

বা । গর্দভ হালাল কি না ?

শি । না কিন্তু ঘোটকের মাংস কোন কোন শাস্ত্রকার মক্কহ বলিয়া
থাকেন এবং কেহ কেহ হালাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । (আ)

বা । খরগোশ হালাল কি না ?

শি । হাঁ হালাল বটে । হে বালক ! আর একটা কথা মনে রাখিও, যে
সকল জন্তু মাংস শরতে হারাম লিখিয়াছে যেমন কুকুর বিড়াল
প্রভৃতি উহাদিগকে বেসমেন্না বলিয়া অবহ করিলে তাহার মাংস ও
চন্দ্রপাক হইবে কিন্তু খাওয়া হালাল হইবে না এবং মজুয্য কি শূকর
ঐক্সে অবহ করিলেও খাওয়া দ্বয়ে থাকুক পাকও হইবে না । (আ)

বা । কুকুরে ছাগিয়ে সপ্তম করিলে যদি বাচ্চা হয় এবং তাহার মাথাটা
কুকুরের মত বকী সমুদয় শরীর ছাপের মত হয় তবে তাহা হালাল
কি না ?

শি । এক্ষণ ঘটিলে ঐ বাচ্চার সাক্ষাতে মাংস এবং ঘাস রাখিতে হইবে,
যদি মাংস আহার করে তবে হালাল হইবে না আর ঘাস খাইলে
অবহ করিয়া সমুদয় শরীর খাওয়া হালাল, কেবল মস্তকটী ফেলিয়া
দিতে হইবে । (আ)

- বা। যদি ঘাস মাংস উভয় আভায় করে তবে হালাল হইবে কি না ?
- শি। না কিন্তু যদি ছাগের মত শব্দ করে তবে মাথা ব্যতীত হালাল হইবে। (আ)
- বা। যদি কুকুরের ও ছাগের উভয় মত শব্দ করে তবে কি হইবে ?
- শি। এমত ঘটিলে দেখা যাইবে উভয় উদরে বড় পাকস্থলী অর্থাৎ মেদা আছে কি না। যদি বড় পাকস্থলী থাকে তবে মাথা ব্যতীত সমুদয় শরীর হালাল হইবে নচেৎ হইবে না। (আ)
- বা। গো, মেষ হালাল কি না ?
- শি। ভাঙ্গলা ও পালিত উভয় প্রকারই হালাল। (আ)
- বা। কুচিয়া মাছ খাওয়া যায় কি না ?
- শি। না, উহাকে রেগমাছি বলে, উহা খাওয়া নিষেধ। (আনকার রোজগার।)
- বা। পশু পক্ষী মধ্যে কোন কোন জন্তু হালাল ও কোন কোন জন্তু হারাম ?
- শি। পশু মধ্যে গো, মেষ, মহিষ, ছাগী, মৃগ, খরগোষ প্রভৃতি এবং পক্ষী মধ্যে বুলবুল, সুগু, চড়াই, বাবুই কুজুট, হংস, হোদ হোদ প্রভৃতি হালাল এবং পশু মধ্যে বাঘ, ভল্লুক, কুকুর, বিড়াল, গর্দভ, শূরব, শৃগাল, শেওড়া, নেউল প্রভৃতি ও পক্ষী মধ্যে চিল, বাজ, শিকরা, শকুন, চামচিকা, বাহুড় প্রভৃতি হারাম। (আ)
- বা। জল জন্তু হারাম কি না ?
- শি। মৎস্য ব্যতীত যত প্রকারের জন্তু যেমন শামুক, বিলুক, জোঁক, সকলি হারাম কিন্তু মৎস্য যত বড়ই হউক এবং যত ছোটই হউক সকলি হালাল। বিলুকের মাংস, মধু মক্ষিকা এবং কীট যত প্রকারের হউক সকলি হারাম। (আ)
- বা। নদীর ধারে এক প্রকাব ক্ষুদ্র পাখী থাকে যাহাকে আরবী ভাষায় "আবাবিল" বলে, উহা হালাল কি না ?
- শি। ঠা হালাল বটে। আর একটা কথা মনে রাখিও কীট যত প্রকারের হউক সকলি হারাম। (আ)

- বা । পনা মাছ হালাল কি না ?
- শি । হাঁ হালাল বটে কিন্তু পরিষ্কার করিয়া খোঁত করিতে হইবে। (আ)
- বা । মৎস্য হারাম হয় কি না ?
- শি । হাঁ জলেতে মৎস্য চিত হইয়া ভাসিলে উহা খাওয়া হারাম, কিন্তু চিত হইয়া না ভাসিলে কি কোনও কাবণ বশতঃ মরিয়া উঠিলে হালাল হইবে। যেমন জল জল হওয়ার কি সর্পে দংশন করার কি কেহ ঘা দেওয়া ইত্যাদি। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার কোরবানির বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

- বা । কোরবানী দেওয়া কি ?
- শি । ওখাজেব কিন্তু সকলের প্রতি ওখাজেব নয়, যিনি গৃহবাসী ও ধনী হইবেন, তাঁহারই বৎসরে একবার কোরবানী দেওয়া ওখাজেব, একারণ প্রবাসী ও দরিদ্রের প্রতি কোরবানী দেওয়া ওখাজেব হইবেক না। (স, আ)
- বা । শরতে কি পরিমাণ ধন হইলে ধনী বলা যায় ?
- শি । মনে করিয়া দেখ উহার ব্যাখ্যা জিকাতের বর্ণনা স্থলে বলিয়াছি। এইরূপ প্রবাসী ও গৃহবাসীর বর্ণনা প্রবাসীর নমাজের স্থানে বলা গিয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে প্রবাসী ও দরিদ্রের প্রতি কোরবানী দেওয়া ওখাজেব নয়। (আ)
- বা । শরতে কোন্ কোন্ পশু কোরবানী দেওয়ার বিধান আছে ?
- শি । ছাগ, মেঘ, মহিব, গরু, উষ্ট্র এই সকল পশুর কোরবানী দেওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (স, হে, আ)
- বা । এই সকল পশুর বয়সের নির্ণয় আছে কি না ?
- শি । হাঁ আছে। যথা—ছাগ, এক বৎসরের, গো, মহিব, উষ্ট্র বৎসরের ; উষ্ট্র পাঁচ বৎসরের হওয়া আবশ্যিক। ইহার ন্যূন হইলে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না কিন্তু বৃদ্ধি হইলে কোন দোষ ঘটিবে না এবং

কোরবানীর পশু না পাওয়া গেলে ছয় মাসের পরও কোরবানী হইতে পারে । (আ)

হে বালক ! ছাগ, মেঘ হইলে প্রতিজ্ঞনের একটা করিয়া কোরবানী দিতে হইবে কিন্তু একটা গরু কি একটা উষ্ট্র এই দুই পশুকে সাতজন পর্য্যন্ত অংশী হইয়াও কোরবানী দিতে পারে কিন্তু সাতের অধিক অংশী হইলে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না । (স, হে, আ)

বা । অংশীরা কোরবানীর মাংস বিভাগ করিয়া লইবেন কি না ?

শি । হাঁ, অস্থি, চৰ্ম্ম ভুল্য ওজনে বিভাগ করিয়া লইবেন কিন্তু চৰ্ম্ম বিভাগ কালে অনুমান করিয়া অংশ করিলেও সিদ্ধ হইবে । (আ)

বা । কোন ব্যক্তি কোরবানীর পশু ক্রয় করিয়া আনিলে পরে ছয় জন অংশী হইয়া কোরবানী দিতে পারে কি না ?

শি । হাঁ পারে কিন্তু ক্রয় কালে অংশী হওয়া মন্তহাব । (সা)

বা । কোরবানী দেওয়ার কোন সময় নিরূপণ আছে কি না ?

শি । হাঁ জেলহেজ্জা চাঁদের দশই অবধি বারই পর্য্যন্ত তিন দিবস কিন্তু ১১ই ১২ই তারিখের রাত্রিতে কোরবানী করা মক্কুহ । (আ)

বা । ঈদের নমাজের পূর্বে কোরবানী হইতে পারে কি না ?

শি । না কিন্তু যে স্থানে ঈদ, জুমা হইতে পারে না তথায় ঈদের নমাজের পূর্বে কোরবানী হইতে পারে এবং কোন কারণে নির্দ্ধারিত কাল মধ্যে কোরবানী দিতে না পারিলে কোরবানীর মূল্য দান করিতে হইবে । (আ)

বা । কি প্রকারের পশু কোরবানী দেওয়া নিষেধ ?

শি । কালী, অন্ধ, খোঁড়া, শীর্ণ দেহ ইত্যাদি জন্তু নিষেধ কিন্তু খোঁড়া হইলে যদি কোরবানীর স্থান পর্য্যন্ত বাইতে পারে তবে নিষেধ নাই ।

এইরূপ শুক হইলেও যদি অস্থি মধ্যে মগজ থাকে তবে নিষেধ নাই কিন্তু কণের কি লাঙ্গুলের অধিকাংশ কাটা থাকিলে সে পশু দ্বারা কোরবানী সিদ্ধ হইবে না । (আ)

- বা । যে পশুর শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়াছে সে পশু কোরবাণী হইতে পারে কিনা?
 শি । না কিন্তু যদি মধ্যের সাসটা ভগ্ন না হইয়া থাকে তবে কোরবাণী হইতে পারে । এইরূপ যে পশুর শৃঙ্গ হয় নাই কিম্বা কণ্ঠ হয় নাই তাহারও কোরবাণী হইতে পারিবে । (হে, আ)
- বা । কোরবাণীর মাংস কে কে খাইতে পারেন ?
 শি । ধনবান কাম্বাল সকলেই খাইতে পারেন । (হে, আ)
- বা । কোরবাণীর মাংস দাতব্য করিতে হয় কি না ?
 শি । হঁ। সমুদয় মাংসের তৃতীয়াংশ দাতব্য করিতে হয় কিন্তু গোষ্ঠিবর্গ অধিক হইলে কিছুই দাতব্য করিতে হইবে না, আপনাদিগের আহার করিয়া তৃপ্ত হইবে । এমন কি মৎস্তের চার কোরবাণীর মাংস শুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে । (আ)
- রা । কোরবাণীর চৰ্ম্ম কি করিবে ?
 শি । দাতব্যকরিবে কিন্তু তাহার পরিবর্তে কোনবস্তুলইলে আচরণকরিতে পারিবে । বিক্রয় করিয়া পরসাত্বাইতে পারিবে না এবং যিনি অবহ করিবেন কি চাম খলাইবেন তিনি লইতে পারিবেন না । (আ)
- বা । কোরবাণীর অস্ত্র যে অস্ত্র ক্রয় করা গিয়াছে তাহা দিয়া কোন কৰ্ম্ম করা কি তাহার দ্রুত পান করা যায় কি না ?
 শি । না করিলে মক্কর হইবে । এইরূপ কোরবাণীর পশু অবহ করিবার পূর্বে তাহার লোম কাটিয়া লওয়া মক্কর । (আ)
- বা । কোরবাণীর পশু কে অবহ করিবেন ?
 শি । যিনি কোরবাণী দেন তিনি করিবেন যদি তিনি কোন কারণে না পারেন তবে অন্তকে অনুমতি দিবেন কিন্তু অবহ করা সময় উপস্থিত থাকিবেন । (আ)
- বা । খাম্বা কোরবাণী করা যায় কি না ?
 শি । হঁ। করা যায় কিন্তু কোরবাণীর অস্ত্র যে অস্ত্র ক্রয় করা গিয়াছে ঐ অস্ত্র অস্ত্র কোন অস্ত্র সহিত পরিবর্তন অর্থাৎ বদল করিয়া দিলে মক্কর হইবে । (আ)

- বা । পশু কি পক্ষী ধার্য্য শিকার করিলে খাওয়া যায় কি না ?
- শি । হাঁ, যে সকল পশু দস্ত দিয়া শিকার করে যেমন কুকুর, ভুজুর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি এবং যে সকল পাখী পা দিয়া শিকার করে যেমন বাজ, বহরী, চিল, শিকরা প্রভৃতি ইহারা সুশিক্ষিত হইলে ইহাদের শিকার খাওয়া যায় কিন্তু মূর্খ পশু পক্ষীর শিকার খাওয়া নিষেধ অর্থাৎ হারাম । (হ, আ)
- বা । সুশিক্ষিত হওয়া কিরূপ ?
- শি । যদি শিকারী জন্তকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া যায় যে, কোন জন্তরদিকে নির্দেশ করিয়া দিলে ধৃত করিয়া আনে এবং না খায় তাহাকেই সুশিক্ষিত পশু বলে কিন্তু তিনবার এরূপ ধরিয়া আনা শর্ত বলিয়া শরীতে নিরূপিত হইয়াছে । (আ)
- বা । ঐ সুশিক্ষিত পশু পক্ষী ছাড়িয়া দেওয়ার সময় কিছু বলিতে হয় কি না ?
- শি । হাঁ যেসময়লা বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হয় । (হ, আ)
- বা । যদি শিকারী জন্ত ধরিয়া আনিতে শিকার মরিয়া যায়, তবে ঐ মৃত শিকার খাওয়া যায় কি না ?
- শি । হাঁ খাওয়া যায় কিন্তু জীবিত ধরিয়া আনিলে যদি জবহ করার পূর্বে মৃত্যু হয় তবে ঐ জন্ত খাওয়া যাইবে না । (হ, আ)
- বা । যদি শিকারী কুকুর ছাড়িয়া দিলে শিকার করিয়া গাইয়া ফেলে ঐ কুকুরে দ্বিতীয় শিকার করিলে খাওয়া যায় কি না ?
- শি । না, কেননা শিক্ষা বিবর জুলিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে কিন্তু বাজ, বহরী ইত্যাদি শিকারী পাখী শিকার করিয়া খাইলে তাহার শিকার খাওয়া হালাল হইবে । (আ)
- বা । যদি বাজ ছাড়িয়া দিলে কয়েক দিবস নিরুদ্দেশ থাকিয়া শিকার করিয়া আনিয়া দেয় তবে ঐ শিকার খাওয়া যায় কিনা ?
- শি । না কিন্তু কুকুর শিকার করিয়া তাহার কেবল রক্ত পান করিয়া আনিয়া দিলে তাহা খাওয়া হালাল হইবে । (আ)

- বা । যদি কোন কুকুর নির্দেশী হস্তকে শিকার করিয়া ভক্ষণ করতঃ অন্য কোনজন্তু শিকারক রিয়া আনিয়া দেয় তবে তাহা খাওয়া যায় কি না ?
- শি । না, কেননা শিক্ত বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে; অতএব মূৰ্খ কুকুরের শিকার কখনই হালাল হইবে না । পুনর্বার শিকার দিতে হইবে ।
- বা । কুকুর শিকার করিয়া আনিয়া দিলে তাহার ঐক্সণ্ড কুকুরকে কাটিয়া দিয়া বন্ধী খাওয়া যায় কি না ?
- শি । হাঁ খাওয়া যায় । (আ)
- বা । যদি কুকুরকে কোন জন্তু দেখাইয়া দেওয়া যায় আর কুকুর ঐ জন্তু শিকার না করিয়া অন্য জন্তু শিকার করিয়া আনিয়া দেয় তবে ঐ শিকার খাওয়া যায় কি না ?
- শি । হাঁ খাওয়া যায় । এইরূপ শিকারী ব্যক্তিকে কোন পক্ষী দেখাইয়া দিলে ঐ ব্যক্তি অন্য পক্ষী শিকার করিয়া আনিলে তাহাও খাওয়া হালাল হইবে । (আ)
- বা । যদি শিকারী কুকুর কি ভল্লুক ছাড়িয়া দেওয়া যায় আর উহার শিকার করিবার মানসে কোন স্থানে লুকাইয়া থাকে এবং শিকার করিয়া আনে তবে তাহা খাওয়া হালাল হইবে কি না ?
- শি । হাঁ হালাল হইবে । (আ)
- বা । যদি কোন কুকুরকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় আর ঐ কুকুর শিকার করিয়া শিকারের বন্ধঃস্থলে বলিয়া থাকে এবং পুনর্বার দ্বিতীয় শিকার করে তবে উভয় শিকার খাওয়া হালাল হইবে কি না ?
- শি । প্রথম শিকার হালাল আর দ্বিতীয় শিকার হারাম হইবে । (আ)
- বা । শিকারী কুকুর আর মূৰ্খ কুকুর একত্র শিকার করিলে হালাল হইবে কি না ?
- শি । না । যেমন্তেরা বলিয়া ছাড়িয়া না দিলেও হালাল হইবে না । এইরূপ যদি কোন শিকারী কুকুর কোন জন্তুর গলা ধরে কিন্তু দস্ত বিদ্ধ না হয় এবং ঐ শিকার মারিয়া দায় তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না । (আ)

বা । যদি শিকারী দুই কুকুরে একত্র অথ পশ্চাৎ একটা শিকার ধরে
এবং দস্ত বিক্র করে, তবে ঐ শিকার খাওয়া হালাল হইবে কিনা ?

শি । হ্যাঁ হালাল হইবে । (জা)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার তীর শিকারের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । তীর দিয়া কিরূপে শিকার করিলে হালাল হয় ?

শি । বেসমেরা বলিয়া অরণ্যবাসী কোনজন্তুর প্রতি তীরনিক্ষেপ করিলে
ঐ তীর তাহার শরীরে বিদ্ধ হইলে সেই শিকার খাওয়া হালাল
হইবে যত্বপি মরিয়ণ্ড যায় । (দ)

বা । তীর নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকিতে পারে কি না ?

শি । না, শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাট্টে হইবে । (জা)

বা । তীরের শিকার জীবিত পাইলে বিনা জবহে হালাল হইবে কিনা ?

শি । না, জবহ করিতে হইবে । (হে)

বা । যদি কোন ব্যক্তি শিকার না দেখিয়া কেবল শব্দ শুনিয়া তীর
নিক্ষেপ করে, আর তাহার শরীরে তীর না লাগিয়া অন্ত কোন
জন্তুর শরীরে লাগে তবে খাওয়া যায় কি না ?

শি । হ্যাঁ যদি জানা যায় যে, যে জন্তু। শব্দ শুনিয়া তীর নিক্ষেপ করা
গিয়াছিল ঐ জন্তু হালাল ছিল তবে খাওয়া যাইবে কিন্তু যদি ঐশব্দ
মল্লয্যের নৈ প্রাণ্য জন্তুর হয় তবে খাওয়া যাইবে না ।

বা । কোন ব্যক্তি কোন জন্তুকে বেসমেরা বলিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়া-
ছিল; ঐ জন্তু তীর লইয়া পলায়ন করে, শিকারী অন্বেষণ করিয়া ঐ
জন্তুকে মৃত পাইলে উহা খাওয়া যায় কি না ?

শি । হ্যাঁ খাওয়া যায় কিন্তু শিকারী তীর মারিয়া যদি তাহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ না যায় তবে খাওয়া যায় না ।

বা । কোন জন্তু তীর লাগিয়া মৃত হইলে যদি ঐ জন্তুতে তীরের দ্বা
ব্যতীত অন্ত কোন দ্বা দেখা যায় তবে তাহা খাওয়া যায় কি না ?

- শি। ঠা খাওয়া যায় কিন্তু শিকারী তাঁর মারিয়া যদি তাহার পক্ষাৎ পক্ষাৎ না যায় তবে খাওয়া যাইবে না ।
- বা। কোন জন্তু তাঁর লাগিয়া মৃত হইলে যদি ঐ জন্তুতে তাঁরের ঘা বাতীত অস্ত্র কোন ঘা দেখা যায় তবে তাহা খাওয়া যায় কি না ?
- শি। না, হে বালক ! আর একটা কথা মনে রাখিও যদি তাঁর মারিলে তাঁরের শিকার জলেতে কিবা পৰ্শিতে কিবা অট্টালিকা উপরে পতিত হইয়া পরে ভূমিতে পড়িয়া মৃত্যু হয় তবে উহা খাওয়া যাইবে না, কোরাণে মিবের লিখিয়াছে কিন্তু তাঁর লাগিয়া যদি ভূমিতে পড়িয়া মরিয়া যায় তবে তাহা খাওয়া যাইবে ।
- বা। বনুকের গুলিতে কিবা ধনুর গুলিতে শিকার মৃত হইলে খাওয়া যায় কি না ?
- শি। না, অবহ না হইলে খাওয়া নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে ।
- বা। তাঁরের মৃত খাওয়া যায় বনুকের কি ধনুর মৃত খাওয়া যায় না, ইহার কারণ কি ?
- শি। কারণ এই যে, ধারন অস্ত্র দিয়া শিকার করিলে তাহার মৃত খাওয়া যায় নচেৎ খাওয়া যায় না, বনুকের গুলি কি ধনুর গুলি কখনও ধারাল হয় না বাক্ত লোহা কি সিঁচার হয় ।
- বা। ভগ্নেত অনেক লোক বনুকের গুলির মৃত শিকার খাইয়া থাকেন ।
- শি। বাঁচাবা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা কখনই খাইবেন না। অরণ্যবাসী কি পার্শ্বতীর লোক খাইতে পারে, কেননা তাহারা এবিষয় জ্ঞাত নয় ।
- বা। তাঁর কি ছুরি দ্বারা কোন শিকারকে মারিলে যদি তাহার কোনও অংশ কাটিয়া পৃথক হয়, তবে বাহা শরীয় হইতে পৃথক হইয়াছে, উহা খাওয়া যায় কি না ?
- শি। না কিন্তু ঐ শিকার খাওয়া যাইতে পারে ।
- বা। যদি জন্তুর মধ্যভাগে লাগিয়া বিধগত হয় কিবা অর্ধেক মস্তক কি অধিক মস্তক পৃথক হয় তবে খাওয়া যাইবে কি না ?

- শি । হাঁ খাওয়া যাইবে । এইরূপ তৃতীয়াংশ পৃথক হইলেও পৃথকীয় অংশ খাওয়া যাইবে ।
- বা । হিন্দু লোকে শিকার করিলে যদি অবহ করিবার পূর্বে মৃত্যু হয় তবে খাওয়া যায় কি না ?
- শি । না ।
- বা । কোন কোন জন্তকে শিকার করা যায় ?
- শি । হালাল হারাম সমুদয় জন্তই শিকার করা যায় তন্মধ্যে হালাল জন্ত খাওয়া যায় ও হারাম জন্ত খাওয়া নিষেধ কিন্তু হারাম জন্তের চর্ম লেজ পালক ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় কি আচরণ করা যায় ।
- বা । তবেত শূকরের চর্মও আচরণ করা যায় ?
- শি । না । উহা বাতীত অন্য সকলই আচরণ করা যায় ।
- বা । যদি কেহ কোন হালাল জন্তকে ছুরি মারিলে মলুক পৃথক হয় তবে উহা খাওয়া যায় কি না ?
- শি । না, মকরুহ তহরিম হইবে ।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার মকরুহের বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

- বা । মকরুহ কাহাকে বলে ?
- শি । যে সকল কৰ্ম পরিত্যাগ করা শরীতে উক্তবলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে মকরুহ বলে, উহা দুই প্রকার তহরিমি ও তন্জিহ ।
- বা । তহরিমি ও তন্জিহ কাহাকে বলে ?
- শি । যে সকল কৰ্ম হারাম নয় কিন্তু হারামের নিকটবর্তী তাহাকে মকরুহ তহরিমি বলে, অতএব মকরুহ তহরিমি আচরণ করিলে দোজখে বাস করিতে হইবে, আর যে সকল কৰ্ম হালাল নয় কিন্তু হালালের নিকটবর্তী উহাকে মকরুহ তন্জিহ বলে, উহা আচরণ না করিলে পুণ্য-ভাগী হইবে, কিন্তু করিলে কোন প্রকার পাপগ্রস্থ হইবেনা ।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ তোমার আহারের বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । আহার কি পরিমাণ করিতে হয় ?

শি । যে পরিমাণ আহার করিলে প্রাণ রক্ষা পায় সেই পরিমাণ আহার করিতে হয়, যতদূর হারাম বস্তু হয় ।

বা । হারাম বস্তু কি খাওয়া যায় ?

শি । হাঁ, হালাল বস্তু না থাকিলে প্রাণ রক্ষার্থে খাওয়া যায় ।

বা । তবেত বড়ই সুখ, যে খাবার না থাকিলে চুঁরি করিয়া কিশ কাহার মাথায় বাড়ি দিয়া অন্যায়সে খাওয়া যায় ?

শি । না, এমন হারাম নয়, যে বস্তুতে কাহার স্বত্ব নাই অথচ হারাম তাহাই খাইতে পারে, যেমন মরা গরু, শূকরের মাংস ইত্যাদি ।

বা । • নামাজ পড়িবার ও রোজা রাখিবার শক্তি হওয়া পরিমাণ হালাল বস্তু আহার করা কি ?

শি । অধিক পুণ্যের বিষয় অর্থাৎ সওয়াব কিন্তু তৃপ্তি অর্থাৎ আশুনা হইয়া হালাল বস্তু খাওয়া মোবাহ্ অর্থাৎ পাপ পুণ্য কিছুই নাই ।

বা । তৃপ্তির উপর খাওয়া যায় কি না ?

শি । না, হারাম যদিও হালাল বস্তু হয় কিন্তু আগামী কলা রোজা রাখিবার মানসে তৃপ্তি অর্থাৎ আশুনার উপরে আহার করিলে কোন দোষ ঘটিবে না । এইরূপ অতিথি অর্থাৎ মেহমান লজ্জিত হইয়া খাইবে না বলিয়া তৃপ্তির উপরে খাওয়া নিষেধ নাই ।

বা । • গর্দভের মাংস কি তাহার দ্বন্দ্ব খাওয়া যায় কি না ?

শি । না । মকরুহ তহরিমা । (আ)

বা । স্বর্ণ, রৌপ্য নির্মিত পাত্র আচরণ করা যায় কি না ?

শি । ঐ পাত্রে ভোজন করা, কি পান করা কি তৈল লইয়া মর্দন করা কি আতরানি স্নগন্ধি দ্রব্য রাখিয়া বহাদিতে দেওয়া প্রভৃতি স্বীকৃত উভয়ের পক্ষে শর'ত হারাম লিখিয়াছে । এইরূপ স্বর্ণ,

মোপা নির্মিত চামুচদিয়া পাওয়া কি পূর্বেই সুরমাদানি কি ছালাই
দিয়া সুরমা দেওয়া কি দর্পণ কি দোওয়াং কি কলম প্রস্তুত করা
শরতে নিষেধ লিখিয়াছে। (আ)

বা। রাস, ফটিক, বেলওয়ার, আকিক এই সকল বস্তুর পানে থাওয়া
পেওয়া করা যায় কি না ?

শি। হাঁ করা যায় কিন্তু তাহা কি পিত্তলের পাত্রে ভোজনাদি করা
শরতে মক্কুত লিখিয়াছে। (আ)

বা। যদি থালের চতুর্পার্শ্বে মোপোর কাম করা থাকে আর ভোজ্য বস্তু
বাখিবার স্থানে না থাকে তবে ই পানে ভোজন করা যায় কি না ?

শি। যদি ভোজনের সময় ঐ স্থানে না লাগে তবে করা যায়। (আ)

বা। শিশুকে দিয়া কেহ কোন বস্তু পাঠাইলে তাহা লওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ লওয়া যায়। (আ)

বা। পাপীষ্ঠ অর্থাৎ ফাসেকের কথা শরতে গ্রাহ্য কি না ?

শি। পৃথিবীর কাক্স কষ্টে গ্রাহ্য হইবে কিন্তু ধর্ম বিষয়ে অর্থাৎ দিনদারি
বিষয়ে গ্রাহ্য হইবে না।

বা। আমাদের এদেশে বিবাহোপলক্ষে যে নিমন্ত্রণ হয় উহাতে যদি গান
বাজনা ইত্যাদি হয় তবে ঐ নিমন্ত্রণ খাওয়া যায় কি না ?

শি। হাঁ, ছোট লোক হইলে খাটতে পারে কিন্তু তথাকার প্রধান ব্যক্তি
খাইবে দূরে থাকুক তথায় যাওয়াও নিষেধ, পূর্বে যদি গান কি
বাজনা ইত্যাদি নিষেধের কথা জানা যায় তবে কি ছোট কি বড়
কেহই সেখানে যাইতে পারিবে না। (আ)

**ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ
তোমার পরিধানের বিবরণ জানা আবশ্যক।**

বা। বেশম নির্মিত বস্ত্র পরিধান করা যায় কি না ?

শি। বেশম নির্মিত বস্ত্র কেবল মেবেলোকে পরিধান করিতে পারে
প্রকৃষেব পরিধান করা শরতে নিষেধ লিখিয়াছে।

বা । রেশমী বস্ত্রের সজ্জাবাকি গোটদিয়া কোবতা আঁচকান প্রভৃতি কাপড় প্রস্তুত করিয়া সেই কাপড় পুরুষে পরিধান করিতে পারে কি না ?

শি । হাঁ, চারি অঙ্গুলী প্রমাণ সজ্জাবাকি গোট দিয়া পরিধান করিতে পারে । এইরূপ রেশমী বস্ত্রের শিরোধারি কি পর্দা প্রস্তুত করিলে তাহা শি দিষ্ট ।

বা । যে বস্ত্রে বেশমের টানা এবং তুলার পৈরান আছে তাহা পুরুষে পরিধান করিতে পারে কি না ?

শি । হাঁ, পারে কিন্তু তুলার কি লোমের টানা এবং বেশমের পৈরান হইলে পারিবে না । এইরূপ বালককে বেশমের বস্ত্র পরিধান করান দিষ্ট নহে । যিনি পরিধান করাটবেন তিনি পাপী হইবেন ।

বা । সকল সময়েই উত্তম বস্ত্র পরিধান করা যায় কি না ?

শি । হাঁ, পরিধান করা যায়, কিন্তু আধ সকল সময় সাধারণ বস্ত্র পরিধান করা ভাল ও মধ্যে মধ্যে ভাল কাপড় পরিধান করা উচিত । কেননা সকল সময় ভাল বস্ত্র পরিধান করিলে হুঃখী লোকেরা মনে পীড়া পায়, অতএব কঠাক ও মনঃপীড়া না দেওয়াই বিধি ।

বা । স্বর্ণ, রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কারাদি পরিধান করা যায় কি না ?

শি । হাঁ, যেহেতুকে পারে, পুরুষের পক্ষে শ্রীতে তারতম্য লিখিয়াছে কিন্তু এক মেঘকাল পরিমাণ 'রৌপ্য নির্মিত একটা অঙ্গুলী পুরুষে পরিধান করিতে পারে, দুই তিনটা পারিবে না । এইরূপ স্বর্ণ নির্মিত অঙ্গুলী পুরুষে কখনই পরিধান করিতে পারিবে না । লৌহ নির্মিত অঙ্গুলী সকলের প্রতিই নিষেধ, এইরূপ পিতলের, প্রস্তরের, বেলওয়ারের, ফিরোয়ার, ইত্যাকৃতির অঙ্গুলী পরিধান করাও নিষেধ, কিন্তু আকিমের নিষেধ নাই । এইরূপ বেলওয়ার, ফিরোয়া ইত্যাদি প্রস্তর দিয়া অঙ্গুলীর নগিনা অর্থাৎ ছাপ দেওয়া নিষেধ নাই ।

বা । কোন কোন অঙ্গুলীতে অঙ্গুলীর পরিধান করিবে ?

শি । উভয় হস্তের খেনছার অর্থাৎ বাহাকে তোমরা কনিষ্ঠাবল তাহাতে পরিধান করিবে ।

বা । কোন কোন রঙ্গের বস্ত্র পরিধান করা পুরুষের প্রতি নিষেধ ।

শি । হরিদ্রা, লাল, আফরাণী, কুম্মী এই চার রঙ্গের বস্ত্র পরিধান করা নিষেধ অর্থাৎ হারাম লিখিয়াছে এতদ্ভ্যাতীত সমুদয় রঙ্গের বস্ত্রই পুরুষে পরিধান কারিতে পারিবে, আদৌ কোন কোন শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, লাল রঙ্গের বস্ত্র পুরুষের পক্ষে হারাম নয় ।

বা । ওজুর পানি মুছিয়া ফেলিবার জন্য কুমাল রাখা যায় কি না ?

শি । না, মকরুহ তহরিমা লিখিয়াছে কেননা উহাতেও এক প্রকার অলঙ্কার দেখায় কিন্তু অলঙ্কারের নিমিত্তে না হইলে কোন দোষ হইবে না । মুখের জল কেশ্যামতের দিবস পুণ্যের সহিত ওক্ষন করা বাইবে একারণ না মুছা মস্তহাব । হে বালক ! যদি কাহার দস্ত নড়ে তবে স্বর্ণের তার দিয়া বাধা নিষেধ, রূপার তার দিয়া বাঁধিলে কোন দোষ হইবে না । এইরূপ যদি কাহাকে কোন কথা স্মরণ রাখিবার জন্য বস্ত্রের কোণে গিরা দিয়া দেয় তবে উহাতে পাপ হইবে না ।

ইহা বলিয়াশিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ

‘ তোমার দর্শন ও স্পর্শ করার

বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

বা । কোন কোন মেয়েলোককে দর্শন করা যায় ?

শি । যে সকল মেয়েলোককে কখনই বিবাহ করা যায় না, তাহাদিগকে, দর্শন করা শবাকে নিষেধ নাই ? যেমন মাতা, কন্যা, ভগিনী, হৃদ্যমাতা, হৃদ্যভগিনী, শাশুড়ী প্রভৃতি । এইরূপ যে রমণীর সঙ্গে সঙ্গম করা গিয়াছে তাহার মাতাকেও দর্শন করা যায়, কেন না তিনিও শাশুড়ীর তুল্য । মনে করিয়া দেখ উহার বিবরণ পূর্বে বলা গিয়াছে, এতদ্ভ্যাতীত সমুদয় নিষেধ ।

- বা। এই সকল মেয়েলোকের সমুদয় শরীর দেখা যায় কি না ?
- শি। হাঁ, মুখ, মস্তক, বক্ষঃস্থল, বাহু, ছাক, চিকুর, চক্ষু, কর্ণ, পমোদয়, কঙ্ক, পা, এবং ঐবা এই সকল স্থান দেখা নিবেশ নাই কিন্তু পৃষ্ঠ, উদর, জাহ্নু, বিয়ল স্থান, জনিতদ্ব দৃষ্টি করা নিবেশ।
- বা। শালীর সঙ্গে, হাতাহাতি ও গল্প সল্প করা যায় কি না ?
- শি। হাতাহাতি করা দুয়ে থাকুক তাহাকে দূর হইতে দর্শন করাও নিবেশ কিন্তু যে রমণীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয় তাহাকে দেখা যাইতে পারে। শাস্ত্রকারেরা এক্রপ দর্শন করাকে সোন্নত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (আ)
- বা। একজন পুরুষ দ্বিতীয় একজন পুরুষের শরীর দেখিতে পারে কি না ?
- শি। হাঁ পারে কিন্তু নাভী হইতে উরু পর্য্যন্ত দেখা নিবেশ। এইরূপ জ্ঞী ভিন্ন অন্ত কোন রমণীর সমুদয় শরীর দেখিতে পারিবে না কিন্তু কাম ভাবের সংশয় না হইলে মুখ ও কঙ্ক পর্য্যন্ত দেখিতে পারা যায়। কাম ভাবের সংশয় হইলে মেয়েলোকে পুরুষের কোন স্থানই দেখিতে পারিবে না। একজন মেয়েলোক দ্বিতীয় মেয়েলোকের নাভী হইতে উরু পর্য্যন্ত দেখিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত সমুদয় শরীর দেখিতে পারে। (আ)
- বা। ভাৰ্ঘ্যার শরীর দর্শন করা যায় কি না ?
- শি। হাঁ তাহার সমুদয় শরীর দর্শন করা যায় কিন্তু নির্গমস্থান দেখা ভাল নয়, উহাতে চক্ষুর জ্যোতি হ্রাস হয়। (আ)
- বা। মেয়েলোকের কোন কোন স্থান স্পর্শ করা যায় ?
- শি। যে সকল মেয়েলোকে বিবাহ করা নিবেশ তাহাদের যে যে স্থান দর্শন করা নিবেশ নাই, সেই সেই স্থান স্পর্শ করাও নিবেশ নাই কিন্তু বস্ত্রোপরি স্পর্শ করা বিধি। মনে করিয়া দেখ এইকণ উহার বর্ণনা করিয়াছি, অতএব যে যে স্থান দেখা নিবেশ তাহা স্পর্শও নিষেধ। (আ)

- বা। শাওড়ো কি দুই ভাগনা যুগী হইলে তাহাদের সঙ্গে খেলাও
অর্থৎ কোন বিরল স্থানে বসিয়া কথোপকথন করা যায় কি না?
- শি। না। (লিখক বলিলেন শরতান জেন্দা! জেন্দা!! জেন্দা!!!)
- বা। মেয়েলোকের সঙ্গে মোসাক। অর্থৎ হস্তে হস্তে ধরিয়া মিল। যায়
কি না?
- শি। না কিন্তু বৃদ্ধা মেয়েলোকের সঙ্গে মোসাক করা যায়। (আ)
- বা। নম্র বৎসরের নুন্ন বঃ প্রাপ্তা বালিকাকে দর্শন ও স্পর্শ করিতে
নিষেধ আছে কি না?
- শি। না; কেননা ঐ বালিকা এখনও কামভাবিনী হয় নাই। (আ)
- বা। অণ্ডকোষ কি লিঙ্গ ছোদত কিং, ন পুংসক ব্যক্তিকে কিমের তুল্য
জ্ঞান কারতে হইবে?
- শি। পুরুষের স্থায় জ্ঞান কারিতে হইবে (আ)
- বা। শঙ্গমকালে গম্ভান নাহওয়া মানসে বীৰ্য্য বাহিরে ফলা নিষেধ (আ)
একজন পুরুষ দ্বিতীয় এক জন পুরুষের মুখ কি মস্তক কি হস্ত কি
অন্ত কোন স্থান চুষ দিতে পারে কি না?
- শি। না, শরতে মক্কুহ তহরিমা লিখিয়াছে কিন্তু আলেম অর্থৎ বিদ্বান
কিম্বা কোন মাননীয় ব্যক্তির হস্ত হোববক জ্ঞান করিয়া চুষ দেওয়া
নিষেধ নাই। আদৌ কোন কোন শাস্ত্রকারেরা উৎসাহে সোমত
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (আ)
- ‘ গালাম করা কালে কুকু কি সেজদার স্থায় শির ভাগ নত
করা নিষেধ শির ভাগ এক্রপ নত করা শরতে মক্কুহ তহরিমা
লিখিয়াছে। (আ)

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক! এইক্ষণ
তোমার বিক্রয়ের বস্তুর বিবরণ জানা আবশ্যক।

বা। গোময় ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে কি না?

শি। হঁ; জালানের দস্ত কি দার গম্ভত করিবার অস্ত্র বিক্রয় অথবা

আচরণ করা যায়, মানুষের বিষ্ঠা বিক্রয় কি আচরণ করিলে মক্ৰুহ হইবে কিন্তু উহা মুত্তিকা কি ছাইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে বিক্রয় ও আচরণ করায় নিষেধ নাই । (আ)

বা । লৌহ, পিত্তল, কাঁসা ইত্যাদির অঙ্গুরী বিক্রয় করা যায় কি না ?
শি । না । এইরূপ মনুষ্যের চুল নথ প্রভৃতি বিক্রয় করা নিষেধ । (আ)
গন্ধ, ঘোটক ইত্যাদি পশুর অণ্ডকোষ ফেলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু
ঘোটকের অণ্ডকোষ দূব করা সম্বন্ধে কোন কোন শাস্ত্রকার নিষেধ করেন । (আ)

বা । শরতে রাগ রক্ত নিষেধ কি না ?
শি । হাঁ অবজ্ঞা নিষেধ অর্থাৎ হারাম । জুয়া, শতরঞ্চ ইত্যাদি খেলা নিষেধ । এইরূপ ঢোলক, তাম্বুরা, মৃদঙ্গ, সারিঙ্গা, বেহালা, তান-পুঝা, সেতারা প্রভৃতি সমুদয় বাজাই নিষেধ অর্থাৎ হারাম । (আ)
বা । যদি কাহার পতি নিকৃদ্দেশ হয় আর কোন বিশ্বাসী লোক তাহা পতির মৃত্যুর কি তিন তালাক দেওয়ার ভয় দেখে কিম্বা বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি তালাকের পত্র দেখায় তবে ঐ রমণী দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারে কি না ?

শি । হাঁ কোন সময় পারে ও কোন সময় পারে না । (আ)

বা । কোন্ সময়ে পারে ও কোন্ সময়ে পারে না ?

শি । বিশেষ চিন্তার পর যদি উহা সত্য বলিয়া মনে বিশ্বাস হয় তবে ঐ দিবসাবধি নিয়মিত কাল ধর্তব্য করা যাইবে এবং কালাঙ্কে বিবাহ বসিতে পারিবে, কিন্তু যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস না আছে তবে বিবাহ বসিতে পারিবে না । (আ)

বা । মনুষ্যের কি কোন জন্তুর খাদ্য দ্রব্য আটক রাখা যায় কি না ?

শি । যদি উহাতে নগরবাদী কি গ্রামবাদী লোকের ক্রোধ হয় তবে নিষেধ অর্থাৎ মক্ৰুহ, নচেত না । (আ)

বা । নিজ ভূমির উপার্জিত ধন কি চাউল আটক রাখা যায় কি না ?

শি । হাঁ রাখা যায়, তাহাতে নিষেধ নাই । (আ)

বা । দেশের রাজা শস্যের দর নির্ধারিত করিয়া দিতে পারেন কি না ?

শি । না অর্থাৎ মক্করুহ কিন্তু বণিক সকল যদি ছুমূল্যে বিক্রয় করেন তবে বিচারকর্তা দর নির্ধারিত করিয়া দিলে মক্করুহ হইবে না ।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার অচ্ছিন্ন অর্থ্য অনুমতির বিবরণ জানা আবশ্যক ।

বা । অনুমতি কিরূপ ?

শি । যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে বলেন যে, আমার মরণান্তে অমুক অমুক বস্তুর স্বত্বাধিকারী হইবেন, ইহাকে শরায় অচ্ছিন্ন অর্থ্য অনুমতি বলে । (আ)

বা । এইরূপ অনুমতি করিয়া মৃত্যু হইলে ঐ ব্যক্তি সেই বস্তুর স্বত্বাধিকারী হইবে কি না ?

শি । এই স্থলে দেখিতে হইবে যে মৃত ব্যক্তি তাহার ত্যজ্য সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অধিক অনুমতি করিয়াছেন কি না ? যদি অধিক না হয় তবে তাহাদিতে হইবে আর অধিক হইলে তৃতীয়াংশ দ্বারা অনুমতি প্রতিপালন করা যাইবে । (আ)

বা । এরূপ অনুমতি করা কি ?

শি । মস্তহাব কিন্তু কোন ব্যক্তি তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তি দেওয়া শর্তে অনুমতি দিয়া লোকান্তর হইলে তদ্রূপ উত্তরাধিকারীগণ বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান হইলে তৃতীয়াংশের অধিক যাহা হইবে তাহাই অসিদ্ধ করিতে পারেন । আদৌ যদি তাঁহারা সিদ্ধ রাখেন তাহাও শরাতে অগ্রাহ্য হইবে না । এইরূপ যিনি অনুমতি করেন তিনি জীবদ্দশায় থাকিতে যদি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এরূপ অনুমতি সিদ্ধ রাখেন তবে তাহা শরাতে গ্রাহ্য হইবে । (আ)

বা । মরণান্তে যাহারা উত্তরাধিকারী হইবেন তন্মধ্যে কাহাকে কোন বস্তু দেওয়ার অনুমতি করিয়া গেলে উহাশরাতে গ্রাহ্য হইবে কিনা ।

শি । না কিন্তু যদিঅপর উত্তরাধিকারীসিদ্ধ রাখেন তদেগ্রাহ্য হইবে।(আ)

- বা । যদি কেহ সিদ্ধ রাখেন কেহ সিদ্ধ না রাখেন তবে কি হইবে ?
- শি । যিনি সিদ্ধ রাখিবেন তাঁহার অংশ সিদ্ধ হইবে আর যিনি অসিদ্ধ করিবেন তাঁহার অংশ ধ্বংস হইবে না । অনুমতিদাতা জীবদ্দশায় থাকিতে যদি অনুমতি গ্রহীতা অনুমতী স্বীকার কি অস্বীকার করেন
- তবে ঐ স্বীকার অস্বীকার শরিতে গ্রাহ্য হইবে না । (আ)
- বা । যদি গাভীর গর্ভের বংশ কাহাকে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়
- তবে উহা সিদ্ধ হইবে কি না ?
- শি । হাঁ, ছয় মাসে গাভী প্রসব করিলে সিদ্ধ হইবে নাচেৎ না । (আ)
- বা । যদি কেহ গর্ভের সন্তানকে কোন বস্তু দেওয়ার অনুমতি দেয় তবে ঐ গর্ভজাত সন্তান ঐ স্বত্বে প্রব্বান হইবে কি না ?
- শি । হাঁ, ছয় মাসের মধ্যে জন্মিলে প্রব্বান হইবে নাচেৎ না । (আ)
- [দাতা একবার অনুমতি করিয়া পুনর্বার ফিরাইয়া নিতে পারেন ।
যদি অনুমতি দাতার মরণান্তে অনুমতি গ্রহীতা স্বীকার হওয়ার পূর্বে লোকান্তর হন তবে গ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণ ঐ স্বত্বে প্রব্বান হইবেন । (আ)]
- বা । যদি অনুমতি দাতা এরূপ ঋণ রাখিয়া মৃত্যু হন যে, তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তি যত, ঋণও তত, তবে কি হইবে ।
- শি । এমন ব্যক্তির অনুমতি অসিদ্ধ হইবে, কারণেই অর্থাৎ দায়ভাগে উহার বর্ণনা করা যাইবে । (আ)

চতুর্থ ভাগ ।

দায়ভাগ ।

বা । দায়ভাগ কাকে বলে ?

শি । যে বিজ্ঞা প্রভাবে মৃতের ত্যজ্যধন তত্ত্ব উত্তরাধিকারীগণের প্রতি বিভাগ হয়, তাহাকে দায়ভাগ বলে ।

বা । মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তি কিরূপে বিভাগ হয় ?

শি । শাস্ত্র কারয়েরা নিকৃপণ করিয়াছেন যে, উহা ক্রমান্বয়ে চারি অংশে বিভক্ত হয় ।—

- ১। মৃতের মধ্যমবস্থা বিবেচনার মৃতের ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে তত্ত্ব কাফন; দফনের ব্যয় পরিশোধ হইবে ।
- ২। উপরোক্ত ব্যয় বাদে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে ।
- ৩। ঋণ পরিশোধান্তে বাকী সম্পত্তির তৃতীয়াংশ দিয়া হইলেও মৃতের জীবদ্দশার দাতব্য প্রতিপালন করিতে হইবে । উহাকে “অছিন্নং” অর্থাৎ উপদেশ বলে ।
- ৪। উপদেশ প্রতিপালনান্তে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই উত্তরাধিকারীগণ বিভাগ করিয়া লইবেন ।

বা । কে কে মৃতের ধনে উত্তরাধিকারী হন ?

শি । এদেশে তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা—বঁাহাদের অংশ শরার মূল শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে তাঁহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত, আরবী ভাষায় উহাদিগকে “অবেল ফরুজ” বলে । প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অংশ বাদে বাকী ধনে বঁাহারা উত্তরাধিকারী হন তাঁহারা দ্বিতীয় ;

শ্রীভুক্ত উদাহরণকে “আছবা” বলে । প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রীভুক্ত ব্যক্তিগণের অভাবে যাহারা উত্তরাধিকারী হন তাঁহাদিগকে “অবেল আরহাম” বলে, তাহারা তৃতীয় শ্রীভুক্ত ।

বা । আপনি বলিলেন যে, প্রথম শ্রীভুক্ত অংশীগণের অংশ পরিশোধান্তে যেখন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে দ্বিতীয় শ্রীভুক্ত ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারী হইবেন । যদি দ্বিতীয় শ্রীভুক্ত কেহই বর্তমান না থাকেন তবে ঐ অবশিষ্ট ধন কে পাইবেন ?

শি । উহাও প্রথম শ্রীভুক্ত ব্যক্তিগণ আপন আপন অংশমত পাইবেন কিন্তু স্বামী ও ভার্য্যা পাইবেন না, যদি তৃতীয় শ্রীভুক্ত কোনও কুটুম্ব বর্তমান না থাকেন তবে একালে উত্তরাংশ পাইবেন ।

বা । একালে পাইবেন, প্রাচীন কালে পাইতেন না ইহার কাবণ কি ?

শি । পূর্বকালে মুসলমান রাজাদের সময় ঐ অবশিষ্ট ধন “বায়হলুমাল” মধ্যে পরিগণিত হইয়া রাজভাণ্ডারে নীত হইত, একালে উহা না থাকা বশতঃ স্বামী ও ভার্য্যা পাইবা থাকেন ।

বা । যদি প্রথম শ্রীভুক্ত কেহই বর্তমান না থাকেন, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রীভুক্ত কেহই বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেন কি না ?

শি । না । দ্বিতীয় শ্রীভুক্ত একজনমাত্র বর্তমান থাকিলেও তৃতীয় শ্রীভুক্ত কেহই কিছুই পাইবেন না ।

বা । তবে তৃতীয় শ্রীভুক্ত লোকেরা কোন সময়ে উত্তরাধিকারী হইবেন ?

শি । প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রীভুক্ত ব্যক্তিগণ অভাবে তৃতীয় শ্রীভুক্ত লোক উত্তরাধিকারী হইবেন ।

বা । এই তিন শ্রীভুক্ত কেহই না থাকিলে ঐ ধন কি হইবে ?

শি । মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যদি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে অবংশ দ্বারা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তবে সেই ব্যক্তি সমুদয় ধনের উত্তরাধিকারী হইবেন, উহাকে “মাকর লাহ” বলে ।

বা । যদি আত্মীবন কাহাকেও অবংশদ্বারা বলিয়া প্রকাশ করিয়া না থাকেন তবে কেহ উত্তরাধিকারী হইবেন কি না ?

- শি। না। উহা অভাবে ত্যক্ত দাসের প্রভু উত্তরাধিকারী হইবেন কিন্তু উহা এদেশে না থাকা প্রযুক্ত পরিত্যক্ত হইল ?
- বা। যদি উহারাও না থাকেন তবে ঐ সম্পত্তি কি হইবে ?
- শি। মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যদি কাহাকে ঐ ধন দেওয়া সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি সমুদয় ধনের স্বত্বাধিকারী হইবেন, উহাকে “মুদালাহ” বলে। উহা অভাবে বায়তল মাল মধ্যে পরিগণিত হইয়া রাজ ভাণ্ডারে নীত হইবে।

ইহা বলিয়া শিক্ষক বলিলেন, হে বালক ! এইক্ষণ তোমার প্রথম শ্রেণীর বিবরণ জানা আবশ্যিক ।

- বা। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের নির্ণয় আছে কি না ?
- শি। হাঁ আছে, তাঁহারা সর্বশুদ্ধ ষাট জন, তন্মধ্যে চারিজন পুরুষ ; আট জন স্ত্রীলোক ।
- বা। তাঁহারা কে কে ?
- শি। পিতা, প্রকৃত পিতামহ, বৈপিত্তের ভ্রাতা, স্বামী এই চারিজন পুরুষ স্ত্রী, কন্যা, পুত্রের কন্যা, সাহোদরা ও বৈপিত্তের ভগিনী, বৈমাত্তের ভগিনী, মাতা, এবং উর্দ্ধ জননী এই আট জন স্ত্রীলোক ।
- বা। প্রকৃত পিতামহ কাহাকে বলে ?
- শি। মৃতার সহিত সম্বন্ধ করিলে যদি স্ত্রী ব্যবধান না হয় তবে তাহাকে প্রকৃত পিতামহ বলা যায়। যেমন পিতার পিতা কিন্তু স্ত্রী ব্যবধান হইলে অপ্রকৃত পিতামহ বলা যায়। যেমন মাতার পিতা।
- বা। প্রকৃত উর্দ্ধ জননী কাহাকে বলে ?
- শি। মৃতার সহিত সম্বন্ধ করিলে যদি পুরুষ ব্যবধান না হয়, তবে তাহাকে প্রকৃত উর্দ্ধ জননী বলে। যেমন মাতার মাতা কি পিতার মাতা কিন্তু পুরুষ ব্যবধান হইলে অপ্রকৃত উর্দ্ধ জননী বলে, যেমন পিতামহের মাতা, মাতার পিতার মাতা।

১ম পিতা ।

বা । পিতা কি অংশ পান ?

শি । তৎসম্বন্ধে তিন প্রকার নিয়ম শরিতে উল্লেখ আছে । যথা—

- ১ । মৃত্যুর পুত্র কি পুত্রের পুত্র যত অধে হউক বর্তমান থাকিলে মৃত্যুর পিতা ষষ্ঠাংশ পাইবেন ।
- ২ । মৃতের কস্তা কি পুত্রের কস্তা যত অধে হউক বর্তমানে পিতা ষষ্ঠাংশ পাইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইয়া অবশিষ্ট সমস্ত ধন পাইবেন ।
- ৩ । মৃতের সন্তান কি তাহার পুত্রের সন্তান যত অধে হউক কেহই বর্তমান না থাকিলে মৃতের পিতা কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবেন ।

২য় প্রকৃত পিতামহ ।

বা । প্রকৃত পিতামহ কত অংশ পাইবেন ?

শি । মৃতের পিতা যেহে প্রকারে যত পাইবেন, পিতা অবর্তমানে প্রকৃত পিতামহও সেই সেই প্রকারে তত পাইবেন । এতদ্ভাতিত অতিরিক্ত আরও চারিটি বিষয় আছে, তৎসম্বন্ধে শরায় বিধান লিখিত আছে কিন্তু শেষ বিষয়টি এদেশে অনাবশ্যক প্রযুক্ত ছাড়িয়া দেওয়া গেল ।

- ১ । পিতা বর্তমানে পিতার মাতা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবেন মা কিন্তু পিতামহ বর্তমানে পিতার মাতা উত্তরাধিকারিণী হইবেন ।
- ২ । যদি কোন পুরুষ স্ত্রী, মাতা, ও পিতা এই তিন জন কিবা কোন স্ত্রী পতি, মাতা, ও পিতা এই তিন জন রাখিয়া মৃত হন তবে এই দুই অবস্থাতে স্ত্রী কি পতির অংশ পরিশোধান্তে অবশিষ্ট ধনের তৃতীয়াংশ মাতা পাইবেন কিন্তু পিতার স্থানে পিতামহ থাকিলে মৃত্যুর মাতা সমুদয় সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পাইবেন ।
- ৩ । মৃত্যুর পিতা বর্তমান থাকিলে মৃত্যুর সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা

ভাগিনী নিরাশ হন কিন্তু পিতার স্থানে পিতামহ বর্তমান থাকিলে
নিরাশ হইবেন না কিন্তু এমাম আবু হানিফা বলেন নিরাশ হইবেন
এবং এই কথাই প্রতিষ্টা বাবস্থা।

৩য় ও ৯ম বৈপিত্রের সন্তানগণ।

বা। বৈপিত্রের ভ্রাতা ভগিনীগণ কি অংশ পাইবেন ?

শি। তৎসম্বন্ধে তিন প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা—

- ১। একজন হইলে ষষ্ঠাংশ পাইবেন।
- ২। একাধিক হইলে তৃতীয়াংশ পাইবেন। আর্যো ভ্রাতা ভগিনী যত
জন হন উক্তাংশ তুল্যরূপ বিভাগ করিয়া গাইবেন।
- ৩। সম্ভানকি পুত্রের সন্তান যত অধে হউক বর্তমান থাকিলে বৈপিত্রের
সন্তানেরা কিছুই পাইবেন না। এইরূপ পিতা কি পিতামহ
বর্তমান থাকিলেও তাঁহারা নিরাশী হইবেন।

৪র্থ পতি।

বা। পতি কি অংশ পাইবেন ?

শি। তৎসম্বন্ধে দুই প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। যথা—

- ১। সম্ভানকি পুত্রের সন্তান যত অধে হউক কেহই বর্তমান না থাকিলে
অর্দ্ধাংশ পাইবেন।
- ২। উহাদের একজন মাত্র বর্তমান থাকিলে চতুর্থাংশ পাইবেন।

৫ম স্ত্রী।

বা। মৃত পতির ভ্রাতা সম্পত্তি হইতে স্ত্রী কত অংশ পাইয়া থাকেন ?

শি। তৎসম্বন্ধে দুই প্রকার নিয়ম আছে যথা—

- ১। সম্ভান কি পুত্রের সন্তান যত অধে হউক উহাদের অবর্তমান
চতুর্থাংশ পাইবেন।
- ২। উহাদের বর্তমানে অর্ধাংশ পাইবেন।

বা। একাধিক স্ত্রী হইলে কত অংশ পাইবেন ?

শি। যতই হউন ঐ অংশ পাইবেন কিন্তু তাঁহাদের মতর ঋণ মধ্যে ধরা
যাইবে।

ষষ্ঠ কন্যা ।

বা । কন্যা কি অংশ পান ?

শি । তৎসম্বন্ধে শরিতে তিন প্রকার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে ।

- ১ । মৃতের কন্যা একজন হইলে অর্দ্ধাংশ পাইবেন ।
- ২ । একাধিক হইলে তিনাংশের দুই অংশ পাইবেন ।
- ৩ । পুত্র বর্তমান থাকিলে পুত্র বাহা পাইবেন তাহার অর্দ্ধেক কন্যা পাইবেন অর্থাৎ পুত্রসহ কন্যা দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন ।

৭ম পৌত্রী ।

বা । পৌত্রী কি অংশ পাইয়া থাকেন ?

শি । তৎসম্বন্ধে ছয় প্রকার নিয়ম লিখিত আছে ।

- ১ । যদি কন্যা বর্তমান না থাকেন তবে এক জন পৌত্রী হইলে অর্দ্ধেক পাইবেন ।
- ২ । যদি কন্যা না থাকে তবে একাধিক হইলে তিনাংশের দুই অংশ পাইবেন ।
- ৩ । এক কন্যা বর্তমান থাকিলে ষষ্ঠাংশ পাইবেন ।
- ৪ । একাধিক কন্যা বর্তমানে পৌত্রীরা কিছুই পাইবেন না ।
- ৫ । একাধিক কন্যা বর্তমানে পৌত্রীরা নিরাশ হন কিন্তু পৌত্র বা প্রপৌত্র যত্নসহে হউক তুল্য কি নিম্ন শ্রেণীস্থ কোন পুরুষ থাকিলে তৎসঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন । আদৌ মেয়েলোকের দ্বিগুণ পুরুষে পাইবেন ।
- ৬ । মৃতের পুত্র বর্তমান থাকিলে পৌত্রীগণ কিছুই পাইবেন না ।

৮ম সহোদরা ভগিনী ।

বা । সহোদরা ভগিনী শরীর ব্যবস্থানুযায়ী কি অংশ পাইয়া থাকেন ।

শি । তৎসম্বন্ধে পাঁচ প্রকার নিয়ম আছে । যথা—

- ১ । একজন হইলে অর্দ্ধেক পাইবেন ।
- ২ । একাধিক হইলে তিনাংশের দুই অংশ পাইবেন ।

- ৩। সহোদর বর্তমান থাকিলে তৎসঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়া উত্তরাধিকারিণী হইবেন, আদৌ ভ্রাতার অংশ ভগিনীর অংশের দ্বিগুণ।
- ৪। কস্তা কিপুত্রের কস্তা বর্তমান থাকিলে উহাদের অংশ পরিশোধান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই পাইবেন।
- ৫। পুত্র কি পুত্রের পুত্র যত অধে হউক কি পিতা কি পিতামহ বর্তমান থাকিলে সহোদর, সহোদরা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভগিনী কিছুই পাইবেন না।

৯ম বৈপিত্রেয় ভগিনী ।

ইহারা বিবরণ ২৩২ পৃষ্ঠায় তৃতীয় ব্যক্তির সহিত বলা গিয়াছে।

১০ম বৈমাত্রেয় ভগিনী ।

বা। বৈমাত্রেয় ভগিনী কি অংশ পান ?

শি। তৎসঙ্গে সাত প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা—

- ১। যদি সহোদরা ভগিনী বর্তমান না থাকেন তবে একজন হইলে অর্ধেক পাইবেন।
- ২। যদি সহোদরা ভগিনী বর্তমান না থাকেন তবে একাধিক হইলে তিনাংশের দুই অংশ পাইবেন।
- ৩। একজন সহোদরা বর্তমান থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনী যষ্ঠাংশ পাইবেন।
- ৪। দুইজন সহোদরা বর্তমানে বৈমাত্রেয় ভগিনীগণ কিছুই পাইবেন না।
- ৫। উক্তাবস্থাতে বৈমাত্রেয় ভগিনীগণ নিরাশ হন বটে কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বর্তমান থাকিলে তৎসঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়া উত্তরাধিকারিণী হইবেন। ভগিনীর দ্বিগুণ ভ্রাতা পাইবেন।
- ৬। কস্তা কি পুত্রের কস্তা বর্তমান থাকিলে সহোদর ভগিনীর সত্ত অবশিষ্ট ধন পাইবেন।
- ৭। সহোদর ভ্রাতা বর্তমান থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনী কিছুই পাইবেন না।

১১শ যাতা ।

বা । মাতা কি পাইবা থাকেন ?

শি । তৎসম্বন্ধে তিন প্রকার নিয়ম শরীতে লিখিত হইয়াছে । যথা—

- ১ । মৃতের সম্ভান কি পুত্রের সম্ভান যত অধে হউক বর্তমান থাকিলে মাতা বর্ধাংশ পাইবেন ।
- ২ । এইরূপ তিন প্রকার ভ্রাতা ভগিনীগণ মধ্যে একাধিক বর্তমান থাকিলেও বর্ধাংশ পাইবেন ।
- ৩ । একাধিক ভ্রাতা ভগিনী বর্তমান না থাকিলে সমুদয় সম্পত্তির ততীয়াংশ পাইবেন ।

১২শ প্রকৃত উর্দ্ধজননী ।

বা । প্রকৃত উর্দ্ধ জননীর কি অংশ শরীতে নিরূপণ আছে ।

শি । তৎসম্বন্ধে তিন প্রকার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে । যথা—

- ১ । ভূত্য শ্রেণীর একজন কি একাধিক হইলে বর্ধাংশ পাঠবেন ।
- ২ । মাতা বর্তমান থাকিলে কোন প্রকারের উর্দ্ধজননী কিছুই পাইবেন না ।
- ৩ । পিতা বর্তমান থাকিলে কেবল পিত্রের উর্দ্ধজননী নিরাশ হইবেন কিন্তু মাত্রের উর্দ্ধজননীর অংশ ধরণ হইতে পারিবে না । এই-রূপ পিতামহ বর্তমানেও পিতার মাতা অংশ পাইবেন ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিবরণ ।

বা । শরীতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে

শি । উহারা চারি প্রকার যথা ।—

- ১ । মৃত্যুর পুত্র হীনে পুত্রের পুত্র যত অধে হউক ।
- ২ । পিতা, পিতাহীনে পিতার পিতা যত উর্দ্ধে হউক ।
- ৩ । ভ্রাতাগণ, ভ্রাতা হীনে তস্ত পুত্রগণ যত অধে হউক ।
- ৪ । পিতৃবাগণ, পিতৃব্য হীনে তস্ত পুত্রগণ যত অধে হউক ।

বা । এখানে আপনি যে চারি প্রকার বিভাগ করিলেন ইহার অর্থ কি ?

শি। ইহার অর্থ এই যে প্রথম প্রকারের ব্যক্তিগণ বর্তমান থাকিলে দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিগণ স্বাধিকারী হইতে পারিবেন না। এইরূপ দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিগণ বর্তমানে তৃতীয়েরা, ও তৃতীয়েরা বর্তমানে চতুর্থেরা নিরাশ হইবেন।

বা। তবে পুত্র বর্তমান থাকিলে পিতা কি কিছুই পাইবেন না ?

শি। না কিন্তু কেবল প্রথম শ্রেণীর অংশ পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন না। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন যথা—

- ১। কস্তা ও পুত্রের কস্তা ও সহোদর ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভগিনী স্ব স্ব ভ্রাতার সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইয়া থাকেন। মনে করিয়া দেখ প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা স্থলে উহার বর্ণনা করা হইয়াছে।
- ২। কস্তা বর্তমান থাকিলে ভগিনীগণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবেন উহার বিবরণও বলা হইয়াছে।

বা। বৈমাত্রেয় সন্তানগণ হইতে সহোদর কি সহোদরের সন্তানগণ অগ্রগণ্য কি না ?

শি। হাঁ অগ্রগণ্য। এইরূপ একটা সম্বন্ধ হইতে দুইটা সম্বন্ধ অগ্রগণ্য।

বা। আরজ সন্তানেরা তাহাদের উপপিতার স্বর্থে স্বাধিকারী হইতে পারিবে কি না ?

শি। না। এইরূপ উপপিতাও আরজ সন্তানের স্বর্থে স্বাধিকারী হইতে পারিবে না।

তৃতীয় শ্রেণীর বিবরণ।

বা। কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে তৃতীয় শ্রেণী মধ্যে ধরা গিয়াছে।

শি। উহারা চারি প্রকার যথা—

- ১। কস্তার সন্তানগণ ও পৌত্রীয় সন্তানগণ।
- ২। অপ্রকৃত পিতামহ, পিতামহী ও মাতামহ ও মাতামহী।
- ৩। সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কস্তাগণ ও তাহাদের দৌহিত্রী

প্রভৃতি ও সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভগিনীর সন্তানগণ ও বৈপিজ্যেয় ভ্রাতার সন্তানগণ ।

৪ । মাতার ভ্রাতা ভগিনী ও পিতার ভগিনী ভদ্রভাবে তাহাদের সন্তান ও পিতার বৈপিজ্যেয় ভ্রাতার সন্তানগণ ।

• হে বালক ! আর একটি কথা মনে রাখিও যে মৃতের নিকটবর্তী বর্তমানে দূরবর্তীরা নিরাশ হন ।

বা । • ইহার মধ্যে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে ।

শি । বল কি প্রশ্ন ?

বা । যদি কোন ব্যক্তি কন্ডার কন্ডা ও পুত্রের কন্ডার কন্ডা এই দুই জন রাখিয়া মৃত হন তবে কে উত্তরাধিকারিনী হইবেন ?

শি । কন্ডার কন্ডা হইবে । পুত্রের দৌহিত্রী কিছুই পাইবেন না কেননা এখনি বলিয়াছি নিকটবর্তী বর্তমানে দূরবর্তীরা নিরাশ হন ।

বা । যদি কেহ পুত্রের কন্ডার কন্ডাকে ও কন্ডার কন্ডার পুত্রকে রাখিয়া মৃত হন তবে কে উত্তরাধিকারী হইবেন ।

শি । পুত্রের দৌহিত্রী উত্তরাধিকারিনী হইবেন ।

বা । কেন হইবেন এখানে কি মৃতের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ সমান নয় ?

শি । হাঁ সমান বটে । কিন্তু একটি নিয়ম স্মরণ রাখিও যে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের সন্তান তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের সন্তান হইতে অগ্রগণ্য ।

বা । যদি কেহ একটি কন্ডার কন্ডা ও একটি কন্ডার পুত্র রাখিয়া মৃত হন তবে দায়াদিকারী কে হইবেন ?

শি । উভয়ে হইবেন, কেননা উভয়ের সঙ্গে মৃতের তুল্য সম্বন্ধ কিন্তু বিশেষ এই যে দৌহিত্রী যত পাইবেন তাহার ষিগ্ধ দৌহিত্র পাইবেন কেননা উনি মেয়েলোক ইনি পুরুষ ।

বা । যদি কেহ ভ্রাতাপুত্রের কন্ডা ও ভগিনীর কন্ডার পুত্র রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার ভ্রাতা ধনে কে অধিকারী হইবেন ?

শি । ভ্রাতাপুত্রের কন্ডা হইবেন ।

বা । ভগিনীর কন্ডার পুত্র হইবেন না কেন ?

শি। ভগিনীর দৌহিত্র তৃতীয় শ্রেণীর সন্তান কিন্তু ভ্রাতার পৌত্রী
 দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্তান অতএব স্মরণ রাখিও তৃতীয় শ্রেণীর সন্তান-
 গণ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্তানগণ অগ্রগণ্য ।

যাহারা মৃতের ধনে উত্তরাধিকারি হন না
 তাঁহাদের বিবরণ ।

বা। কে কে উত্তরাধিকারী হন না ?

শি। তাঁহারা চারি জন । যথা— দাস অর্থাৎ গোলাম, বধকারী, বিজাতীয়
 ধর্মাবলম্বী, বিজাতীয় দেশের অধিবাসী ।

বা। উহা ভালরূপ বর্ণিত নহে । প্রত্যেকের এক একটা উদাহরণ বলুন ।

শি। ১। যিনি দাস হইবেন তিনি তাঁহার প্রভুর ধনে উত্তরাধিকারী
 হইতে পারিবেন না ।

২। যিনি বাঁহাকে বধ করিবেন তিনি তাঁহার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী
 হইতে পারিবেন না ।

৩। যিনি বিজাতীয় ধর্ম অবলম্বন করিবেন তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বীর
 ত্যজ্য ধনে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না ।

৪। যিনি মুসলমানীয় বিধান অপ্রচলিত দেশে বাস করিবেন তিনি
 মুসলমানীয় বিধান প্রচলিত দেশবাসীর উত্তরাধিকারী হইতে
 পারিবেন না ।

মূলরাশির বিবরণ ॥

বা। মূলরাশি কাহাকে বলে ?

শি। 'প্রথম শ্রেণীর অংশীদারের অংশ যে যে অঙ্ক হইতে নির্গত হয়
 তাহাকে মূলরাশি বা মূল্যক বলে । আরবী ভাষার "মথারেজলু
 ককুজ" বলে ।

বা। কোন কোন অঙ্ক হইতে উহা নির্গত হয় ?

শি। ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ২৪ এই সাতটি অঙ্ক হইতে প্রথম শ্রেণীর সমুদয়
 অংশীদের অংশ নির্গত হয় । এ৭ং ৬, ১২, ২৪ এই তিনটি অঙ্ক
 আবশ্যক মতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, একারণ উহাকে বৃদ্ধিরাশি বলে ।
 আরবী ভাষায় উহাকে "আওল" বলে ।

বা । মৃতের তাক্ষা ধনের বিভাগ পত্র কিরূপে লিখিত হয় ?

শি । নিম্নে যে একটি রেখা অঙ্কিত করিলাম উহাতেই প্রতীয়মান হইবে যথা—

মু—৬

মু—-----ক

পিতা মাতা ২ কন্তা

১

১

৪

এই রেখাটির বাম দিকে যে মু লিখিয়া; দক্ষিণদিকে ঠানিয়া দেওয়া গিয়াছে উহাকে মৃত জ্ঞান করিতে হইবে এবং রেখার ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে যে ক লিখা গেল উহাই মৃতের নাম । রেখার নিম্ন দেশে যে পিতা, মাতা ও কন্তা লিখিত হইয়াছে উহারাই ঐ মৃতের উত্তরাধিকারী । রেখার বাম দিকের উপরিভাগে যে “মু” লিখিত তটল উহা মূল্যক জানিতে হইবে ।

হে বালক । এখানে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখ মূল্যক ৬ হইবে অর্থাৎ “ক” ব্যক্তির তাক্ষা সম্পত্তি ৬ ভাগ করিয়া এক ভাগ পিতা ও এক ভাগ মাতা ও চারি ভাগ দুইজন কন্তা পাইবেন ।

বুদ্ধিরশির বিবরণ, যাহাকে আওল বলে ।

বা । বুদ্ধি রাশি কিরূপে হয় বলিয়া দেউন ।

শি । ৬ এই মূল রাশিটি ১০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

বা । উহার প্রত্যেকের উপাধরণ বলুন ?

শি । যথা—১ । যদি কোন মেয়েলোক স্বামী, একজন সহোদর, একজন বৈপিত্রের ভগিনী রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার বুদ্ধি রাশি ৭ হইবে
২ । যদি কোন মেয়েলোক স্বামী, মাতা, দুইজন সহোদর রাখিয়া মৃত হন তবে বুদ্ধি রাশি ৮ হইবে ।

৩ । যদি কোন মেয়েলোক স্বামী, দুইজন সহোদর দুইজন বৈপিত্রের ভগিনী রাখিয়া মরেন তবে তাহার বুদ্ধি রাশি ৯ হইবে ।

৪। যদি কোন মেয়েলোক স্বামী, মাতা, দুইজন সহোদরা দুইজন বৈপিত্রের ভগিনী রাখিয়া মৃত হন তবে মূলরাশি ১০ হইবে ।

বা । ১২ মূল অঙ্কটী কোন্ কোন্ অঙ্কে বৃদ্ধি হয় ।

শি । ১৩, ১৫, এবং ১৭ এই তিন অঙ্কে বৃদ্ধি হয় ।

বা । উহার প্রত্যেকের উদাহরণ বলুন ?

শি । যথা—১। যদি কোন মেয়েলোক স্বামী; ২ কন্যা ও মাতা রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার মূল অঙ্ক ১৩ হইবে ।

২। যদি কোন ব্যক্তি ভাৰ্য্যা, ২ জন সহোদরা, ২ জন বৈপিত্রের ভগিনী রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার বৃদ্ধি রাশি ১৫ হইবে ।

৩। যদি কোন ব্যক্তি ভাৰ্য্যা, মাতা, ২ জন সহোদরা, ২ জন বৈপিত্রের ভগিনী রাখিয়া মৃত হন তবে তাহার মূল রাশি ১৭ হইবে ।

বা । ২৪ এই মূল অঙ্কটী কোন্ কোন্ অঙ্কে বৃদ্ধি হয় ?

শি । ২৭ অঙ্কে বৃদ্ধি হয় কিন্তু এক স্থানে কেবল ৩১এ বৃদ্ধি হয় ।

বা । উভয়ের উদাহরণ বলুন ?

শি । যথা—১। যদি কোন ব্যক্তি ভাৰ্য্যা, মাতা, পিতা দুইজন কন্যা রাখিয়া মৃত্যু হন তবে তাহার বৃদ্ধি রাশি ২৭ হইবে ।

২। যদি কোন ব্যক্তি ভাৰ্য্যা, মাতা, বৎকারী পুত্র, ২জন বৈপিত্রের ভগিনী, দুইজন বৈপিত্রের ভগিনী রাখিয়া মৃত্যু হন তবে তাহার বৃদ্ধি রাশি ৩১ হইবে ।

রাশি সকলের পরস্পর চারিটী সম্বন্ধের বিবরণ ।

বা । কিরূপ সম্বন্ধ ?

শি । বলিতেছি যথা—পরস্পর দুইটী অঙ্কে চারি সম্বন্ধে এক সম্বন্ধ হইয়া থাকে, যথা—ভূল্য, ভিন্ন, বিভিন্ন, বিষম ।

বা । কোন্ কোন্ অঙ্কে কোন্ সম্বন্ধ হয়, উদাহরণ দিয়া বলুন ?

শি । ১। যে দুই অঙ্ক একরূপ হয় যে একের সহিত দ্বিতীয়ের তুলনা করিলে সমান হয় উহাকে ভূল্য সম্বন্ধ বলি । আরবী ভাষায় তামা-ছোল বলিয়া বর্ণনা হইয়াছে যেমন ২, ২ ইত্যাদি ।

- ২। দুইটি অঙ্ক একরূপ হয় যে, একটি ছোট একটি বড় কিন্তু ছোট অঙ্কটি দিয়া বড় অঙ্কটিকে ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে না, উহাকে ভিন্ন সম্বন্ধ বলি আরবী ভাষায় “ভাদাখোল” বলে। যেমন ৩, ৬ ইত্যাদি।
- ৩। যে দুই অঙ্ক একরূপ হয় যে, ছোট অঙ্কটি দিয়া বড় অঙ্কটিকে ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে কিন্তু পৃথক একটি অঙ্কদ্বারা উভয়কে বিভাগ করা যায় উহাকে বিভিন্ন সম্বন্ধ বলি। আরবী ভাষায় “তওয়াকফ” বলে এবং পৃথক অঙ্কটিকে তৃতীয় রাশি বলি যেমন ৮, ২০ ইত্যাদি ইহার তৃতীয় রাশি ৪ হইবে।
- ৪। যে দুইটি অঙ্কে পরস্পর ক্রমশঃ বিভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে বিষম সম্বন্ধ বলি। উহাকে আরবী ভাষায় “ভাবায়ন” বলে, যেমন ৯, ১০ ইত্যাদি।
- হে বালক ! এই চারিটি সম্বন্ধ স্মরণ রাখা অতি আবশ্যিক তত্ত্বযো পূর্বোক্ত দুইটি অনায়াসেই জানা যায় শেষোক্ত দুইটি জানিতে বিশেষ বিবেচনায় আবশ্যক। অতএব একটি নিয়ম বলিতেছি শুধাৰা কোন কোন অঙ্কে বিভিন্ন সম্বন্ধ ও কোনকোন অঙ্কে বিষম সম্বন্ধ সহজেই জানিতে পারিবে যথা—

নিয়ম ।

যদি দুই অঙ্ক মধ্যে ছোট অঙ্কটিকে হারক ও বড় অঙ্কটিকে হার্য্য করিয়া হরণ করিলে যদি অবশিষ্ট থাকে তবে পুনরায় ঐ অবশিষ্টকে হারক ও পূর্বেই হারককে হার্য্য করিয়া হরণ করিতে হইবে। এইরূপ ক্রমশঃ হারককে হার্য্য ও অবশিষ্টকে হারক করিয়া হরণ করিলে যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে তবে ঐ দুই অঙ্কে “বিভিন্ন সম্বন্ধ” এবং শেষের হারকের নাম তৃতীয় রাশি। আদৌ অবশিষ্ট থাকিলে ঐ দুই অঙ্কে বিষম সম্বন্ধ।

যা। উহার দুইটি দৃষ্টান্ত লিখিয়া দেখান।

শি। লিখিলাম দেখ।

বিষম সম্বন্ধের উদাহরণ । বিভিন্ন সম্বন্ধের উদাহরণ ।

$$\begin{array}{r} ৪+২১ \\ ৪) ২১ (৬ \\ \underline{১৮} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৬+২০ \\ ৬) ২০ (৩ \\ \underline{১৮} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৩) ৪ (১ \text{ এই হারকের নাম ৩য় রাশি } ২) ৬ (৩ \\ \underline{৩} \end{array}$$

শুদ্ধ করার বিবরণ ।

বা । শুদ্ধ করা কাহাকে বলে ?

শি । যদি অংশে এবং অংশীতে মিলিত না হয় তবে ভগ্নাংশ করিয়া মিল করিয়া দেওয়াকে শুদ্ধ করা বলে, যে অঙ্ক দ্বারা শুদ্ধ হয় উহাকেই শুদ্ধাক বলা যায় । আরবী ভাষায় শুদ্ধ করাকে “তছ্‌হি” বলে ।

বা । কিরূপে শুদ্ধ করা যায় ?

শি । তৎসম্বন্ধে দায়ভাগ অর্থাৎ আরবী ভাষায় সেবাজিয়া প্রভৃতি সাতটি শূত্র বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোনও একটি শূত্র দ্বারা শুদ্ধ করা যায় ।

বা । ঐ সাতটি শূত্র কি কি ?

শি । যথা— ১। শূত্র ।

অংশে ও অংশীতে মিলিত হইলে পূরণের কোনও আবশ্যক নাই ।

বা । উহার একটি উদাহরণ বলুন ?

শি । যদি কেহ মাতা, পিতা, দশটি কন্যা রাখিয়া মৃত্যু হন তবে এই শূত্রানুসারে শুদ্ধ করা যায় । যথা—
মূল—৬

মু	পিতা	ক
মাতা	১	১০ কন্যা
	১	৮
হে বালক ! এখানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ইহার মূলরাশি ৬ হইয়া		
যষ্ঠাংশ মাতা, যষ্ঠাংশ পিতা ও দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪ অংশ ১০টি		
কন্যা পাইলেন । অতএব ৪ অংশ ১০ জন কন্যা কোমণ্ড রূপেই		
বিভাগ করিয়া নিতে পারেন না । আর্যো ৪তে ১০তে এই দুই অঙ্কে		
বিভিন্ন সম্বন্ধ ইহার তৃতীয় রাশি ২ । অতএব ঐ ২ দ্বারা ১০ কে		

হরণ করিলে তাহার ফল ৫ হইল এবং ঐ ৫ দ্বারা মূলরাশি ৬ কে পূরণ করিলে ৩০ হইলে । ইহাই এই প্রশ্নের শুদ্ধ বাশি । ইহা ব বর্থাংশ অর্থাৎ ৫ অংশ মাতা, ৫ অংশ পিতা ও তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ ২০ অংশ ১০ কন্যার প্রত্যেকে ২ অংশ করিয়া পাইবেন ।

উদাহরণ ।

সু—৩০

মু—৬

মু	ক									
মাতা, পিতা, কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
৫	৫	২	২	২	২	২	২	২	২	২
বা ।	বুদ্ধিরাশির প্রতি যে শুদ্ধ করায় তাহারও একটা উদাহরণ বলুন ।									
নি ।	যদি কোন মেয়েলোক পতি, মাতা, পিতা ও ৬ কন্যা রাখিয়া মৃত হন তবে বুদ্ধি রাশির প্রতি শুদ্ধ করা যাইবে । যথা—									
	শুদ্ধ—৪৫									
	বুদ্ধি—১৫									

মু	ক								
পতি, মাতা, পিতা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
২	৬	৬	৪	৪	৪	৪	৪	২	৪

অতিরিক্ত সূত্র ।

শুদ্ধ করা সময়ে যে অঙ্ক দ্বারা মূল রাশিকে পূরণ করা যায় সেই অঙ্কটি দিয়া অংশীগণের অংশও পূরণ করিয়া উভয়দিকে দেওয়া যাইবে । এই নিয়ম শুদ্ধ করার প্রথম সূত্র ব্যতীত সমুদয় সূত্রেই খাটিবে ।

হে বালক ! উপরি ভাগের উদাহরণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ পতি ৯ অংশ পাইলেন । কেননা তিনি প্রথমতঃ তিনাংশ পাইয়া ছিলেন পরে শুদ্ধ করা কালিন ৩ দ্বারা ১৫কে পূরণ করা গিয়াছিল অতএব ঐ তিন দ্বারা পতির ৩ অংশকে পূরণ করিয়া ৯ দেওয়া গেল । মাতার দুই অংশ কে পূর । করিয়া ৬ দেওয়া গেল । পিতাও ঐকশ

৬ পাইলেন । কন্যাগণ ৮ অংশ পাইয়া ছিলেন উহাকে ৩ দ্বারা
পূরণ করিতে ২৪ হইল ঐ ২৪ অংশ ৬ টি কন্যার প্রত্যেককে ৪
অংশ করিয়া দেওয়া গেল ।

৩। সূত্র ।

একদামাদের অংশীদের সংখ্যা ৩ তাহাদের অংশে বিষম লব্ধ
হইলে দামাদের সমুদয় সংখ্যাটি দ্বারা মূলরাশিকে এবং বুদ্ধি পাইয়া
থাকিলে বুদ্ধি বাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে ।

বা । উহার একটি উদাহরণ বলুন ?

শি । যদি কেহ মাতা, পিতা, ৫ জন কন্যা বাধিয়া মৃত হন, তবে মূল
রাশির প্রতি শুদ্ধ করা যাইবে । যথা—

মূল—৬

ম		ক	৪
মাতা	পিতা	৫ কন্যা	৩
১	১	৪	

হে বালক ! এখানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ মাতা ছয় ভাগের
এক ভাগ, পিতা ঐক্লপ ৫ ৫ জন কন্যা তিন ভাগের দুই ভাগ
অর্থাৎ ৪ ভাগ পাইলেন । অতএব ৪ ভাগ ৫ জনের প্রতি মিলিত
হয় না এবং ৫ ও ৪ মধ্যে বিষম লব্ধ একারণ ৫ দ্বারা মূল রাশি
৬ কে পূরণ করিলে ৩০ হইল । ইহাই এই প্রশ্নের শুদ্ধ রাশি ।
পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে মাতা ৫ অংশ পিতা ৫ অংশ ৫ জন
কন্যা প্রত্যেকে ৪ অংশ করিয়া ২০ পাইলেন ।

উদাহরণ ।

শুদ্ধ—৩০

মূল—৬

ম				ক		
মাতা,	পিতা,	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
৫	৫	৪	৪	৪	৪	৪

বা । বুদ্ধি রাশির উদাহরণ বলুন ?

শি। যদি কোন মেয়েলোক পতি ও ৫ জন সহোদরা বর্তমান রাখিয়া মৃত হন তবে বুদ্ধি রাশির প্রতি শুদ্ধ করা যাইবে। উদাহরণ।

শুদ্ধ—৩৫

রু—৭

মৃত

পতি সহোদরা সহোদরা সহোদরা সহোদরা সহোদরা।

১৫ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

৪। সূত্র।

যদি একাধিক দায়াদ হয় এবং প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় ও তাহাদের অংশে মিল না হয় বরং এক দায়াদের সংখ্যার সহিত অন্তর দায়াদের সংখ্যা তুলনা করিলে তুল্য সম্বন্ধ হয় তবে তাহাব কোন এক দায়াদের সংখ্যাটি দ্বারা মূল রাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে।

বা। উহার একটি উদাহরণ বলুন ?

শি। যদি কোন ব্যক্তি ৬জন কন্যা ৩জন উর্দ্ধজননী ৩জন পিতৃব্য রাখিয়া মৃত হন তবে এই সূত্রমত উহার শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে। যথা—

মু—৬

মু

ক

৬ কন্যা

৩ উর্দ্ধজননী

৩ জন পিতৃব্য

৪

১

১

হে বালক! এখানে বিবেচনা করিয়া দেখ প্রথম দায়াদের ৬ ও ৪ কে বিভিন্ন সম্বন্ধে উহার তৃতীয় রাশি ২, একারণ ২ দ্বারা ৬ কে হরণ করিলে ফল ৩ হইল এই ৩ লওয়া গেল, দ্বিতীয় দায়াদেরও ৩ ও ১ মধ্যে বিষম সম্বন্ধ এক্ষণে উহারও ৩ লওয়া গেল। তৃতীয় দায়াদেরও ঐরূপ বিষম সম্বন্ধ থাকি বিধায় তাহারও তিন লওয়া গেল। অন্তএম নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ৩, ৩, ৩, সমুদয়ের মধ্যেই পরস্পর তুল্য সম্বন্ধ। একারণ ৩ দ্বারা মূল রাশি ৬ কে পূরণ করিলে ৩৮ হইল! পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে ১২ অংশ

৬ জন কন্যা প্রত্যেকে ২ করিয়া পাইলেন । ৩ অংশ ৩ জন উর্দ্ধজননী প্রত্যেকে ১ করিয়া পাইলেন । অবশিষ্ট ৩ অংশ ৩ জন পিতৃব্য প্রত্যেকে ১ করিয়া প্রাপ্ত হইলেন ।

সু—৮

ম—৬

ম	ক	ক	ক	ক	ক
কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
২	২	২	২	২	২
উর্দ্ধজননী	উর্দ্ধজননী	উর্দ্ধজননী	উর্দ্ধজননী	উর্দ্ধজননী	উর্দ্ধজননী
১	১	১	১	১	১
পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
১	১	১	১	১	১

৫। সূত্র ।

যদি একাধিক দায়াদ হয় এবং প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় ও অংশে মিলিত না হয়, বরং পরস্পর দায়াদের সংখ্যায় ভিন্ন সম্বন্ধ হয় তবে সমুদয় দায়াদ মধ্যে যে দায়াদের সংখ্যাটি বড় হইবে তদ্বারা মূল রাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে ।

বা ।

উহার একটি উদাহরণ বলুন ?

শি ।

যদি কেহ ৪ জন ভাৰ্য্যা ৩ জন উর্দ্ধজননী ১২ জন পিতৃব্য রাখিয়া মৃত হন তবে উহার শুদ্ধ রাশি এই সূত্রমত নির্গত হইবে যথা—

ম—১২

ম	ক	ক
৪ জন ভাৰ্য্যা	৩ জন উর্দ্ধজননী	১২ জন পিতৃব্য
৩	২	১

হে বালক ! এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ মূল রাশি ১২ হইল ইহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৩ অংশ ৪ জন ভাৰ্য্যা পাইলেন । বষ্ঠাংশ অর্থাৎ ২ অংশ ৩ জন উর্দ্ধজননী প্রাপ্ত হইলেন । অবশিষ্ট সাত

অংশ ১২ জন পিতৃব্য পাইলেন । অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় ৩ ভাগদিগের অংশে বিষয় সম্বন্ধ । এবং ৪, ৩, ১২ তে পরস্পর দায়াদের সংখ্যায় ভিন্ন সম্বন্ধ । অতএব উহাদের বড় সংখ্যা ১২ লইয়া উহা দ্বারা মূলরাশি ১২ কে পূরণ করিলে ১৪৪ হইল । ইহাই এই প্রশ্নের শুদ্ধরাশি ! পরে অতিরিক্ত সূত্রা ক্রমারে ৩৬ অংশ ৪ জন ভাৰ্ঘ্যা প্রত্যেকে ৯ করিয়া পাইলেন । ২৪ অংশ তিন জন উক্তজননী প্রত্যেকে ৮ করিয়া পাইলেন । অবশিষ্ট ৮৪ অংশ ১২ জন পিতৃব্য প্রত্যেকে ৭ করিয়া পাইলেন । উদাহরণ ।

সু—১৪৪

মু—১২

মু	ভাৰ্ঘ্যা	ভাৰ্ঘ্যা	ভাৰ্ঘ্যা	ভাৰ্ঘ্যা	উক্ত জননী
১২	১২	১২	১২	৮	৮
উক্ত জননী	উক্ত জননী	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৮	৮	৭	৭	৭	৭
পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৭	৭	৭	৭	৭	৭
পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৭	৭	৭	৭	৭	৭

৬। সূত্র ।

যদি একাধিক দায়াদ হন এবং প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যায় ৩ অংশে মিলিত না হয় বরং প্রথম দায়াদের সংখ্যায় দ্বিগুণ দ্বিতীয় দায়াদের সংখ্যায় ত্রিগুণ তত্বে উহাদের তৃতীয় রাশি দ্বারা প্রথম দায়াদের সংখ্যাকে হরণ করিলে যে ফল হইবে তদ্বারা দ্বিতীয় দায়াদের সংখ্যাকে পূরণ করিবে পরে পূরণের ফলে ৩ তৃতীয় দায়াদ থাকিলে তাহার সংখ্যায় যদি উক্ত সম্বন্ধ হয় তবে ঐরূপ আচরণ করিবে । যদি বিষয় সম্বন্ধ হয় তবে তৃতীয় দায়াদের সমুদয় সংখ্যা দ্বারা পূরণের ফলকে পুনর্বার পূরণ করিবে । এই-

রূপ যত দায়াদই হউক না কেন পরিশেষে ঐ পুরণের শেষ ফল
দ্বারা মূলরাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধরাশি নির্গত হইবে।

বা। উহার একটী উদাহরণ বলুন ?

শি। যদি কেহ ৪ জন ভাৰ্য্যা ১৮ জন কন্যা ১৫ জন উদ্ধজননী ৬ জন
পিতৃবা রাখিয়া মৃত হন তবে এই সূত্র মত উহার শুদ্ধরাশি নির্গত
হইবে। যথা:—

মু—২৪

মু	ক
৪ জন ভাৰ্য্যা	১৮ জন কন্যা
৩	১৬
১০ জন উদ্ধজননী	৬ জন পিতৃবা
৪	১

কে বালক ! এখানে বিনেটনা করিয়া দেখ প্রথম বর্গের ৪ তে ৩
তে বিষম সম্বন্ধ একারণ ৩ লওয়া গেল। দ্বিতীয় বর্গের ১৮ তে
১৬ তে বিভিন্ন সম্বন্ধ ইহার তৃতীয় রাশি ২ হইবে। একারণ ১৮
হইতে ৯ লওয়া গেল। তৃতীয় বর্গের ১৫ তে ৪ তে বিষম সম্বন্ধ
একারণ ১৫ লওয়া গেল, চতুর্থ বর্গের ৬ তে ১ তে বিষম সম্বন্ধ
একারণ ৬ লওয়া গেল। অতএব নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ৪, ৬, ৯,
১৫ হইল। পুনরায় দেখা গেল ৪ তে ৬ তে বিভিন্ন সম্বন্ধ ইহার
তৃতীয় রাশি ২ হইবে। অতএব ৪ হইতে ২ লওয়া ৬ কে পূরণ
করিলে ১২ হইল। পরে দেখা গেল ১২ তে ৯ তে বিভিন্ন সম্বন্ধ
ইহার তৃতীয় রাশি ৩ হইবে। একারণ ৯ হইতে ৩ লইয়া ৩ দ্বারা
১২ কে পূরণ করিলে ৩৬ হইল এবং ৩৬ তে ১৫ তে নিরীক্ষণ
করিয়া দেখিলে উহাতেও বিভিন্ন সম্বন্ধ উহার তৃতীয় রাশি ৩
হইবে। একারণ ৩৬ হইতে ১২ লইয়া তদ্বারা ১৫ কে পূরণ করিলে
১৮০ হইল, ঐ ১৮০ দ্বারা মূলরাশি ২৪ কে পূরণ করিলে ৪৩২০
হইল উহাই এই প্রণের শুদ্ধ রাশি পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে

२४७

উদ্ভাষন ।

— 392 —

ସଂଖ୍ୟା———୨୭

[illegible]

୨ । ସୂତ୍ର ।

যদি একাধিক দায়াদ হন এবং প্রত্যেক দায়াদের সংখ্যাও ৯
অংশে মিলিত না হয় বরং পরস্পর দায়াদের সংখ্যায় বিবক্ষ্য
হয় তবে প্রথম দায়াদের সংখ্যা দ্বারা দ্বিতীয় দায়াদের সংখ্যাকে,
পূরণ করিলে যে ফল হইবে সেই ফল দ্বারা তৃতীয় দায়াদের
সংখ্যাকে পূরণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ যত দায়াদই হউকনা

কেন পারিশেষে শেষ গুণফল দ্বারা মূলরাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধ রাশি নির্গত হইবে ।

বা । উহার একটি উদাহরণ বলুন ।

শি । যদি কেহ ২ জন ভার্য্যা ৬ জন উর্দ্ধজননী ১০ জন কস্তা ৭ জন পিতৃব্য রাখিয়া মৃত্যু হন তবে ইহার শুদ্ধরাশি এই সূত্র দ্বারা নির্গত হইবে । যথা—

মু—২৪

মু	ক
২ জন ভার্য্যা ৬ জন উর্দ্ধজননী ১০ জন কস্তা ৭ জন পিতৃব্য	
৩	১৬

হে বালক ! বিবেচনা করিয়া দেখ প্রথম দায়াদেশ ২তে, ৩তে বিঘম সম্বন্ধ একারণ প্রথম দায়াদেশ সংখ্যা ২ লওয়া গেল, দ্বিতীয় দায়াদেশ ৬তে ৪তে বিভিন্ন সম্বন্ধ উহার তৃতীয় রাশি ২ হইবে, একারণ ৬এর ৩ লওয়া গেল । তৃতীয় দায়াদেশ ১০তে ১৬তে বিভিন্ন সম্বন্ধ উহারও তৃতীয় রাশি ২ হইবে । ঐরূপ ১০এতে ৫ লওয়া গেল । চতুর্থ দায়াদেশ ৭তে ১তে বিঘম সম্বন্ধ একারণ ৭ সাত লওয়া গেল । অন্তএব নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ২তে ৩তে ৭তে ৭তে সমুদয়ের মধ্যেই পরস্পর বিঘম সম্বন্ধ । এজন্ত পরস্পর গুণ করতঃ অর্থাৎ ২কে তিন দ্বারা গুণ করিলে ৬ হইল উহাকে পাচ দ্বারা গুণ করিলে ৩০ হইল । এই ৩০কে সাত দ্বারা গুণ করিলে ২১০ হইল । এই ২১০ দ্বারা মূলরাশি ২৪কে পূরণ করিলে ৫০৪০ হইল । ইহাই এই প্রশ্নের শুদ্ধ রাশি । পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে ৬৩০ অংশ ২ জন ভার্য্যা প্রত্যেকে ৩১৫ করিয়া পাইলেন । ৮৪০ অংশ ৬ জন উর্দ্ধজননী প্রত্যেকে ১৪০ করিয়া পাইলেন । ৩৩৬০ অংশ ১০ জন কস্তা প্রত্যেকে ৩৩৬ করিয়া প্রাপ্ত হইলেন । অবশিষ্ট ২১০ অংশ ৭ জন পিতৃব্য প্রত্যেকে ৩০ করিয়া পাইলেন ।

উদাহরণ ।

মু—২৪						
ম		ক				
ভাৰ্ঘ্যা	ভাৰ্ঘ্যা	উৰ্দ্ধ জননী	উৰ্দ্ধ জননী	উৰ্দ্ধ জননী		
৩১৫	৩১৫	১৪০	১৪০	১৪০		
উৰ্দ্ধ জননী		উৰ্দ্ধ জননী	উৰ্দ্ধ জননী	কন্তা	কন্তা	কন্তা
১৪০		১৪০	১৪০	৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬
কন্তা	কন্তা	কন্তা	কন্তা	কন্তা	কন্তা	পিতৃব্য
৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬	৩৩৬	৩০
পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য	পিতৃব্য
৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০

ন্যূন রাশিতে পরিণত করিবার কথা।

বা।

সে কিরূপ ?

শি।

মনে করিয়া দেখ পূর্বে বলা গিয়াছে যে যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কেহই বর্তমান না থাকেন তবে প্রথম শ্রেণীর যে যে ব্যক্তি বর্তমান থাকিবেন তাঁহাদেরই প্রাপ্য অংশ বাদে বাকী যাহা থাকিবে তাহাও উহার স্বীয় স্বীয় অংশমত পাইবেন, কিন্তু ভাৰ্ঘ্যা আর পতি পাইবেন না। উহাকে আরবী ভাষায় রুদ্দ বলে।

বা।

ন্যূন রাশিতে পরিণত করিবার কোন নিয়ম আছে কি না ?

শি।

হাঁ চারিটা নিয়ম আছে। যথা—

১ম নিয়ম।

যদি প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এক দায়াদ হন এবং ভাৰ্ঘ্যা কি পতি না থাকেন তবে ঐ দায়াদের সংখ্যায় বৃত্ত হইবে তত দিয়া মূলরাশি করিতে হইবে।

উদাহরণ। যথা—২জন কন্তাকি ২জনভগিনী ইহার মূলরাশি ২হইবে

২য় নিয়ম।

যদি প্রথম শ্রেণীর একাধিক দায়াদ হন, অথচ ভাৰ্ঘ্যা কি পতি না থাকেন তবে তাঁহাদের অংশ দ্বারা মূলরাশি ধরা যাইবে।

উদাহরণ।

মূলরাশি ২ হইলে যদি যষ্ঠা ৭ প্রাপক হই দায়াদ বর্তমান থাকেন।

যথা—উর্দ্ধ জননী ১ জন, বৈপিত্রের ভগিনী ১ জন ইহার মূলরাশি ৩ হইবে ।

যদি এক দায়াদ তৃতীয়্যাংশ ও দ্বিতীয় দায়াদ যষ্ঠাংশ প্রাপক হন
যথা—মাতা ও বৈপিত্রের ভ্রাতা ভগিনী একাধিক হইলে মূলরাশি ৫ হইবে ।

যদি যষ্ঠাংশ প্রাপক ও ঈর্দ্ধাংশ প্রাপক বর্তমান থাকেন, যথা—
কন্তা ও পুত্রের কন্তা তাহা হইলে মূলরাশি ৫ হইবে ।

যদি যষ্ঠাংশ ও দুই তৃতীয় প্রাপক বর্তমান থাকেন, যথা—২
কন্তা ও মাতা তাহা হইলে ঈর্দ্ধ মূলরাশি ৫ হইবে ।

যদি অর্দ্ধেক ও দুই যষ্ঠাংশ প্রাপক বর্তমান থাকেন যথা—১ কন্তা
ও পুত্রের কন্তা ও মাতা । তাহা হইলে ঈর্দ্ধ অর্দ্ধেক ও তৃতীয়্যাংশ
প্রাপক বর্তমান থাকিলেও মূলরাশি ৫ হইবে । যথা—সহোদরা
ভগিনী ও বৈপিত্রের ভগিনী ২ জন ।

৩য় নিয়ম ।

যদি স্ত্রী কিম্বা পতি বর্তমান থাকেন এবং প্রথম শ্রেণীরও কোন
দায়াদ জীবিত থাকেন তবে স্ত্রী কি পতির অংশ পরিশোধান্তে যাহা
অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও দায়াদের সংখ্যায় মিলিত হইলে পূরণের
কোনও আবশ্যক রাখে না ; যথা—পতি ও তিন কন্তা ।

যদি অবশিষ্ট ও দায়াদের সংখ্যায় ও অংশে মিলিত না হয়, তবে
দেখিতে হইবে উভয় মধ্যে কি সম্বন্ধ, যদি বিভিন্ন সম্বন্ধ হয় তবে
তৃতীয় রাশি দ্বারা দায়াদের সংখ্যাকে হরণ করিলে যে ফল হইবে
তদ্বারা মূলরাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধরাশি নির্গত হইবে । যথা—
পতি ও ৬টী কন্তা ।

যদি বিষম সম্বন্ধ হয়, তবে দায়াদের সমুদয় সংখ্যা দ্বারা মূলরাশিকে
পূরণ করিলে শুদ্ধরাশি নির্গত হইবে যথা—পতি ও ৫টী কন্তা ।

৪র্থ নিয়ম ।

যদি একাধিক দায়াদ হন এবং তৎসঙ্গে স্ত্রী কি পতি বর্তমান
থাকেন, তবে স্ত্রী কি পতির অংশ পরিশোধান্তে বাকী যাহা থাকিবে,

তাহাতে সমুদয় দায়াদের অংশ ও অংশীতে মিলিত হইলে পূরণের কোনও আবশ্যক রাখে না যথা—১ জন ভাৰ্য্যা, ১ জন উৰ্দ্ধজননী ২ জন বৈপিত্রেয় ভগিনী । যদি মিলিত না হয় তবে শুদ্ধ করার যে সকল সূত্র বর্ণনা করা গিয়াছে তাহার উপযুক্ত সূত্র দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে । যথা—১ জন ভাৰ্য্যা, ৪ জন উৰ্দ্ধজননী, ৬ জন বৈপিত্রেয় ভগিনী । জী কি পতির অংশ পরিশোধান্তে বক্রী যে অংশ থাকিবে যদি তাহার এবং দায়াদের অংশে মিলিত না হয় তবে যে যে দায়াদেয় যত অংশ হইবে, উহার সমষ্টি দ্বারা মূলরাশিকে পূরণ করিলে শুদ্ধরাশি নির্গত হইবে । যদি ইহাতেও প্রত্যেক দায়াদেয় সংখ্যায় ও তাহাদের অংশে মিলিত না হয় তবে শুদ্ধ করার সূত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পরে অতিরিক্ত সূত্রানুসারে বিভাগ করিয়া দিবে যথা—৪ জন ভাৰ্য্যা, ৯ জন কন্যা, ৬ জন উৰ্দ্ধজননী ।

ক্রমশঃ বিভাগের বিবরণ ।

বা ।

ক্রমশঃ বিভাগ কি বুঝিলাম না ?

শি ।

কোন ব্যক্তি মৃত্যু হইলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি বিভাগ হওয়ার পূর্বে যদি উত্তরাধিকারীগণ হইতে এককি একাধিক মৃত্যু হন তবে সমুদয় মৃতের উত্তরাধিকারীগণকে যে প্রথম মৃতের ধন বিভাগ করিয়া দেওয়া উহাকে ক্রমশঃ বিভাগ বলি । আরবী ভাষায় “মুনাসাখা” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ।

বা ।

উহার একটা উদাহরণ বলিয়া দেখান, তাহা না হইলে মুখে মুখে বলিলে বুঝিব না ।

শি ।

এই লিখিলাম দেখ যথা —

শু—১২৮

শু—৩২

শু—১৬

মু—৪

মু

পতি ধ

৪ মৃত

কন্যা গ

৯ মৃত

ক

মাতা ঘ

৬

মু—৩	তুলা সম্বন্ধ	মুত	
মু		হস্তে—৪	
		খ	
জ্যো ৮	মাতা ৮	পিতা ৮	
১	১	২	
২	২	৪	
৮	৮	১৬	
মু—৬	বিভিন্ন সম্বন্ধ	হস্তে—৯	
মু		গ	
উর্দ্ধজননী ঘ	পুত্র ৩	পুত্র ৩	কন্যা ৭
১	২	২	২
৩ মুত	৬	৬	৩
	২৪	২৪	১২
মু—৪			
মু—২	বিসম সম্বন্ধ	হস্তে—৯	
মুত		ঘ	
পতি ৭	ভ্রাতা ৮	ভ্রাতা ৮	
২	১	১	
১৮	৯	৯	
	সমষ্টি—১২৮	১২	
জীবিত			
৮	৮	৮	৮
৮	৮	১৬	২৪
১০	১০	১০	১০
			ব্যক্তিগণ
১২	১৮	৯	৯
১০	১৫	১২১	১২১

হে বালক! এই উদাহরণে বিবেচনা করিয়া দেখ প্রথম 'ক',
মৃত্যুর লঘু করণের অর্থাৎ রুদ্ধের চতুর্ধ নিয়মানুসারে মূল রাশি ৪
হইয়া ১৬ তে শুদ্ধ হইল এবং উহার ৪ অংশ পতি, ৯ অংশ কন্যা,
৩ অংশ মাতা পাইলেন ।

দ্বিতীয় 'খ, মৃত্যুর লঘু করণের তৃতীয় নিয়মানুসারে মূল রাশি ৪ হইয়া ১ অংশ দ্বী, ১ অংশ মাতা ২ অংশ পিতা পাইলেন । এইকরণ আর একটী কথা মনে রাখ, যাহা পূর্বে মৃত্যু হইতে পাওয়া যায় তাহাকে 'হস্তস্থিত, বলা যায়, উহাকে আরবী ভাষায় "মাফেল" "এদ" বলে, অতএব এখানে হস্তস্থিত ৪ ছিল, একারণ অংশে ৬ মূল রাশিতে মিলিত হইল । তৃতীয় 'গ, মৃত্যুর মূল রাশি ৬ হইয়া ১ অংশ উদ্ধজননো, দুইটী পুত্র প্রত্যেকে ২ অংশ করিয়া ৪ অংশ, ও একটী কন্যা এক অংশ পাইলেন । অতএব এখানে দেখা যাইতেছে, এই তৃতীয় মৃত্যুর হস্তে ৯ ছিল । একারণ ৯ তে ৬ তে বিভিন্ন লঘু, উহার তৃতীয় রাশি ৩ হইবে । অতএব ৬ কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ২ ফল হইল । ঐ ২ দ্বারা পূর্বের মূল রাশি ১৬ কে পূরণ করিলে ৩২ হইল, ঐ দুই দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় মৃত্যুর উত্তরাধিকারীগণের অংশকে গুণ করিয়া দেওয়া গেল । ৯এর ভাগ ফল ৩ দ্বারা তৃতীয় মৃত্যুর উত্তরাধিকারীগণের অংশকে গুণ করিয়া দেওয়া গেল ।

চতুর্থ মৃত্যুর মূল রাশি ২ ও শুদ্ধ রাশি ৪ হইয়া ২ অংশ পতি ও ২ অংশ দুইজন স্ত্রী পাইলেন এবং এই মৃত্যুর হস্তস্থিত ৯ অংশ ছিল । অতএব ৪ তে ৯ তে বিষয় লঘু একারণ ৪ দ্বারা পূর্বের শুদ্ধ রাশি ৩২ কে পূরণ করিলে ১২৮ হইল এবং ৪ দ্বারা দ্বিতীয় তৃতীয় মৃত্যুর উত্তরাধিকারীগণের অংশকে গুণ করিয়া দেওয়া গেল, ৯ দ্বারা চতুর্থ মৃত্যুর উত্তরাধিকারীগণের অংশকে গুণ করিয়া দেওয়া গেল । হে বালক ! পঞ্চম, ষষ্ঠ যত মৃত্যুই হউকনা কেন এই ধারানুসারে ক্রমশঃ বিভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে ।

উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে যাহারা জীবিত আছেন তাহাদিগের নাম পৃথক নিম্নে লিখিয়া নামের নিম্নে যাহার যত অংশ তাহা লিখিতে হইবে এবং উপরিভাগে সমুদয় অংশের সমষ্টি লিখা থাকিবে ।

বা । অংশ ব্যতীত আনা গওর প জানার কোন উপায় আছে কি না ।

শি। হাঁ বলিতেছি। বাহার অংশ আনা গড়া রূপে জানিতে ইচ্ছা কর
প্রথম ভাহার অংশকে ১৬ আনা দিয়া পূরণ করিয়া লম্বটি অর্থাৎ
সমুদয় অংশীগণের অংশে একুন দিয়া ভরণ করিলে যে ফল হইবে
তাহাই এই ব্যক্তির অংশ হইবে। যথা—২৩৮ পৃষ্ঠায় উদাহরণ দেখ।

বা। যদি কেহ জীকে গার্তনৌ রাখিয়া মৃত হন তবে উত্তরাধিকারীগণ গর্ত
প্রসবের পূর্বে উহার ত্যজ্য সম্পত্তি বিভাগ করিয়া নিতে পারেন
কি না।

শি। হাঁ একটি পুত্রের অংশ পরিমাণ ধন রাখিয়া বণ্টক করিয়া নিতে
পারিবেন কিন্তু যদি এই উত্তরাধিকারীগণ একরূপ লোক হন যে
পুত্র জন্মিলে কিছুই পাইবেন না। যেমন ভ্রাতা ভাগিনী ইত্যাদি
তবে গর্ত প্রসবাবধি বণ্টক স্থগিত থাকিবে।

বা। যদি কতক গুলা লোক অলেতে কি আয়তে কি প্রাচীরাদির নিয়ে
পড়িয়া একত্র মৃত হন এবং কাহারই মরণের অথ পশ্চাৎ সময়
জানি না যায় তবে এই মৃত ব্যক্তির একে দিতীয়ের ত্যজ্য ধনে
উত্তরাধিকারী হইবেন কি না।

শি। না। কেহই কাহার উত্তরাধিকারী হইবেন না। কেবল ভীষিত
ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারী হইবে।

বা। নপুংসক কি অংশ পাইবেন।

শি। নপুংসক পুরুষ হইলে পুরুষের অংশ পাইবেন। মেয়েলোক হইলে
মেয়েলোকের অংশ পাইবেন। কিন্তু যদি পুরুষ নপুংসক কি
মেয়েলোক নপুংসক বিভেদ না হয় তবে তাহাকে আরবী ভাষায়
“খোনছয়ে মোকল” বলে। পুরুষ ও মেয়েলোকের মধ্যে যে অংশ
নূন হইবে তাহাই খোনছয়ে মোকলেকে দেওয়া যাইবে।

বা। খোনছয়ে মোকলের চিহ্ন কি ?

শি। আরবী ভাষায় শরিকিয়া গ্রন্থে উহা বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছে
যখন উহা পাঠ করিবে তখন বিশেষরূপে জানিতে পারিবে।



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25